সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA

India's Largest Selling Daily

রবিবার, ১৭ মাঘ ১৩৭৭ (১১ মাঘ ১৮৯২ শক) Sunday, January 31, 1971

ESTD 1878 REGD NO. C 1081

মূল্য—২০ পয়সা (20 Paise)

৪৯ বর্ষ, ৩২০ সংখ্যা

পিস্তলের মুখে যাত্রীসহ ভারতীয় বিমান ছিনতাই হয়ে লাহোরে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি—ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের একটি ফকার ফ্রেনডশিপ বিমান শ্রীনগর থেকে জম্মুর পথে বিমানেরই দু'জন যাত্রীর উদ্যত পিসতলের মুখে লাহোরে গিয়ে নামে। এই উপ-মহাদেশের আকাশে এই প্রথম বিমান ছিনতাই (হাইজ্যাক)। জম্মুতে অবতরণ করার কয়েক মিনিট আগে বিমানটি পাকিস্তানের দিকে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর তখনই শোনা যায় বিমান চালকের বার্তা ঃ বিমানটি ছিনতাই হয়েছে। দেখা গেল, লাহোরের দিকে উড়ে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত নামলো লাহোরে। যাত্রী ছিল ২৮ জন। আর ছিল ৪ জন বিমানকর্মী।

রেডিও পাকিস্তানের খবরঃ বিমান দস্যু দু'জন বিমান ত্যাগ করার পর ক্যাপটেন কচর যাত্রী সহ বিমানটি নিয়ে ভারতের পথে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিমানঘাটিসমূহের কনট্রোলার বলেছেন, বিমানটির লাহোর ত্যাগের কোন সংবাদ তিনি পাননি। পাক অসামরিক বিমান চলাচল দফতরের ডিরেকটারও রাত্রে ভারতীয় অসামরিক বিমান চলাচল দফতরকে জানিয়েছে, বিমানটি এখনও লাহোরে রয়েছে। তখন রাত্রি ১০টা। বিমান দস্যুদের বিমান থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

নয়াদিল্লিতে বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের ধারণা, পাক-কর্তৃপক্ষ বিমান দস্যুরা কাশ্মীরী হলেও ভারতীয় নাগরিক নয় বলে তর্ক তুলতে পারে। শুধু তাই নয়, পাক কর্তৃপক্ষ যদি এই ব্যাপারটাকে আরও পাকিয়ে তোলেন তাহলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এদিকে জম্মু ও কাশ্মীর মুক্তি ফ্রনটের একজন মুখপাত্র বলেছেন, বিমানটি ছিনতাই-এর দায়-দায়িত্ব

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

আগেই সাবধান করা হয়েছিল

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি—পাক-পন্থী গুপ্তচক্রী সংস্থা 'আল ফাতা'-র কার্যকলাপ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি যথাস্থানে জানিয়েছিলেন যে, অতঃপর ভারতীয়

৫ম পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য

দুই বিমান-দস্যুর পরিচয়

শ্রীনগর, ৩০ জানুয়ারি—যে দুজন বিমান-দস্যু ভারতীয় বিমানটি হাওয়াই-ছিনতাই করেছে তাদের একজন গত তিন বছর যাবত সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীতে নিযুক্ত। শুধু তাই নয়, গত এক বছর যাবত তার কর্মস্থল ছিল—জম্মু বিমানবন্দর। গত বছর উপর-ওয়ালাদের কাছে এক রিপোরটে সে নিজেই হাওয়াই-ছিনতাই ঘটবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। লোকটির নাম—মহম্মদ কুরেশি - এবং পদ—সাব-ইনসপেকটর। আর একজন বিমান-দস্যুর নাম মহম্মদ আশরফ (২১)।

প্রকাশ, কুরেশি এবং আশরফ দুজনেই আজ বিমানটিতে উঠেছিল শ্রীনগর থেকে। কুরেশি টিকিট কেটেছিল মহম্মদ হোসেন—এই ছদ্মনামে। তার পরিধানে ছিল সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর উর্দি। সে আগে বিমানে ওঠে। তারপর ওঠে আশরফ। তার কাছে একটি ব্যাগ ছিল। অনুমান করা হচ্ছে যে, ওই ব্যাগে পিসতল ও হাতবোমা ছিল। পরে হাওয়াই-ছিনতাই করবার সময় তারা সেগুলি কাজে লাগায়। —ইউ এন আই

যেখানে নব লড়বে না, আদি কংগ্রেস সেখানে প্রার্থী দেবেই

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের যেসব বিধানসভা ও লোকসভা আসনে নব কংগ্রেসের প্রার্থী থাকবেন না, সেখানে আদি কংগ্রেসের প্রার্থী দেওয়া হবেই।

আদি কংগ্রেসের একজন মুখপাত্র শনিবার আমাদের একথা জানান। কারণ আদি কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃবৃন্দ মনে করেন, প্রত্যেক কেন্দ্রেই কংগ্রেসের একটা নির্দিষ্ট ভোট রয়েছে। আর সব জায়গাতেই কংগ্রেস ভোটের বেশির ভাগটাই আদি কংগ্রেস পাবে বলে তাঁরা মনে করে থাকেন। এছাড়া এই প্রার্থী দেওয়ার আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে নব কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই-এর যে গোপন আঁতাত হয়েছে, নির্বাচক-মণ্ডলীর কাছে সেটাও তুলে ধরা। ওই মুখপাত্রের ধারণা, নব কংগ্রেস প্রার্থি-বিহীন বিধানসভা আসনগুলি থেকেই আদি কংগ্রেস ৩০।৪০টির মত পেয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভার ৮০টির মত কেন্দ্রে এবং লোকসভার ১০টির মত আসনে নব কংগ্রেসের কোন প্রার্থী থাকছেন না।

আজ রবিবার বিকালে আদি কংগ্রেস তাঁদের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবেন। দলের সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র শনিবার এই খবর জানিয়ে বলেন, আদি কংগ্রেস রাজ্য বিধানসভার সবকটি আসনেই প্রার্থী দেবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু জনসংঘ ও সরকারি পি এস পির পক্ষ থেকে আসন রফার জন্য অনুরোধ এসেছে সে ক্ষেত্রে স্বভাবতই কিছু আসনে তাদের প্রার্থী থাকবে না। রবিবার প্রথম কিস্তিতে ১৮০টি বিধানসভা ও পঁচিশটির মত লোকসভা আসনের প্রার্থী নাম প্রকাশ করা হবে।

বাংলা ও নব কংগ্রেসের আর সার্বিক ঐক্যের সম্ভাবনা নেই

নব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শ্রীবিজয়সিংহ নাহার এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান, নব কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে সার্বিক ঐক্যের আর কোন সম্ভাবনা নেই। জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এলে এরূপ কোন উদ্যোগ হবে কিনা। শ্রীনাহার জানান, 'না।'

শ্রীনাহার জানান জেলা পর্যায়ে ফরোয়ারড ব্লক সি পি আই এবং বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের আসন রফার কথা কোথায়ও কোথায়ও হচ্ছে, কিন্তু খুব বেশি আসনে এই সমঝোতা হওয়ার আশা নেই। তিনি জানান বিধানসভা ও লোকসভার বাকি প্রার্থী তালিকা আজ রবিবার তারা প্রকাশ করবেন। প্রসঙ্গত তিনি জানান, বিভিন্ন জেলায় এই দলের কর্মীদের মধ্যে যেরকম উদ্যম দেখা দিয়েছে তাতে

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

কাজ যা হচ্ছে

২৬ মাইল লম্বা কেষ্টপুর-ভাঙড় কাটাখাল পুনরুদ্ধারে হাত পড়েছে ডিসেমবরের শেষা-শেষি। আগে এই খাল কুলটি-গাঙ আর হুগলি নদীকে দুমুখে বাঁধতো। পনের বছর আগেও দু লক্ষ নৌকো চলাচল করতো: নদীপথে অন্যতম যোগাযোগ ছিল পূর্ববাংলা আর আসামের সঙ্গে। ১৯৪৫ সালে নেওয়া সরকারি হিসেব বলে, কম করেও পাঁচ লক্ষ টন মালপত্তরের আনাগোনা ছিল বছরে। পুনরুদ্ধারের কাজে লাগিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নদী ও সেচ দপ্তর। লক্ষ্য দুদিকে ঃ এক খালটিকে নৌবহ করা; দুই, একে অন্যতম পয়ঃ-প্রণালী হিসেবে কাজে লাগানো। আজ খালের খোলের মাপ এসে দাঁড়িয়েছে ষাট ফুটে। একে বাড়িয়ে আশি ফুট করা হচ্ছে: কোনো কোনো জায়গায় আবার একশ বিশ ফুটের মতন; যাতে দুশো টনী নৌকো অনায়াসে কলকাতা-সুন্দরবন করতে পারে। চিৎপুর আর চল্লিশ ফুট চওড়া কুলটিগাঙের লক-গেট নতুন করে গাঁথা হচ্ছে।

শনিবার শান্তি পদযাত্রীরা বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমার পর পারক স্ট্রীটের মোড়ে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

—নিজস্ব চিত্র

শহীদ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাব দিবসটি শহীদ দিবস রূপে উদযাপিত হয়।

এই উপলক্ষে কলকাতা ও শহরতলি এলাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। বারাকপুর গান্ধীঘাটে গান্ধীজীর স্মৃতিবেদীতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। এখানে সর্বধর্ম প্রার্থনা সভা এবং সুত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এদিন বেলা এগারোটায় দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পারক স্ট্রীট চৌরঙ্গীর মোড়ে গান্ধীজীর প্রতিমূর্তির পাদদেশে রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলকাতা করপোরেশনের পক্ষে মালা দেওয়া হয়। মহাকরণেও গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পিত হয়।

এইদিনটি কুষ্ঠ নিবারণী দিবস রূপেও পালন করা হয়েছে।

গান্ধীঘাটে অনুষ্ঠান

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান ঃ এদিন বারাকপুর গান্ধীঘাটে সর্বধর্ম প্রার্থনা সভা এবং সুত্র যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রী এ এন কিদোয়াই গান্ধীজীর স্মৃতি বেদীতে পুষ্পার্ঘ দেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ (আদি) কংগ্রেসসহ বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকেও মালা দেওয়া হয়। সূচনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

মুজিবরের সঙ্গে ভুট্টোর মতৈক্য হ'ল না

ঢাকা, ৩০ জানুয়ারি—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা নতুন সংবিধান সম্পর্কে তিন দফা আলোচনার পরেও মতৈক্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন।

আওয়ামি লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁর দল সেই সংবিধানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধিকার দেওয়া হবে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

প্রধানমন্ত্রীর সভায় হাঙ্গামা বাধালে গুলি

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আসন্ন নির্বাচনী সভায় যদি কোন লোক বোমা ফটানো বা অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে তাকে লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালানোর জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শনিবার মহাকরণে রাজ্যের গোয়েন্দা দফতরের ডি আই জি শ্রীবিষ্ণু বাগচি রাজ্য স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী বি আর গুপ্তের সঙ্গে দেখা করে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বেহালা, খড়গপুর, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর শ্রীরামপুর প্রভৃতি জায়গায় জোর পুলিশী ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ওই মুখপাত্র দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এই কড়াকড়ির পর প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সভায় কোনরূপ হাঙ্গামা হবে না বলে আশা করা যায়।

আজ বাণী অর্চনা

স্টাফ রিপোরটার

আজ শ্রীপঞ্চমী সরস্বতী পুজো। শিক্ষায়তনগুলি ছাড়াও অলিতে-গলিতে পুজোয়োজন। শনিবার অনেক সর্বজনীন মণ্ডপে আনুষ্ঠানিকভাবে দেবী প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে। পুজোর সংখ্যা গতবারের তুলনায় এবার বেশি।

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

রাজ্য নির্বাচন দফতরের আশংকা

নতুন ভোটার হবার আবেদনপত্রে অনেক ভুয়া নাম

স্টাফ রিপোরটার

'নতুন ভোটার হবার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে এত বেশি সংখ্যক নাম পাওয়া গিয়েছে যে, রাজ্য নির্বাচন দফতর আশংকা করছেন এর মধ্যে অনেক নামই 'ভুয়া'।

এই 'ভুয়া' ভোটারদের 'নয়া পদ্ধতিতে' যাচাই করা হবে বলে জানা গিয়েছে। ওই পদ্ধতিটি কী? এই প্রশ্নের জবাবে শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন বলেন 'এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য আগামী সপ্তাহে আমি দিল্লি যাচ্ছি। সেখানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রীশ্যামপ্রসন্ন সেনবর্মার সঙ্গে আলোচনা হবে। ফিরে এসে ওই 'নয়া পদ্ধতি' কী তা বলতে পারব।'

শ্রী রাঘবন বলেন, কলকাতায় নতুন ভোটার হবার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার আবেদন পত্র পাওয়া গিয়েছে। শুধু চব্বিশ পরগণায় বারাকপুর মহকুমা থেকে পাওয়া গিয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার আবেদনপত্র।

আবেদন পত্রের সংখ্যাধিক্যে এদের ভোটার হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন দুই একটি যোগ্য ভোটার সংশ্লিষ্ট তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে 'ভুয়া ভোটারের' নাম তালিকাভুক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

এই রাজ্যকে উপদ্রুত এলাকা বলে ঘোষণার দাবি

এদিন পশ্চিমবঙ্গ প্রজা সোসালিসট পারটির সম্পাদক অধ্যাপক সমর গুহ মহাকরণে মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রী রাঘবনের সঙ্গে দেখা করেন। নির্বাচনের সময় শান্তি শৃঙ্খলার রক্ষার জন্য তিনি কয়েকটি প্রস্তাব তাঁর মাধ্যমে ইলেকশন কমিশনকে জানান ঃ পশ্চিমবঙ্গকে অবিলম্বে 'উপদ্রুত অঞ্চল' বলে ঘোষণা করতে হবে।

আজ আবার চাঁদে পাড়ি

আজ রবিবার রাত্রি ভারতীয় সময় ১-৫৩মিঃ-এ 'এ্যাপোলো-১৪' মহাকাশ-যান তিনজন আরোহী নিয়ে "পৃথিবীর জানালা" দিয়ে কেপ কেনডি থেকে চাঁদের 'ফ্রা মরো' অঞ্চলের দিকে যাত্রা করবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রস্তুতির শেষ পর্বে শনিবার দুপুরে (ভারতীয় সময়) ৩৬ তলা বাড়ির সমান উঁচু 'স্যাটারন' রকেটে জ্বালানী বোঝাই শুরু হয়েছে।

'পৃথিবীর জানালাটি' রাত্রি ১-৫৩মিঃ থেকে মাত্র তিন ঘণ্টা ৩৯ মিঃ খোলা থাকবে। এ সময়ের মধ্যে যাত্রা করতে না পারলে 'ফ্রা মরো'তে পৌঁছানো সম্ভবপর হবে না। পরবর্তী

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

চব্বিশ ঘণ্টায় নয়জন খুন

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার রাত থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত প্রায় ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ৯ জন নিহত হন। শনিবার সকালে কলকাতা পুলিশের এ-এস-আই শ্রীনারায়ণ মুখারজি নারকেলডাঙ্গা এলাকায় আততায়ীর ছোরার আঘাতে গুরুতর আহত হন। রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়: অবস্থা সঙ্কটজনক। শনিবার রাত দশটা নাগাদ টালিগঞ্জে গণেশ বসু নামে এক যুবক বোমার ঘায়ে নিহত হন।

শনিবার বেলা সাড়ে দশটায় ক্যানাল সাউথ রোডে এক পুকুরের ধারে খাকি সারট ও ট্রাউজার পরা একটি মুণ্ডহীন মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহে গুলির চিহ্ন ছিল। মৃতের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। খাকির পোষাকে এঁকে পুলিশের লোক ভেবে খুন করা হয় বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

এদিন বিকালে টালিগঞ্জ রেস কোরস-এর অদূরে, আদিগঙ্গার সিঁরিটি ঘাটের কাছে ২২।২৩ বছরের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। দেহে আঘাতের নানা চিহ্ন এবং গলা কাটা ছিল। পরনে ছিল সারট ও ট্রাউজার। রাত্রি পর্যন্ত সনাক্তকরণ হয়নি। এটি হত্যাকাণ্ড বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

টালিগঞ্জে বোমার ঘায়ে যুবক নিহত

শনিবার রাত দশটা নাগাদ টালিগঞ্জ রোডে বোমার ঘায়ে গণেশ বসু নামে বছর পঁচিশের এক যুবক নিহত হন। শ্রী বসু সি পি এম-এর সমর্থক ছিলেন এবং নকশালপন্থীরাই তাঁকে আক্রমণ করে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ করেন।

আরও অভিযোগ পাওয়া যায় যে, এই ঘটনার পর সি পি এম সমর্থক বলে অভিহিত কিছু যুবক ঘটনাস্থলের সামনে ব্লক কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষের বাড়িতে হামলা চালায়। খড়ের চালের একটি ঘরে আগুন লাগায়, একটি 'ক্যানটিন' লুঠপাট করে এবং কয়েকটি লরিও ক্ষতিগ্রস্ত করে। পুলিশ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চারজনকে টালিগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। রাত ১২টার খবর ওই এলাকার অবস্থা থমথমে।

শুক্রবার রাত্রে ও শনিবার ভোরে খড়দহ ও নোয়াপাড়া এলাকায় আততায়ীর গুলিতে দুজন নিহত হন। শুক্রবার রাত্রে হাওড়ার বালিতে কালিদাস মুখারজি (২২) নামে এক যুবক নিহত হন। ইনি সি পি এম সমর্থক বলে প্রকাশ।

শনিবার সকালে কৃষ্ণনগর শিবপুর গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষক শ্রীগোবিন্দ মণ্ডল নকশাল বলে বর্ণিত কয়েকজনের ছোরার আঘাতে নিহত হন। এ সংবাদ ইউ এন আই-এর। ধূপগুড়ি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় পাহাড়পুর গ্রামে সামসের আলি নামে এক ব্যক্তি আততায়ীর ছোরার আঘাতে নিহত হন। ওই গ্রামেরই আর একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুজনেই সম্ভবত বাংলা কংগ্রেসের সমর্থক।

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

২২ পয়সা

মুদ্রণের কাগজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীর দর এত বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কাগজ কিনে এবং সেই কাগজে সংবাদপত্র ছেপে আমাদের ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তা ছাড়া ইংরেজি সংবাদপত্রের তুলনায় ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের পরিমাণও কম। এই অবস্থায় সংবাদপত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে কাগজের দাম বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। তাই আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি (১৯৭১) থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতি কপি বিক্রয়মূল্য ২০ পয়সার স্থলে ২২ পয়সা ধার্য করা হয়েছে।

এই সঙ্গে দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার প্রতি কপির বিক্রয়মূল্য হবে যথাক্রমে ২০ পয়সা ও ৬০ পয়সা। সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

—সারকুলেশন ম্যানেজার

যুবক হলে আমিও নকশাল হতাম

—বি এম বিড়লা

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের মধ্যে চরম বেকার সমস্যা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, 'যুবক থাকলে আমিও হয়ত নকশাল হতাম'। শনিবার কলকাতায় ইনজিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন অব ইনডিয়ার ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা উদ্বোধন করে শ্রী বি এম বিড়লা বলেন।

তিনি মনে করেন, রাজ্যের বর্তমান অশান্তির মূল কারণই যুবকদের মধ্যে তীব্র বেকার সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে একদিকে চাই শিল্প প্রসার, অন্যদিকে ব্যাপক উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে নিজের দেশে ও বিদেশে বাজার সৃষ্টি। এ ব্যাপারে শিল্প উৎপাদকদের সঙ্গে সরকার ও শ্রমিক নেতাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

সভাপতির ভাষণে শ্রী এস এন রুংতা ইস্পাত ও কাঁচা মালের অভাবে ইনজিনিয়ারিং শিল্পের প্রসারে নানা অসুবিধা ঘটছে বলে অভিযোগ করেন।

এ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে শিল্প সরিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে শ্রীবিড়লা বলেন, এটা কখনই সম্ভব নয়। যাঁরা এসব কথা বলছেন, তাঁরা নিজেদের অজ্ঞতারই পরিচয় দিচ্ছেন বলে তিনি মনে করেন। কেননা সাময়িকভাবে কোন কলকারখানা বন্ধ হলেও তার ভারী যন্ত্রপাতি অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। এ ছাড়া সমস্যা শুধু এ রাজ্যেই নয়, অন্য রাজ্যেও আছে। তিনি বলেন, তবে শ্রমিকদেরও একথা মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র শিল্প পরিচালকদের ভয় দেখিয়ে বা ঘেরাও করে অবস্থার সুরাহা হবে না। কারণ শিল্পের প্রসার না ঘটলে একদিকে যেমন নতুন কাজ সৃষ্টি হবে না, অন্যদিকে তেমনি শ্রমিকদেরও আর্থিক সুরাহা হবে না। এসব কথা রাজনৈতিক নেতাদেরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তিনি অভিযোগ করেন, এই রাজ্যের লোক কাজ করতে চান। কিন্তু কয়েকটি রাজনৈতিক দল শ্রমিকদের কল্যাণের কথা চিন্তা না করে নিজেদের দলীয় স্বার্থকে বড় করে দেখেন এবং তাঁরাই বাধার সৃষ্টি করেন।

অন্য রাজ্য থেকে শিল্পে কর্মী নিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিল্পের ক্ষেত্রে এর অনেক কারণ আছে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

রাসবিহারীতে ইউ এল এফ প্রার্থী শচীন সেন

স্টাফ রিপোরটার

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভেনিউ কেন্দ্রে কলকাতা করপোরেশনের সি পি এম কাউনসিলার শ্রীশচীন সেনকে প্রার্থী মনোনীত করেছে। শনিবার সি পি এম রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এই খবর জানান। গত অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ওই কেন্দ্রে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার ব্যানারজি যুক্তফ্রনট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

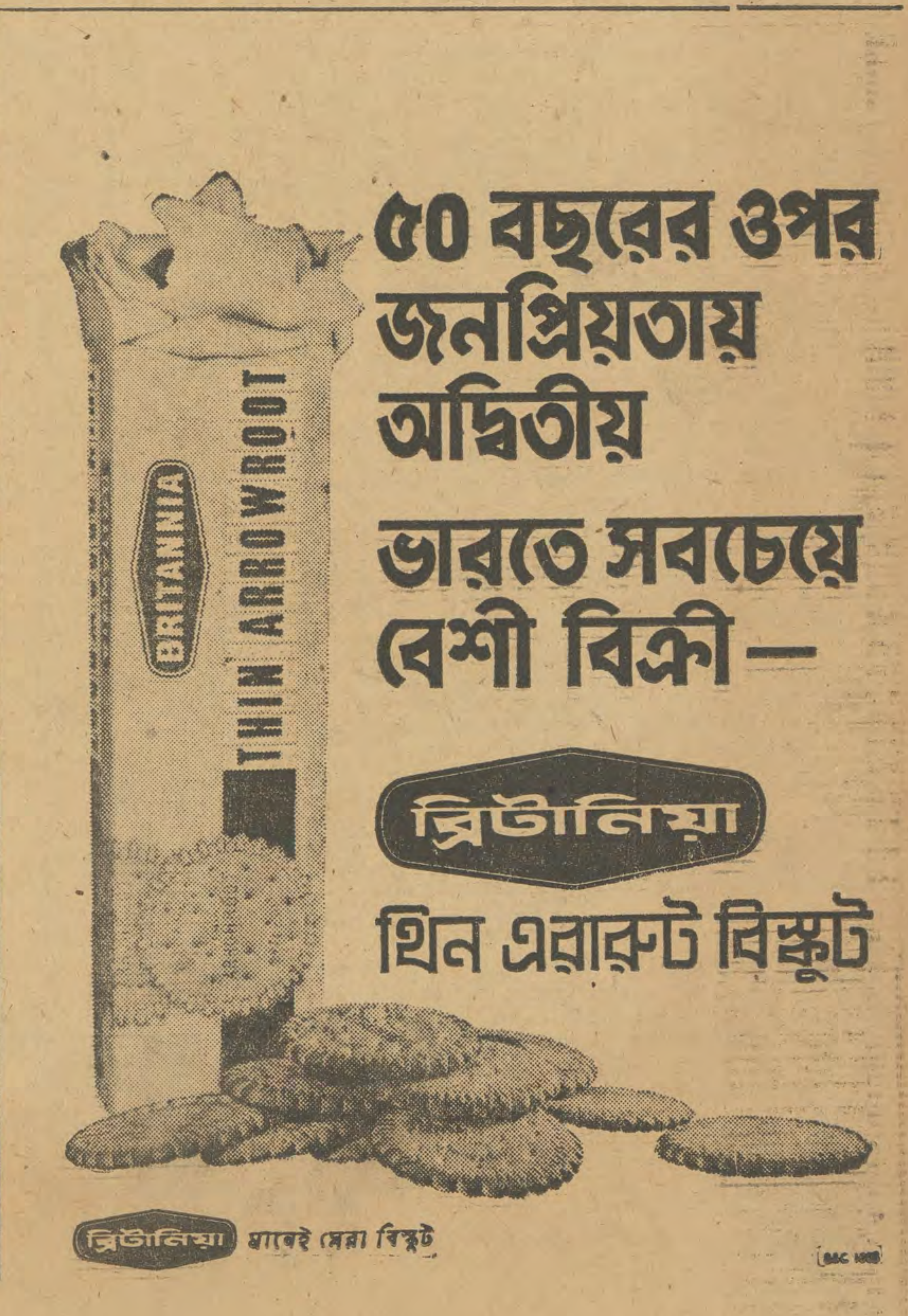

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (আভ্যন্তরিক)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

কর্মখালি

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কেমিস্ট্রি বিভাগে ডঃ এম কে পালের অধীনে একটি সি এস আই আর রিসার্চ স্কিম "পলিঅ্যানিয়ন-পলিকেশন ইনটারঅ্যাকশনস"-এর উপর কাজ করিবার নিমিত্ত মাসিক মাত্র ৩০০, টাকা ফেলোশিপে কাজ করিবার জন্য জুনিয়র রিসার্চ ফেলো পদের নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। যোগ্যতা: স্পেশাল পেপার ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিসহ কেমিস্ট্রি বা বায়োকেমিস্ট্রিতে উত্তম এম এস-সি। গবেষণার প্রতি প্রবণতা ও অভিজ্ঞতাসহ প্রার্থী বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের বিবরণী উল্লেখে এবং মার্কশীট ইত্যাদির প্রত্যায়িত নকল সহ সাধারণ কাগজে দরখাস্ত রেজিস্ট্রার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া ঠিকানায় এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে পৌঁছান চাই।

দরখাস্ত ভরতি খামের উপর "কেমিস্ট্রি বিভাগে ডঃ এম কে পালের অধীনে ফেলোশিপ" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে।

রেজিস্ট্রার
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিমবঙ্গ
(৬৯৯৫)

দুর্গাপুরে দুর্গাপুর প্রজেক্ট হসপিটালের অধীন নিম্নলিখিত পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে:

১। **ফার্মাসিস্ট**—বেতন ১২৫-৩-১৪০-৪-২০০, টাকা। তদুপরি কম্পানির রুল অনুসারে মহার্ঘ ভাতা।

প্রার্থী অবশ্যই স্কুল ফাইনাল/হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই, স্টেট ফার্মাসি কাউনসিলে ফার্মাসিস্ট-রূপে রেজেস্টারীভুক্ত হওয়ার সার্টিফিকেট থাকা চাই এবং ফার্মাসিস্টরূপে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা, কোনো বড় হাসপাতালে বাঞ্ছনীয়। বয়স: ৩০ বৎসর।

২। **ড্রেসার**—বেতনক্রম ৮৫-২-১১৫, টাকা। তদুপরি কম্পানির রুল অনুসারে মহার্ঘভাতা।

প্রার্থী অষ্টম মান পর্যন্ত পড়িয়া থাকা চাই। ড্রেসাররূপে ট্রেনিং লওয়ার সার্টিফিকেট থাকা চাই এবং কোনো বড় হাসপাতালে ড্রেসাররূপে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়স—৩০ বৎসর।

কেন্দ্রীয়, রাজ্য অথবা কোনো সরকারী সংস্থায় প্রার্থী চাকরীতে নিযুক্ত থাকিলে নিয়মানুগ পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে। পরিবর্তে সাক্ষাৎকারের সময় বর্তমান নিয়োগকর্তার নিকট হইতে প্রার্থীকে একটি "নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট" দাখিল করিতে হইবে। উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

পার্সোনেল অফিসার, দি দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড, পোঃ অঃ দুর্গাপুর ১, জেলা বর্ধমান-এর নিকট স্বয়ং আসিয়া অথবা স্বনামে ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইয়া প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত উক্ত অফিসারের নিকট ১৫-২-৭১ তারিখের মধ্যে পৌঁছান চাই এবং দরখাস্তের সঙ্গে দি অ্যাকাউন্টস অফিসার, দি দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিঃ, দুর্গাপুর-১, জেলা বর্ধমান-এর অনুকূলে ১ টাকার একটি রেখিত পোস্টাল অর্ডার থাকা চাই।
(৭০৮০)

গোপাল হোসিয়ারীতে বডি মেসিনের মিস্ত্রী এবং জালী মেসিন চালাইবার মেসিনম্যান আবশ্যক। যাদবপুর, কলিকাতা-৩২। (৬৪২৪ এ)

ফুল বা পার্ট টাইমে W M W মেসিনে পিলফার প্রুফ ক্যাপ-এর ডাইস তৈয়ারী করিতে পারে এরূপ লেদম্যান আবশ্যক। মাহিনা যোগ্যতানুসারে। যোগ্যতার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে আবেদন করুন—বক্স নং ৭২৮৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪১৬)

থাকা খাওয়া মাহিনায় গৃহস্থালীর কাজে নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা আবশ্যক। বি কাঁড়ার ২৬/১১, ইছাপুর রোড, কদমতলা, হাওড়া-১। ৬৬-৪৫১৬। (সি ৭৫৩৯)

অভিজ্ঞ প্রেস ম্যানেজার আবশ্যক। উত্তর কলিকাতায় মাঝারি প্রেস। প্রশংসাপত্র সহ আবেদন করুন। বক্স নং ৭৩২৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৪৬)

প্রিন্টিং প্রেসে ব্লক ডিপার্টমেন্টে নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য আবেদন করুন। ১। এচার, ২। মাউন্টার-কাম-রাউটার, ৩। এনগ্রেভার, ৪। অফসেট মেসিনম্যান। ক্যাক্সটন এন্ড কোং, ১বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২০। (সি ৭১৯৮)

তিনটি ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানো ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য গরীব পরিবারের শিক্ষিতা মহিলা চাই। খাওয়া, থাকাপরা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইবে। যোগ্যতা, বয়স ও ঠিকানা এক সপ্তাহের মধ্যে জানান। কোলকাতায় থাকিতে হইবে। বক্স নং ৭২৫৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭৮)

মধ্যবিত্ত পরিবারের মাতৃহীন তিনটি শিশুর দেখাশোনা করার জন্য মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা চাই। ইন্দুভূষণ ঘোষ, টিস্যু মিল, পোঃ ত্রিবেণী, জেঃ হুগলী। (সি ৭২০৩)

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যাল অফিসে পিয়নের কাজে নিযুক্তির জন্য ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে সক্ষম একজন কর্মঠ যুবক আবশ্যক। বয়ঃসীমা—২৫ বৎসরের মধ্যে বেতনহার ৪০—২—৮০ তৎসহ প্রচলিত ভাতা। সার্টিফিকেটসমূহের নকল সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ইং ৮-২-৭১ মধ্যে দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। স্বাঃ হরেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। (৭৬৩০)

কর্মখালি

চাই:—হ্যান্ডিক্র্যাফটের কাজ জানা কিছু পুরুষ ও মহিলা। লিখুন, বক্স নং ৭৪৪৯, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১। (সি ৭২৪১)

চামড়া, রেক্সিন, প্লাইউড ইত্যাদি থেকে নানা প্রকার ডিজাইন ও স্টাইলের সুটকেস, ভ্যানিটি ব্যাগ, Money-Bag, Portfolio Bag, attachee ইত্যাদি বানাবার জন্য দক্ষ কারিগর চাই। সর্ত আরোপ করিয়া বিস্তারিত বিবরণ সহ আবেদন করুন। বক্স নং ৭২৩৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৪৪)

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিক শো-এর জন্য কতিপয় মহিলা আবশ্যক। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। সময় ১০টা হইতে ৫টা। "যাদুকর হাকাসা, C/o ক্যালকাটা কোল কোম্পানী, ২২, রবীন্দ্র সরণী, দ্বিতল, ফ্ল্যাট নং ১৯, কলিকাতা-১।" (সি ৭৩৮৫)

লাইব্রেরী অর্ডার সংগ্রহ করিবার জন্য সাময়িক প্রতিনিধি চাই। আবেদন করুন। বেতন মাসিক ৭৫, ও কমিশন। আনন্দ পাবলিশার্স, ৭৪বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। (সি ৭৬২০)

প্রকাশনা বিভাগে আউটডোরে কাজ করিবার জন্য মহিলা ও পুরুষ সেলসম্যান মাহিনা/কমিশনে চাই। সত্বর দেখা করুন—মুনএজ পাবলিশার্স এজেন্সি, ১৬ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলি-১। (সি ৭৬২৬)

নির্ঝঞ্ঝাট, দুঃস্থ, মধ্যবয়সী মহিলা কর্মী চাই। মহিলা পরিচালিত একটি রুটির কারখানার জন্য। কলিকাতা-১৪-র নিকট থাকিলে ভাল হয়। বক্স নং ৭৫০১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৮৪)

অফসেট প্রিন্টিং মেসিন চালাইবার জন্য একজন সুদক্ষ মেসিনম্যান আবশ্যক। অভিজ্ঞতা, সার্টিফিকেটের নকল সহ কত বেতন চান উল্লেখ করিয়া সত্বর আবেদন করুন। বক্স নং ৭৪১৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২১০)

কেবলমাত্র কাপড়ের দোকানে কাজ জানা সিল্ক ও তাঁত যুবক আবশ্যক। বক্স নং ৭৬৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৯১)

আমাদের ঘরে থাকিয়া রন্ধন ও অন্যান্য কাজ করার জন্য ১ জন নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা বা পুরুষ ব্রাহ্মণ আবশ্যক। বেতন যোগ্যতা অনুসারে। স্বপন চক্রবর্তী, এম এস-সি ধাড়সা (হরিসভাতলা) পোঃ সাঁত্রাগাছি, হাওড়া (রামরাজাতলা স্টেশন থেকে ৫ মিনিট)। (সি ৭৫০৪)

দুর্গাপুরে একটি খ্যাতনামা বিলাতী এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির জন্য সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যক। প্রার্থিগণ বলিষ্ঠ, উত্তম সার্ভিস রেকর্ডসহ সামরিক বিভাগের প্রাক্তন কর্মী হওয়া চাই। কোনো খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ চাকরীর অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে। বয়ঃসীমা ৪০। বিবরণীসহ লিখুন: বক্স নং ৭৪৪০ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১

প্যাকেট চা বিক্রয় করিবার জন্য সেলসম্যান আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে। রু স্টার টী কোং, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস (দ্বিতল) কলি-১। (সি ৭৫০৫)

> **আবশ্যক**
> সুদক্ষ এনগ্রেভার চাই। এইচ কে এনগ্রেভিং কোং, ৯।২ ভুপেন রায় রোড, কলি-৩৪।
> (সি ৭৪৫৯)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

অনধিক ৪৫ বৎসর বয়স্ক অভিজ্ঞ এম এ (ইংলিশ বাঞ্ছনীয়) বি. টি. ১লা আগস্ট যোগদানক্ষম প্রধান শিক্ষক চাই। সম্পাদক, গান্ধী কলোনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বহুমুখী), রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৪০ এর নিকট সত্বর দরখাস্ত করুন। (৭৬৬৭)

"আমরাই জুনিয়ার হাই স্কুল, পোঃ দুর্গাপুর-৩-এর জন্য একজন শিক্ষক প্রয়োজন। ন্যূনতম যোগ্যতা বি-এ পাশ। ৫/২/৭১-এর মধ্যে সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন। সম্পাদক। (সি ৭৩১১)

গড়ভবানীপুর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন বি এ (অনার্স), ইং বাঞ্ছনীয়, বি টি প্রধান শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। ৩৫ বৎসরের ঊর্ধ্ববয়স্কা, কমপক্ষে পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্না হওয়া চাই। সর্বনিম্ন বেতন উল্লেখ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন। পোঃ—চিত্রসেনপুর, জেলা—হাওড়া। (৭৪৪১)

এজেন্ট-ক্যানভাসার

বাংলা ১৩৭৮ সনের ক্যালেন্ডারের অর্ডার সংগ্রহার্থে প্রতিপত্তিশালী অভিজ্ঞ এজেন্ট আবশ্যক—রিজেন্ট ক্যালেন্ডার প্রাঃ লিঃ ৪নং বিডন স্ট্রীট, কলি-৬। (সি ৭০৪১)

কর্মপ্রার্থী

প্রফেসর ইংরেজী/বাংলায় অনার্স পর্যন্ত পড়াবেন নিজের/ছাত্রের বাড়ীতে। বক্স নং ৭১৭৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩০৮)

৩০ **বৎসরের অভিজ্ঞতা। মধ্যোত্তর** অঞ্চলে হাঃ সেঃ / প্রিঃ ইউ / প্রিঃ মেড/ এস এফ বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ইংরাজীসহ পড়াইতে চান। নবারুণ, ৪৭/২/১, গড়িয়াহাটা রোড, ৫ তলা। (সি ৬৯৬২)

কলিকাতা কলেজের অভিজ্ঞ অধ্যাপক কেমিস্ট্রি পার্ট টাইম স্কুল শিক্ষক টিউশন চাই। জি হাজরা, ১৩০, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলি-৬। (সি ৬৮৯৩)

অংক ইংরাজী ইকনমিক্সে অভিজ্ঞ এম এ (সংস্কৃত) স্কুল-শিক্ষক টিউশন চান। সেন, ১৬৩, বৈঠকখানা রোড, কলি-৯। (সি ৬৯২৭)

কর্মপ্রার্থী

অভিজ্ঞ ফিজিক্স অনার্স শিক্ষক। বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের টিউশান প্রার্থী। বক্স নং ৭১৮০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০১২)

প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বি এ বি টি এবং বি এস সি প্রাইভেট শিক্ষয়িত্রী। শিশু শ্রেণী হইতে এস এফ/হাঃ সেঃ কলা/বিজ্ঞান যত্ন সহকারে পড়াইতে চাই। বক্স নং ৭৪৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৬১)

অভিজ্ঞ শিক্ষক দঃ কলিকাতায় স্কুলের ছাত্রছাত্রী (হিউ/কম/সায়ান্স) ইং/বা মিডিয়মে পড়াই। ২৬।১এ, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলি-৯। (সি ৭২০৯)

বিজ্ঞানে স্নাতক শিক্ষক এইচ এস, প্রি- ইউ, বি এস সি অঙ্কে টিউশন চায়। সুধাংশু বেরা। ১।৯এ, ডোভার লেন, কলি-২৯। (বিও—৩৩০)

বি এস সি (অঙ্ক) এম এস সির (২য়) ছাত্র। হাঃ সেঃ পর্যন্ত ভাইবোনদের দঃ কলি-তে পড়াই। বক্স নং ৭৩৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৬৯)

ভূতপূর্ব হেড মাস্টার, স্কুল-কলেজের যে-কোন পরীক্ষার্থীর ইংরাজী বাংলার গৃহশিক্ষকতা প্রার্থী। বক্স নং ৭৬৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৮৬)

দশ বৎসরের অভিজ্ঞ বি এস সি, ফ্লেডিক্যাল। পঞ্চম—স্কুঃ ফাঃ, বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে হাঃ সেঃ, প্রিঃ ইউঃ, বি এস সি (অনার্স) পড়ায়। C/o নিরাময় নিকেতন, ১৮ বিডন স্ট্রীট, কলি-৬। (সি ৭৩৮৪)

অভিজ্ঞ ফিজিক্স (অনার্স) টিউশন আবশ্যক। এস সেনগুপ্ত, ২৫/১সি, দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। (সি ৭৩৮৩)

পেয়িং গেস্ট

গড়িয়াহাটার (বালিগঞ্জ) নিকট ভদ্রপরিবারে পৃথক ঘরে মনোরম পরিবেশে ১৭৫ টাকায় একজন ভদ্রমহিলা ছাত্রী পেইং গেস্ট আবশ্যক। এস দে। ৯/এ, শরৎ ঘোষ স্ট্রীট, কলি-১৪। (সি ৬৯৮৯)

মহিলা পেয়িং গেস্ট চাই। মাসিক ১০০,। এম সি সি ১১৫, একডালিয়া রোড, (দোতলা) বালিগঞ্জ স্টেশনের পাশে। (বি ও ৪১২৭)

দক্ষিণ কলিকাতায় থাকা খাওয়া ১০০ পেইং গেস্ট চাই। মিহির সেন, ৫৩/এ, চক্রবেড়িয়া রোড, নর্থ (কলি-২০)। (সি ৭৪৩১)

পাত্র চাই

বনেদী ঘরের সুশ্রী সুগঠনা দীর্ঘাঙ্গী (২০) গৃহকর্ম সূচীশিল্প গীটারে নিপুণা এইচ-এস পাত্রীর বৈষ্ণব অথবা অসবর্ণ সুপাত্র চাই। বক্স নং ৭৬০৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৬৬)

এম এস-সি পাঠরতা পূঃ বঃ অবস্থাপন্ন কায়স্থ পরিবারের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (২৩), ১·৫২ মিঃ (৫'), সুশ্রী পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, লেকচারার অথবা অন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬১৬)

পঃ বঃ চাকুরিয়া ২৭৫, বি এ পাশ রাঢ়ী ব্যানার্জি সুশ্রী উঃ শ্যামবর্ণা সুগঠনা সঙ্গীতজ্ঞা। পূর্ববঙ্গ উঃ ১·৬৩ মিঃ (২৭) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৫৪৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৯৩)

সম্ভ্রান্ত, কৃষ্টিসম্পন্ন পশ্চিমবঙ্গীয় বসু পরিবারের সুশ্রী, ফর্সা, সুগঠনা, সুকেশী ম্যাট্রিক পাত্রীর (২৭) জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা সুপ্রতিষ্ঠিত ৩৪—৩৮ সুশ্রী পাত্র চাই। বক্স নং ৭৬৩৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৬৩)

তন্তুবায় পাত্র চাই

পাত্রী (২৪) বি-এ অনার্স বি-টি শিক্ষিকা সুশ্রী ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক চাকুরে উপযুক্ত পাত্র (৩০-৩২) চাই। বক্স নং ৭৫৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৯৯)

সরকারী অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে আমাদের স্থায়ী বাসিন্দা, একমাত্র কন্যা প্রি-ইউ পাঠরতা (২২) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী ভরদ্বাজ গোত্রীয় পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৫৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১।

কুম্ভকার উচ্চশিক্ষিত সুউপায়ী পাত্র চাই। পাত্রী (২৪) এম-এ ফর্সা সুন্দরী (পাঁচ ফুট) ১·৫২ মিঃ কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরে (৩০০,) লিখুন। বক্স নং ৭৫৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৫০৩)

সম্ভ্রান্ত বংশীয় এম-বি, বি-এস ডি-জি-ও সরকারী চাকুরীয়া সুশ্রী পাত্রীর জন্য বৈশ্যসাহা/অসবর্ণ সুউপায়ী পাত্র (৩৮-৪০) চাই। বক্স নং ৭৬১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪১২৪)

পূর্ববঙ্গ অধুনা কলিকাতাবাসী রাঢ়ী বাৎস্য ব্রাহ্মণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী বি-এ, বিনীত পাত্রীর (২৫—১·৫২ মিঃ ৫') জন্য রাঢ়ী/বারেন্দ্র সুউপায়ী শিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীগোপাল চক্রবর্তী, ৩৫/৮, গোবিন্দপুর, কলিকাতা-৪৫। (বি ও ৪১২৫)

পঃ বঃ ব্যানার্জী বি এস-সি সরকারী চাকুরীরতা স্বাস্থ্যবতী ফর্সা সুশ্রী (২৫) ৫'—৩" (১·৬০ মিঃ) গৃহকর্মনিপুণা নম্রস্বভাবা পাত্রীর জন্য কলকাতায় স্থায়ী চাকুরীরত উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৬১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪১২৬)

উঃ রাঃ কায়স্থ সম্ভ্রান্ত মিত্র বংশের ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী (১৯—৫'—১½") ১·৫৬ মিঃ গৃহকর্মে সূচীশিল্পে নিপুণা গীটার শিক্ষারত হাঃ সেঃ অনুত্তীর্ণার সুপাত্র চাই। এ কে মিত্র, এ-ই-৩, স্টেশন রোড, পোঃ হাবড়া, ২৪ পরগণা। (সি ৭৩৫৩)

বনেদী সম্ভ্রান্ত বংশের সুশ্রী সংগীতে এম-এ পরীক্ষার্থী পাত্রীর (২৪) জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অকাশ্যপ পঃ বঃ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৭১০)

পাত্র চাই

কর্মকার পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত পরিবারের গ্র্যাজুয়েট সুশ্রী পাত্রীদ্বয়ের (২৪/২২) উপযুক্ত পাত্র চাই। প্রথমা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, দ্বিতীয়া মধ্যম ফর্সা। বক্স নং ৭৪৯৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭২৪০)

মাহিষ্য পাত্র চাই

পাত্রী (২১), গ্রাজুয়েট, সঙ্গীতজ্ঞা সুশ্রী, ফরসা, শান্তস্বভাবা। চাকুরীরত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩৭৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৭৪)

কর্মকার পাত্র চাই

পাত্রী (২৪) অনার্স (একন মক্স) শিক্ষিকা সুশ্রী মুখশ্রীযুক্তা। শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩৮৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৩২৫)

সুবর্ণ বণিক পাত্র চাই

হুগলী নিবাসী পঃ বঃ সুবর্ণ বণিক ফর্সা, সুদর্শনা হাঃ সেঃ পাশ পাত্রীর (২৭) জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সি এ, অধ্যাপক, ব্যাঙ্ক কর্মচারী বা অন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৫০)

সুবর্ণবণিক এম এ পাঠরতা সুশ্রী, স্লিম, মুখশ্রীযুক্তা পাত্রীর (২২) জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪০৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও—৪০১১)

অনার্স এম এ লম্বা, সুশ্রী, মুখার্জী অধ্যাপক-কন্যার যোগ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও—৬২০)

শিক্ষিত উপযুক্ত তিলী পাত্র চাই

সুন্দরী, সুদর্শনা, সুগঠনা, (১·৬০ মিঃ) বি-এ বি-টি পাত্রীর (২৩) জন্য। বক্স নং ৭৩১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৩৭)

বারুজীবী পাত্র চাই

পাত্রী (২৫) বি-এ কোবিদ, শিক্ষিকা, রং মধ্যম, স্বাস্থ্য ভাল, উচ্চতা ৫' (১·৫২ মিঃ)। বক্স নং ৭২৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৩৫০)

পাত্র চাই

স্লিম (১·৫২ মিঃ) পার্ট-টু (২১) স্বাস্থ্যবতী (১৯) প্রি-ইউ (১·৬৮ মিঃ) পাঠরতা সুশ্রী, ফর্সা, ব্রাহ্মণ ভগ্নীদ্বয়ের জন্য শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত (অনূন ৫০০,) উদার মনোভাবাপন্ন পাত্র চাই। বক্স নং ৭১৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০২৫)

কাংস বণিক অথবা অসবর্ণ

পাত্রী সুশ্রী, ফর্সা, বি-এস-সি অনার্স। বক্স নং ৭৩০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪২৭)

কংস বণিক/অসবর্ণ পাত্র চাই

সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, বি-এস-সি, পি জি শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য ৩৫-৪০ মধ্যে পঃ বঃ শিক্ষিত উপার্জনশীল সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৯১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪১৮)

সদ্গোপ পাত্র চাই

পাত্রী (২২), বি এ, ২য় বর্ষ, সুশ্রী, উঃ শ্যামবর্ণা, গৃহকর্মনিপুণা (১·৬০ মিঃ) মেদিনীপুরের মাদপুর স্টেশন সংলগ্ন। বক্স নং ৭০৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৬১)

বৈশ্য সাহা পাত্র চাই

পূর্ববঙ্গীয় (ফরিদপুর) অধুনা কলিকাতা-নিবাসী, মডার্ন হিস্ট্রিতে এম এ (১৯৬৮), শিক্ষিকা, সুশ্রী, গৌরবর্ণা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সাহা। ৫০।৩ বি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪। (সি ৭১৯১)

বৈদ্য পাত্র চাই

সুন্দরী সুগঠনা পি-ইউ পাঠরতা পাত্রীর (২৪) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩২২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৪১)

পাত্রী বঙ্গজ কায়স্থ মদগোল্য গোত্র (২১) স্কুল ফাইনাল। গ্রাজুয়েট পাত্র চাই। ডাক্তার অমূল্যকুমার কর, বিক্রমনগর, হুগলী। (বিও—৬১৪)

পূঃ বঃ কাঃ গৌরবর্ণা সুন্দরী ১·৫৭ মিঃ ২৪, বি এ পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪৮৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৭৭)

বঙ্গজ কায়স্থ দত্ত (২৩) সুশ্রী, ফর্সা ও সুগঠনা, বি-এস-সি (ডিসটিংশন) পিতা বিদেশী প্রতিষ্ঠানে পদস্থ অফিসার। চার ঘরের শিক্ষিত উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪৮৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৭৫)

বৈশ্য সাহা পাত্র চাই। পাত্রী এইচ এস পাঠরতা, গৃহকর্মে সুনিপুণা ও স্বাস্থ্যবতী। হোসিয়ারীতে সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বাস্থ্যবান পাত্র অগ্রগণ্য। শ্রীশচীন সরকার, ৪৬।১, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। (সি ৭২৭৩)

রাজপুত—ক্ষত্রিয়/অসবর্ণ ৪০ অনূর্ধ্ব যেকোন সুপাত্র চাই। পাত্রী ২৭ স্কুঃ ফাঃ মান, গঠন ও বর্ণ মাঝারি। বক্স নং ৭৪৪৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বি ও ৪৪০৭)

অভিজাত বংশের ফর্সা, সুন্দরী, বি এ পরীক্ষার্থিনী গৃহকর্মে সুনিপুণা পাত্রীর জন্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অবাৎস্য সুপ্রতিষ্ঠিত ৩২/৩৫ পাত্র চাই। পাত্রীর পিতা ও ভ্রাতারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ। বক্স নং ৭৪৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৭০)

স্কুঃ ফাঃ মান, ব্যানার্জী ২৩, সুমুখশ্রী-যুক্তা ১·৫৫ মিঃ, পঃ বঃ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৪৯)

কায়স্থ উঃ শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী (২৩) সঙ্গীতজ্ঞা এম এ শিক্ষয়িত্রীর ১·৫৭ মিঃ অমোদগল্যীয় পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪৬৭ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭২৬০)

এম এ অনার্স সঙ্গীতজ্ঞা ফর্সা ২৩।২৪ কায়স্থ সচ্ছল পিতার একমাত্র কন্যা উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ পূঃ বঙ্গীয় পাত্র চাই। ময়মনসিংহ সিলেট কুমিল্লা অগ্রগণ্য। বক্স নং ৭৪৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৫৯)

পাত্র চাই

সম্বলপুর জেলায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ P. U. টাইপ উত্তীর্ণা শ্যামবর্ণা (২০) উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীঅমরনাথ পণ্ডিত, কলেজ রোড, পোঃ—বড়গড়, জেলা সম্বলপুর, উড়িষ্যা। (সি/এম ৭৪৯০)

তিলি পাত্র চাই—পাত্রী ১৮ স্কুল ফাইনাল পাশ, সুশ্রী মধ্যমা ফর্সা গৃহকর্ম ও সূচীশিল্প নিপুণা, ব্যবসায়ী পিতার প্রথমা কন্যা। শিক্ষিত সুউপায়ী চাকুরীয়া অথবা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। গণেশচন্দ্র কুণ্ডু, ৫৩এ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। (বি ও ৬১৫)

বৈশ্য/অসবর্ণ পাত্র চাই—সম্ভ্রান্ত পরিবার পাত্রী বি এস-সি সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (২৪) গৃহকর্ম নিপুণা। এম. দাস, ১৯৯/২ এস কে দেব রোড, কলি-৪৮। (বি ও ৩২৪)

পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত সচ্ছল মৌদ্গল্য সুশ্রী বি এ উজ্জ্বল শ্যাম (২৬) ৫'-১" পাত্রীর উপযুক্ত শিক্ষিত সুউপায়ী কায়স্থ পাত্র চাই। মাঘ-ফাল্গুনেই বিবাহ। বক্স নং ৭৩৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৬১৮)

পূঃ বঃ কায়স্থ এম এস-সি, এম এ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, এপ্রিলে বিদেশ যাত্রী পাত্রের জন্য সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী অন্ততঃ গ্রাজুয়েট ২৫।২৬ বৎসর পাত্রী চাই। তদীয় ভগ্নী (৩৪) স্কুঃ ফাঃ মান উঃ শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, গিটার শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত (৪০—৪৫) পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৫৫)

সুন্দরী বি এ (ক) ব্যানার্জি (২৬) পাত্রীর (১·৫৫ মিঃ) উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৬৮)

পাত্রী (২৪) পূঃ বঃ কায়স্থ গৌরবর্ণা, প্রকৃত সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা, বি এস-সি। শিক্ষিত সুদর্শন ক্লাস ওয়ান পাত্র (২৭—৩০) চাই। বক্স নং ৭৩৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৭০)

দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ ঘোষ সুশ্রী গৌরবর্ণা (২০) ১·৬০ মিঃ বি এ পাঠরতা। স্থায়ী চাকুরিয়া কলিকাতার নিজগৃহ আবশ্যক। বক্স নং ৭৩৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৫৩)

পঃ বঃ দঃ রাঃ বসু (২৫) বি এ, বি এড সুগঠনা ফর্সা লাবণ্যময় মুখশ্রী (১·৬৩) দেবগণ পাত্রীর জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সহ কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৫৬)

ময়মনসিংহের গুহ কায়স্থ, বি এস-সি পাঠরতা বেসিক ট্রেইন্ড, গৃহকর্মনিপুণা, গৌরবর্ণা, রুচিসম্পন্না (২০/২৪) পাত্রীদ্বয়ের উপার্জনশীল পূঃ বঙ্গীয় পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৪৫)

ডাক্তার পাত্র চাই

পাত্রী (২৩) এম-বি, বি-এস, বর্তমানে হাউস সার্জন পদে কর্মরতা, পূঃ বঃ কায়স্থ, সুগঠনা, ১৬০ মিঃ (৫'—৩"), গৌরী, নম্র, সুন্দরমুখশ্রী ও গৃহকর্মনিপুণা। বক্স নং ৭১৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৪৭)

পাত্রী পঃ বঃ চাটার্জী, ২৩ বৎসর, উচ্চতা ৫ ফুট (১·৫ মিঃ) হাঃ সেঃ মান, সুশ্রী, ধীর, নম্র, রবীন্দ্রসংগীত জানে, গৃহকর্মে নিপুণা। প্রফেসরের কন্যা। শিক্ষিত, উপার্জনশীল, সৎ ও ধার্মিক বংশের পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪২০)

পাত্রী বৈদ্য ধন্বন্তরি, (২১), ৫'-২", (১·৫৭ মিঃ) সুন্দরী, গৌরবর্ণা, একমাত্র কন্যা, বি এস-সি পাঠরতা। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সি-এ, (২৭/২৮) পঃ বঃ পাত্র চাই। শীঘ্র লিখুন। বক্স নং ৭৩৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

সুশ্রী, মধ্যমবর্ণা, দোহারা, বি-এ বি-টি বাঁকুড়ার শিক্ষিকা (২৪, ৫'-২")। ১·৫৭ মিঃ, শিক্ষিত, সু-উপায়ী, অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩৩৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্রী মুখার্জী (২৫) অভিজাতবংশীয়া, গ্রাজুয়েট, কর্মরত, উচ্চমনা, সৌম্যদর্শন স্বাস্থ্যবতী, সঙ্গীতজ্ঞা—আসানসোল-বার্ণপুর অঞ্চলে কর্মরত উপযুক্ত পাত্র চাই। লিখুন—বক্স নং ৭৩৩২ আনন্দবাজার কলি-১। (সি/এম)

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা (১৯) ৫' (১·৫২) পার্টওয়ান পরীক্ষার্থিনী রং ফর্সা, কর্মকার স্লিম। কলিকাতায় নিজ বাড়ী আছে। এইরূপ উপযুক্ত সউপায়ী পাত্র চাই। ফাল্গুনেই বিবাহ। বক্স নং ৭২৮৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪১৪)

চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের সুন্দরী (৫'-৩") ১·৬৩ মিঃ সূচীশিল্প ও গৃহকর্মে নিপুণা এম এ পাঠরতা পাত্রীর (২১) জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩৭৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৭৫)

পঃ বঙ্গীয় তন্তুবায় মধ্যমবর্ণা (২২) বি এ শ্রীসম্পন্না, পরাশর গোত্র পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪০৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

পাত্রী গৌরাঙ্গী, গৃহকর্ম ও শিল্প-নিপুণা (২২—৫'-৪") ১·৬৩ মিঃ ধনী পিতার কন্যা। কৃতী ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, সি এ বা ব্যবসায়ী অশাণ্ডিল্য রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। কলিকাতা বা উপকণ্ঠে নিজস্ব বাড়ী বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৭৪১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

অফিসারের একমাত্র কন্যা চট্টো এম টেক ফাইন্যাল, দীর্ঘাঙ্গী, সুদর্শনা (২৩)। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রফেসর, সি এ মুখোঃ বন্দোঃ গঙ্গোঃ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২০৭)

উচ্চশিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, চাকুরিয়া (৩২০,) সম্ভ্রান্ত যাদব পাত্রীর (২৬) জন্য উচ্চ-পদস্থ চাকুরিয়া পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪০৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৩১৫)

কুম্ভকার পাত্র চাই

গেজেটেড অফিসারের কন্যা (২৩) প্রকৃত সুশ্রী, সুস্বাস্থ্যবতী বি-এ পরীক্ষার্থিনী, কাশ্যপ গোত্র। উচ্চপদস্থ সুদর্শন পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৭১)

পাত্র চাই

পূঃ বঃ ঘৃতকৌশিক রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পরি-বারের এম-এ পাশ সুশ্রী পাত্রীর (২৩) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭১৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩০৪)

পঃ বঃ রাঢ়ী কাশ্যপ বি-এ পাশ ফর্সা সুশ্রী শিল্প সঙ্গীতজ্ঞা ২৩ বৎসর সচ্ছল পাত্রীর ১·৬০ মিঃ জন্য সুশিক্ষিত সুউপায়ী পঃ বঃ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। কোষ্ঠীর নকল সহ লিখুন। বক্স নং ৭১৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩০১)

পাশ্চাত্য বৈদিক গৌতম, উজ্জ্বল গৌর-বর্ণা, সুশ্রী B.A পাঠরতা (Hons) (২১) পাত্রীর জন্য গ্রাজুয়েট, স্বাস্থ্যবান, সংস্কারবিহীন, উপার্জনশীল, স্বাবলম্বী পাত্র চাই। শালিখায় নিজবাটী ও জমি। বক্স নম্বর ৭২৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৪৯)

পঃ বঃ দুঃ রাঃ কায়স্থ পাত্রী (১) বি-এ (২২), (২) এম এ বি টি শিক্ষয়িত্রী (৩০) এর জন্য পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৪৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

পূঃ বঃ কায়স্থ দত্ত মৌদগল্য সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, পি-ইউ পাঠরতা, গেজেটেড অফিসারের কন্যা (২২) জন্য উচ্চশিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৪৬)

পঃ বঃ মুখোপাধ্যায়, বি এ, গৌরবর্ণা, সুন্দরী পাত্রীর ব্যাঙ্ক/সরকারী পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৩৫ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭৩৪৩)

পাত্র চাই—পাত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেজেটেড অফিসারের কন্যা (২১) শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ, বি এ (৫'-৫") ১·৬৫ মিঃ, সুশ্রী, স্লিম, গৃহকর্মে ও সূচীশিল্পে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। লিখুন:— বক্স নং ৭২৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৩৯)

পূঃ বঃ ঢাকা সম্ভ্রান্ত কায়স্থ মৌদগল্য গোত্রীয়া, বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থিনী (২২; ৫'-৩") ১·৬০ মিঃ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী, গৃহকর্মে সুনিপুণা, পিতার একমাত্র কন্যার জন্য ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক বা সুউপার্জনশীল শিক্ষিত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৩৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৪০)

রুদ্রপাল, স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘাঙ্গী, দশম-মান, গৃহকর্মনিপুণা, ১৭ পাত্রীর জন্য গৌরবর্ণ, সুশ্রী, উপার্জনশীল পাত্র চাই। নিত্যহরি পাল, ভারত সুইটস, ৫৭, যশোহর রোড, দমদম, কলিকাতা-২৮। (সি ৭৩৩৮)

পূর্ববঙ্গের বৈশ্যসাহা পাত্র চাই। পাত্রী স্কুল ফাইন্যালে অকৃতকার্য, উষা টেইলারিংয়ে শিক্ষিতা, সুশ্রী, মধ্যমবর্ণা, গেজেটেড অফিসারের কন্যা (২২) বক্স নং-৭২৩১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭৩৩৭)

বৈদ্য পাত্র চাই—উচ্চশিক্ষিত, সুউপায়ী, প্রথম শ্রেণীর বৈদ্য পাত্র (৪১-৪৪) চাই। পাত্রী এম-এ, ফর্সা, সুশ্রী, সুগঠনা পূর্ববঙ্গীয়া ডাক্তারের একমাত্র কন্যা, ভ্রাতারা ডাক্তার এবং ডক্টরেট। বক্স নং ৭১৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩২৩)

বঙ্গজ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, আই এ মান, ফর্সা, সুশ্রী, স্লীম, লম্বা পাত্রীর (৩২) বয়স্ক চাকুরীয়া পাত্র চাই। বক্স নং ৭২১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৩৫)

যে কোন বর্ণের প্রগতিশীল (অনূন ৩০০,) উপার্জনক্ষম পাত্র চাই। পাত্রী সুবর্ণ বণিক, বয়স-২২, ৫' ফুট (১·৫২ মিঃ) মধ্যমবর্ণা, সুশ্রী, হাঃ সেঃ ১০ম। প্রবাসী চলিবে। (৩৪-০৭৩৩, শংকর, রবি বাদে)। বক্স নং ৭২৫৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৮৪)

বারুজীবী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অনু-রূপ পাত্র চাই। পাত্রী (২৩, ৫'—৩½") ১·৬১ মিঃ সুশ্রী, ফর্সা, সুগঠনা বি এ। বক্স নং ৭০৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭৩)

পূঃ বঃ ভরদ্বাজ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বি এ শিক্ষিকার (৩১) উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৭০৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭৪)

আই এ বেসিক ট্রেন্ড, শ্রীরামপুরের স্কুল শিক্ষিকা রাঢ়ী শাণ্ডিল্য (৩০) সুন্দরী সৎবংশজাতা পাত্রীর মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৯৫৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৪৪)

বিদ্যোৎসাহী সুউপায়ী পাত্র চাই। পাত্রী কৃতী সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী মধ্যমবর্ণা (২৩) কাশ্যপ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। এম-এ পর্যন্ত প্রতি পরীক্ষা / প্রতিযোগিতায় প্রথম শ্রেণী ও বিবিধ বৃত্তি পুরস্কার পদক এবং গবেষণা বৃত্তি প্রাপ্তা। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবার। বক্স নং ৬৯২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১০৪)

বানারিপাড়ার গুহঠাকুরতা সুন্দরী গৌরবর্ণা পি-ইউ পড়া পাত্রীর (২৭) জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রাজুয়েট ৩৪—৩৭ কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৯৮২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯১৭)

ইদিলপুরের কুলীন ঘোষ রায়চৌধুরী বংশীয় অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসারের ইংরাজীতে এম-এ পাঠরতা সুন্দরী গৌরবর্ণা কন্যার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র আবশ্যক। বক্স নং ৭০০২ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৯৩০)

সুশ্রী কায়স্থ ২৯ বি এ গ্রাজুঃ পাত্রীর পাত্র চাই। বক্স নং ৭০২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৪৭)

রুদ্রপাল ফর্সা মাঝারি গড়ন ১০ম মান ১৭।২১ পাত্রীদ্বয়ের সুউপায়ী পাত্র চাই। উচ্চ অসবর্ণেও চলিবে। বক্স নং ৭০০৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৩৬)

বৈদ্য পাত্রী (২৭) ফর্সা সুদর্শনা স্বাস্থ্য-বতী (৫'—৩") ১·৬০ মিঃ উচ্চশিক্ষিতা গৃহকর্মনিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭০০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৩২)

পাত্রী মুখার্জী ১·৫৭ মিঃ পঃ বঃ মধ্যমবর্ণা সুশ্রী ২৯ এম-এ, বি-টি স্বাস্থ্যবতী সম্ভ্রান্তবংশীয়া, উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭১৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩০৫)

পাত্র চাই

পাত্রী বনেদী বসু বংশীয়া, যথার্থ সুশ্রী, গৌরবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, নন্ম্যাট্রিক। ৪২/৪৪ বছরের, চাকুরিয়া (৫০০-৫৫০,) পশ্চিমবঙ্গীয় পাত্র চাই। বিস্তারিত লিখুন। বসু। ৯৭, বি কে স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী। (সি ৬৯৯১)

বঙ্গজ বসু (১৮) ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী, হাঃ সেঃ এবার পরীক্ষার্থিনী পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (৬৯৪৭)

তিলি পাত্র চাই, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা সুউপায়ী পাত্রী ১৮ সুশ্রী, সুগায়িকা, আই এ পরীক্ষার্থিনী, পাতলা গড়ন, উচ্চশিক্ষিত পরিবার। বক্স নং ৭২৭০ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৬৯৯৫)

ঢাকার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বিত্তশালী পিতার এম এস সি, সুশ্রী, (১৬৩ সেঃ মিঃ) কন্যার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনীয়ার, প্রফেসার, সি এ, পদস্থ অফিসার পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৯৩)

পাত্রী পঃ বঃ বৈদ্য মৌদগোল্য (২৬), সুশ্রী, গৌরবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী, গ্র্যাজুয়েট। শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই। এস গুপ্ত, ১৬।১৮ অশোক এভিনিউ, দুর্গাপুর-৪। (সি এম ৭৩৩১)

রাঢ়ী শ্রেণী গৌতমগোত্র শিক্ষিকা বি এ, বেসিক ও সেলাই ডিপ্লোমা ত্রিশোর্ধ্ব পাত্র (শিক্ষিত ও সুউপায়ী) চাই। বক্স নং ৭৩২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (৭৪৪৪)

সুশ্রী, বি এ বি টি শিক্ষিকা (২৮) ও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা, ফর্সা, চাকুরিরতা (২৬) ব্রাহ্মণ অশাণ্ডিল্য দাবীহীন পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৪৩)

চট্টগ্রামের কায়স্থ বি এ পার্ট টু পরীক্ষার্থিনী সুদর্শনা গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনীয়ার, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, অধ্যাপক পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩০৯ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭৪৩৬)

লরেটো হাউসে শিক্ষাপ্রাপ্তা এম এ (ইং) পশ্চিমবঙ্গীয় দক্ষিণরাঢ়ী সৌকালীন গোত্র (ঘোষ) সুদর্শনা গৌরবর্ণা স্বাস্থ্যবতী সুরুচিসম্পন্না ১·৬০ মিঃ (২৬) অধ্যাপিকা পাত্রীর জন্য যথাযোগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭৬)

পূঃ বঃ ধন্বন্তরি ফর্সা সুশ্রী গৃহকর্ম-নিপুণা এম এস সি শিক্ষিকা (৪০০,) পাত্রীর (২৭) বি ই সি এ অধ্যাপক বা অনুরূপ উচ্চশিক্ষিত সুউপায়ী বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৯৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪২৬)

তিলী পাত্র চাই—এম এ পরীক্ষার্থিনী অভিজাত, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা পরমা-সুন্দরী পাত্রীর উচ্চ-শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৯৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪২২)

ব্যাঙ্ক অফিসার-কন্যা পশ্চিমবঙ্গীয় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ ফর্সা, সুশ্রী, স্লিম (২০) বি এ পাঠরতার জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার সি এ উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। মিঃ সোম, ১৬২/১২০, লেক গার্ডেন্স, কলি-৪৫। (সি ৭৪২১)

পূঃ বঃ কায়স্থ সুশ্রী, সুন্দর মুখশ্রী, শিক্ষিকা, পার্ট-টু, ২৬ সুচাকুরিয়া ৪০০, ঊর্ধ্বে পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪১৯)

পাত্রী এম এ বি টি স্থায়ী শিক্ষিকা এম এড পরীক্ষার্থী, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (২৬) জন্য উপযুক্ত তিলি পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৮৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪১০)

কুমিল্লার প্রাক্তন শিক্ষক কন্যা বি এ ট্রেন্ড কলিকাতায় শিক্ষয়িত্রী, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর (২৩) জন্য সাবর্ণগোত্র ভিন্ন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৮৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪১৩)

পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ গুহ সুন্দরী ফর্সা বি-এ (২২) পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অ্যাকাউন্টেন্ট, অফিসার উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭১২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৫৮)

পঃ বঃ সুশ্রী ভরদ্বাজ গোত্রীয়া (ব্রাহ্মণ) শিক্ষিকা (৩৩) বি-এ পাত্র চাই। বক্স নং ৭১২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৫৬)

পাত্রীদ্বয় (২৮/২৬), ঢাকার ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ, সুশ্রী, ম্যাট্রিকমান/ফেল উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নম্বর ৭৭০১, আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৭৬০২)

কলিকাতাবাসী সচ্ছল ব্রাহ্মণ পরিবারের গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, মধ্যম শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য ২৮/৩২ বৎসর বয়স্ক প্রতিষ্ঠিত (চাকুরে/ব্যবসায়ী) অবাৎস্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭০৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬০৪)

শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ (২৯), এম এ, ফর্সা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ২০এ, প্রতাপাদিত্য প্লেস, কলিকাতা-২৬। (সি ৭৬০৬)

পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের বি এ (ইকোঃ অঃ), সুশ্রী, লাবণ্যময়ী ২৩ বং, ৫'-২", (১·৫৭ মিঃ) পিতার একমাত্র কন্যা। সি এ, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ব্যাঙ্ক-অফিঃ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭০৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬১১)

পাত্রী—২৬, স্কুঃ ফাঃ বেসিক ট্রেন্ড শিক্ষিকা, শিক্ষিত উপার্জনশীল তন্তুবায় পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭০৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬১২)

বনিয়াদী কায়স্থ ঘোষ পঃ বঃ

স্লীম (২৮) ৯ম শ্রেণী, মধ্যমবর্ণা গৃহকর্মে পটু'র উপায়ক্ষম ম্যাট্রিক পাত্র চাই। নির্ঝঞ্ঝাট বিপত্নীক, গ্রামেরও চলিবে। ২৪-২২৯৫। বক্স নং ৭৪৬৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৫৭)

বৈষ্ণব সুপাত্র চাই

উচ্চশিক্ষা সৌন্দর্য সঙ্গীতাদি সর্ববিষয়ে গুণময়ী (২৩) পাত্রীর প্রয়োজনে আবেদন করিতে অনুরোধ করিতেছি। বিশেষক্ষেত্রে অসবর্ণ চলবে। বক্স নং ৭৬৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৬৭)

পাত্র চাই

পাত্রী (৩০) পঃ বঃ ভরদ্বাজ বি এ, ডি পি এড সুন্দরী ১·৬৪ কলিকাতায় শিক্ষিকা (৩০০)। ব্রাহ্মণ পাত্র কলিকাতার অগ্রগণ্য। বক্স নং ৭১৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৮২)

পাত্রী চট্টোপাধ্যায় (২২), কুলীন কাশ্যপ, গৌরবর্ণা, গৃহকর্মনিপুণা, অল্প-শিক্ষিতা। কানে সামান্য কম শোনে। উদারচেতা উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭১৪৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৭৯)

দোহারা ফর্সা স্কুঃ ফাঃ মান কায়স্থ (গর্গ ঋষি) পাত্রীর (২৪) পূঃ বঃ পাত্র চাই। পি জি মজুমদার, ৩৬বি, অনাথ দেব লেন, কলিঃ-৩৭। (সি ৭১৭৬)

সুবর্ণবণিক পাত্রী ...(২৬), বি এ (অনার্স), সুশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী ও গৃহকর্ম-নিপুণা। উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭১৩৬ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৭১৭২)

সদ্গোপ পাত্র চাই—পাত্রী (২১) বি-এ পাঠরতা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী (৫'—২") ১·৫৭ মিঃ। শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৭১৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৬৭)

বি এ, বি টি, শিক্ষিকা, এম এ দিয়াছে সুফল প্রত্যাশিত সুবর্ণবণিক সুশ্রী (২৮) পাত্রীর জন্য শিক্ষক/অধ্যাপক, পদস্থ পাত্র চাই। অসবর্ণেও চলিবে। বক্স নং ৭১৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৬৪)

তন্তুবায় পাত্র চাই। পাত্রী ২১, শিক্ষিতা ও সুশ্রী। যোগাযোগ করুন। অজিত দাশ, ৭নং ইনস্টিটিউট লেন, কলি-৩৬। (সি ৭১৪৮)

পশ্চিমবঙ্গীয়া রবীন্দ্র ভারতীর এম এ (বাংলা) কায়স্থ পাত্রীর (২৬) ভাল কর্মরত পাত্র চাই। বক্স নং ৭০৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৬৭)

পাত্র চাই—সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ব্যানার্জী স্বাস্থ্যবতী গৌরবর্ণা সঙ্গীতজ্ঞা বয়স ২৩/২৪। স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত পড়িয়াছে। পাত্রীর জন্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান পাত্র চাই। কলিকাতা কিংবা নিকটবর্তী স্থানে বাড়ী বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৭০৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭২)

পূঃ বঃ চক্রবর্তী বাৎস্য সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী হাঃ সেঃ, পঃ বঃ চাকুরীয়া ২২ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। শিশিরকুমার চক্রবর্তী, নরনারায়ণ রোড উত্তর, কোচবিহার। (সি/এম ৭১৯২)

পাত্রী চ্যাটার্জী এম এ, বি টি সঙ্গীতজ্ঞা ২৫ ১·৬৮ মিঃ (৫' ৬") উজ্জ্বল শ্যাম পাতলা গড়ন। পিতা বিহার সরকারের গেজেটেড অফিসার। ৩৩ অনূর্ধ্ব দীর্ঘাঙ্গ পাত্র চাই। ২০।২৫, গর্দানিবাগ, পাটনা-২। (সি/এম ৭১৯১)

সুবর্ণবণিক পাত্র চাই

অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের M. Sc. পাঠরতা সঙ্গীতজ্ঞা ও সর্বগুণান্বিতা, মধ্যম ফর্সা, সুগঠনা, সুরুচিসম্পন্না ২০ বৎসর বয়স্কা কন্যার জন্য আই এ এস, আই আর এস বা সম পর্যায়ের ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার পাত্র চাই। বক্স নং ৭১৮৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

ব্যানার্জী, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর (৩০) জন্য পঃ বঙ্গীয় পাত্র চাই। বক্স নং ৭১৪৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০১৫)

পূর্ববঙ্গ কুলীন ঘোষবংশীয়া বি এ (পার্ট টু) পাঠরতা স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর (২২) জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পূঃ বঃ কায়স্থ পাত্র (২৮।২৯) চাই। বক্স নং ৭১৪৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০২০)

অভিজাত দক্ষিণ রাঢ়ী বসুবংশীয় উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারীর এম এ পাঠরতা, সংগীতজ্ঞা, মধ্যমবর্ণা, কন্যার (২১ বং, ৫'-১") ১·৫৫ মিঃ জন্য সুউপায়ী সদ্বংশজাত পাত্র চাই। বক্স নং ৭১২০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৫৫)

সদ্গোপ পঃ বঃ বি এ (I) সুন্দরী সুশ্রী সুগায়িকা স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মে নিপুণা (১৯) পাত্রীর শিক্ষিত ব্যাঙ্ক রেল সঃ কর্মী পাত্র চাই। বক্স নং ৭১০৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২০৪)

দিল্লী প্রবাসী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, সুশ্রী, বি এ পাশ পূঃ বঃ কায়স্থ পাত্রীর (২৩) জন্য ইঞ্জিনিয়ার, সি এ অথবা তদনুরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭১০৪ আনন্দবাজার, কলিকাতা। (সি ৭২০৫)

পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (বঙ্গজ, মৌদগল্য গোত্র) পরিবারের ফর্সা, সুদর্শনা, নম্রস্বভাবা, গৃহকর্মনিপুণা বি এ পাশ পাত্রীর (২৭ বঃ) জন্য শিক্ষিত, উপার্জনশীল কায়স্থ পাত্র চাই। ফাল্গুনেই বিবাহ। বক্স নং ৭১০৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৪৬)

বৈশ্যসাহা পাত্র চাই

পুরুষানুক্রমে কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা জেলার সম্ভ্রান্ত সাহা পরিবারের গৌরবর্ণা লাবণ্যবতী প্রকৃত সুন্দরী বি-এ পাশ (২১), উচ্চতা ১·৬০ মিঃ, কন্যার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৩৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০৬০)

বারুজীবী (৪৫ ঊর্ধ্বে) সৎ-পাত্র চাই। পাত্রী সুদর্শনা এস-এফ ট্রেইন্ড সুপ্রতিষ্ঠিতা। বক্স নং ৭১৫৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৯০)

"সুবর্ণবণিক ২০—২১ বয়স্কা পাত্রী সম্ভ্রান্তবংশীয়, গ্র্যাজুয়েট সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী, গৌরবর্ণা—উপযুক্ত পাত্র চাই।" বক্স নং ৭১৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৯৫)

বৈশ্যসাহা পাত্রী পরমা সুন্দরী এম-এ (ইং) ১·৬৩ মিঃ (২২) পিতা সুবিখ্যাত পণ্ডিত সতীশ রায়, সরদার পাড়া বিরাটী, কলি-৫১। (সি ৭৩০৭)

বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত বারুজীবী পরি-বারের এম এস-সি শিক্ষিকা ২৫ স্বাস্থ্যবতী ১·৫৩ মিঃ ও বি-এ কোবিদ এম-এ পাঠরতা ২৩ দোহারা গঠন ১·৬২ মিঃ উভয়েই ফর্সা প্রকৃত সুশ্রী পাত্রীদ্বয়ের জন্য দাবীহীন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭১৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩০৬)

পাত্র চাই

এম-এ পাঠরতা ভরদ্বাজ গোত্রীয়া সশ্রী পাত্রীর (২১) জন্য উচ্চশিক্ষিত উপার্জনশীল স্বাস্থ্যবান ডাক্তার বাদে, পাত্র চাই। বয়স ৩০-এর নীচে এবং (উচ্চতা অন্যূন ৫।। ফুট) ১·৬৮ মিঃ বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৭৫৯১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৯৮)

পশ্চিমবঙ্গীয় কৈবর্ত সুন্দর মুখশ্রী, শ্যামবর্ণা (৫'-৪") ১·৬৩ মিঃ সূচীশিল্পে পারদর্শী সুরুচি সম্পন্না এম-এ পাঠরতা ২৭, পাত্রীর জন্য শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান উপার্জনক্ষম রুচিশীল পশ্চিমবঙ্গীয় পাত্র চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৭৫৮৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৯৬)

ঢাকার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য সুদর্শনা দীর্ঘাঙ্গী সঙ্গীতজ্ঞা বি-এ পার্ট-টু পাঠরতা একমাত্র কন্যার (১৯) জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি-এ অথবা পদস্থ সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪৪৩ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বি ও ৪৮০৬)

রাঢ়ী [illegible] বাৎস্য, অপুত্রক, ধনী ডাক্ত[illegible] ৩০) মধ্যমবর্ণা, এম-এ পরী[illegible] কন্যার উচ্চস্তরের ১ম শ্রেণীর পাত্র চাই। বক্স নং ৭৬২২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৫৭)

তিনটি ব্রাহ্মণ বাৎস্য গোত্র ভিন্ন পাত্র চাই। ১মা এম-এ পাশ শিক্ষয়িত্রী সুদর্শনা বয়স ৩০। ২য়া বি-এ ফেল কেঃ সঃ চাকুরিরতা শ্যামবর্ণা বয়স ২৬, ৩য়া স্কুল ফাইনাল অবধি পড়িয়াছে। বয়স ২৪। বক্স নং ৭৬৩৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৬২)

পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, সশ্রী, ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী, গ্রাজুয়েট পাত্রী (২৪)। শিক্ষিত, উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৭৬৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৬৮)

কাশ্যপ ব্রাহ্মণ, ইংরেজীতে এম-এ পাত্রীর (২৯) পঃ বঃ উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৬৩৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৬৪)

বৈদ্য বা উচ্চ অসবর্ণ (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ) শিক্ষিত, সুউপায়ী, স্বাস্থ্যবান পাত্র চাই—পাত্রী বৈদ্য, শক্তি, পুঃ বঃ, ২৬ ১·৫৫ মিঃ (৫'-১") এম এ, স্বাস্থ্যবতী, সুগঠনা, গৃহকর্মে ও সূচীশিল্পে সুনিপুণা। বক্স নং ৭৩৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

বারুজীবী পাত্র চাই

প্রাথমিক স্কুলে ট্রেন্ড প্রধান শিক্ষিকা (১৮৫) ফর্সা পাত্রীর পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪৭৬ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭২৬৫)

পাত্রী (২৭), বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, গণিতশাস্ত্রে এম এস-সি পি এইচ ডি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সশ্রী, নম্রস্বভাবা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পত্রালাপ করুন। বক্স নং ৭৭৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

এম-এ পাঠরতা হিন্দীতে কোবিদ সরকারী কর্মরতা ফর্সা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, সূচীশিল্পে সুনিপুণা, সঙ্গীতজ্ঞা (কর্ণাটিক ও বাংলা), কায়স্থ, (৫') ১·৫২ মিঃ পাত্রীর (২৪) জন্য কাশ্যপ ভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত ৩০—৩২ সুপাত্র চাই। বক্স নং ৭৭৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

"গায়ের রং প্রকৃতই খুব ফর্সা, সশ্রী ও সুন্দরী, গৃহকর্ম এবং সূচীশিল্পে নিপুণা, সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বাৎস্য গোত্রীয়া ২২ বৎসর বয়স্কা গ্রাজুয়েট পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, উপার্জনশীল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ উপযুক্ত পাত্র চাই। ভিন্ন শ্রেণীতে বাধা নাই। বিস্তৃত পত্রালাপ করুন। N. R. Bhattacharya. Accounts officer/office of the A. G. Maharashtra, Nagpur Branch, Nagpur." (সি এম ৭৭৫৬)

বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ বসু (২৫) ফর্সা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘাঙ্গী ১·৫৯ মিঃ, বি-এ মান। শিক্ষিত, উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৫৪)

পাত্র চাই—পাত্রী দঃ রাঃ কাঃ দত্ত (২৩) বি এ ফর্সা, রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞা ১·৬৩ মিঃ (৫'-৪") ডাক্তার, ইঃ, সি, এ, ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী (২৯) বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৭৪৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

সদ্গোপ পাত্র চাই

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের গৃহকর্মনিপুণা, সুন্দরী, দোহারা চেহারা, রং ফরসার ধারে (উচ্চতা ৫'-৩") ১·৬০ মিঃ, বি এ পাস পাত্রীর জন্য উপযুক্ত উপার্জনশীল স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত ২৫-৩০ পাত্র চাই। পাত্রীর পিতা কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসার। বক্স নং ৭৪৯১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

কর্মকার পাত্র চাই—পাত্রী (২২) বি এ পাঠরতা, উঃ শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী। বক্স নং ৭৪৫৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৫০)

পাত্রী শ্রীহট্টের কায়স্থ, এম-এ বি-টি, ২৭ ফর্সা, সশ্রী। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪৩৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৩৩)

শিক্ষিত, উপার্জনশীল, ৩০ অনূর্ধ্ব মাহিষ্য পাত্র আবশ্যক। পাত্রী সম্ভ্রান্ত বংশীয় পঃ বঙ্গীয় (২১) হায়ার সেকেন্ডারী পাশ। অনুসন্ধান করুন—কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্তী, ৯১ নং পি কে সাহা লেন, বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬। (সি ৭২২৯)

দুইটি পঃ বঃ বৈদ্য পাত্র চাই। ২২/২৬ বঃ মধ্যে। উঃ শিক্ষিত ও চাকুরে। ১ম কন্যা হাঃ সেঃ পরীক্ষার্থিনী। ২য়, নবম শ্রেণীর পাঠরতা। সশ্রী, সুন্দরী, ভরদ্বাজ গোত্র। বক্স নং ৭৪৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২২৪)

পাত্র চাই—পাত্রী ৩৬ সশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, এম এ বি টি শিক্ষয়িত্রী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বাৎস্য গোত্র রাঢ়ী শ্রেণীতে আপত্তি নাই। বক্স নং ৭৪২৮, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১। (সি ৭২২২)

পাত্র চাই

পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ গুহ এম এ বি টি, গৌরবর্ণা, সশ্রী, শিক্ষয়িত্রী (২৮) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭১২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬১৭)

কুমিল্লার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশের বি এ পাঠরতা (২৩), ফর্সা, সুগঠনা পাত্রীর শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত অবাৎস্য পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭২০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬২৮)

পরমাসুন্দরী, অতীব ফর্সা, বি এ, পরীক্ষার্থিনী, স্বাস্থ্যবতী (২০), গৃহকর্মনিপুণা, (১·৫৮ মিঃ) কলিকাতাবাসী ডাক্তারের কন্যার জন্য অভরম্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭২১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬২৯)

কায়স্থ বসু পাত্রী। বি এ (অনার্স), বি টি, ফরসা, শিক্ষিকা। ৩৫ ঊর্ধ্ব পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭২৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৫১৫)

সদ্গোপ, সশ্রী, ফর্সা, গৃহকর্মনিপুণা, চাকুরিরতা (সিনিয়র নার্সিং গ্রেড) পাত্রীর (৩০) জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল উদার পাত্র চাই। উচ্চ অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৭৭২৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৫১৬)

পাবনার কায়স্থ (২০), কাশ্যপ, সশ্রী, মধ্যমবর্ণা, এস এফ অনুত্তীর্ণা গীটার জানা, গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭২৭, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বি ও ৪৫১৭)

তিলী পাত্র চাই

পাত্রী বি এ (২৯), স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিকা। বক্স নং ৭৭১৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬২৭)

VIEW MATRIMONIAL. I AM M.A., school mistress (30), fair, good family, Tili (Bengali). Wanting established groom. No bar, direct response. Box No. 7387, Ananda Bazar, Calcutta-1. (B.O. 327)

বি-এ পার্ট টু পাঠরতা বৈশ্যসাহা পুঃ বঃ সশ্রী, ফর্সা পাত্রীর (২২) ৫'-২" (১·৫৭ মিঃ) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, সি-এ আই এ এস অথবা গ্রাজুয়েট সুব্যবসায়ী পাত্র বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৭৪২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২১৮/১)

উপযুক্ত অসবর্ণ পাত্র চাই। পাত্রী নবশাক গোষ্ঠীর সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের বি-এ, সশ্রী (২৫)। বি দাস, C/o জ্যোতিষ কার্যালয়, ৮, যতীন দাস রোড, কলি-২৯। (সি ৭২১৩)

পুঃ বঃ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বাৎস্য, সশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী (১·৬৫ মিঃ), গ্র্যাজুয়েট, সঙ্গীতজ্ঞা একমাত্র কন্যার (২২) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭২৫৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭৯)

বারুজীবী পাত্র চাই—বারুজীবী গৌরবর্ণা, বি এ পরীক্ষার্থিনী ৩১ ও মধ্যমবর্ণা বি এস সি বি টি ২৬ সশ্রী, শিক্ষয়িত্রী ভগ্নীদ্বয়ের জন্য পাত্র চাই। বক্স নং ৭৬৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

রাঢ়ী, কায়স্থ পাত্র চাই। পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের একমাত্র কন্যা কনভেন্ট শিক্ষাপ্রাপ্তা, এইবার ইংরাজীতে অনার্সসহ বি এ পাশ করিয়াছে। সশ্রী, ফর্সা, সুগঠনা, উচ্চতা ১·৬০ মিঃ (৫'-৩") বয়স ২১ বৎসর দুই মাস। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৬৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

সশ্রী, ফরসা, চ্যাটার্জি, পঃ বঃ বি-এ পাঠরতা, ১·৫৭ মিঃ পাত্রীর (২৩) জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৬৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০৯৩)

তিলী পাত্র চাই

পুঃ বঃ, মধ্যম শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা, স্বাস্থ্যবতী, ১৮, ফর্সা পাত্রীর জন্য উপার্জনশীল তিলী পাত্র চাই। বক্স নং ৭৬৬৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৮৯)

ফরিদপুর (মাদারীপুর) কায়স্থ (১৮) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুমুখশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী, বি-এ পাঠরতা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সরকারী বা ব্যাঙ্ক চাকুরিয়া পাত্র চাই। বক্স নং ৭৬৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০৮৮)

পশ্চিমবঙ্গীয়া রাঢ়ী, বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদর্শনা (২৪), ১·৫৪ মিঃ, গ্রাজুয়েট, সুগায়িকা, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, কেন্দ্রীয় গেঃ অফিসারের কন্যার জন্য সুদর্শন, ইঞ্জিনিয়ার/অফিসার/ডাক্তার বা অনুরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র ২৯।৩১ চাই। পাত্রপক্ষের বাড়ী থাকা বাঞ্ছনীয়। সতীন চট্টোপাধ্যায়, শ্রদ্ধানন্দ রোড, রাঁচী। (৭৬৬১)

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ (ভরদ্বাজ), ম্যাট্রিক, ফর্সা, সুদর্শনা, অর্থশালী পাত্রীর জন্য ৩৬/৪২ বৎসরের পদস্থ চাকুরে সঙ্গতিপন্ন পাত্র চাই :—সমাজপতি, ২ চাকুরিয়া কালীবাড়ী লেন, কলি-৩১। (সি ৭০৮০/২)

কায়স্থ (গৌতম গোত্র), ফর্সা, সশ্রী, এম-এ বিত্তশালী পাত্রীর (২৯) জন্য উচ্চপদস্থ অফিসার ৩৪।৩৭ বৎসরের পাত্র চাই :—সমাজপতি, কলি-৩১। (সি ৭৩৮০/১)

সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত অবস্থাপন্ন পরিবারের বি এ পাশ সশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, মধ্যমবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী (২০) বরেন্দ্র কায়স্থ (কাশ্যপ গোত্র) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সুউপার্জনক্ষম পাত্র চাই। বারেন্দ্র অগ্রগণ্য। বক্স নং ৭৬৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৭৭)

পঃ বঃ সুদর্শনা, ফর্সা, মুখার্জী ২৭ এম এ বি টি সেতার জানা স্কুল শিক্ষিকার জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৬৪৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৭২)

যশোহর (কালিয়া) মৌদ্‌গল্য, মধ্যমবর্ণা, সশ্রী, গৃহকর্মনিপুণা, বি এস সি, বি টি, স্থায়ী শিক্ষয়িত্রী পাত্রীর (২৭) ৫'-১" ১·৫৫ মিঃ জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি এ অথবা সুশিক্ষিত সুউপায়ী বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩০৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৩০)

পাত্র চাই

এম বি বি এস, সশ্রী, স্বাস্থ্যবতী (৩২) সরকারী চাকুরিরতা হিন্দু পাত্রীর জন্য যে কোন বর্ণের সুশিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, উদার, দাবীহীন, স্বাস্থ্যবান ৩৭—৩৮ পাত্র চাই (ডাক্তার বাঞ্ছনীয়)। রেজিস্ট্রী বিবাহ ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিপত্নীক চলিবে। বক্স নং ৭৭৫৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্রী চাই

দে সরকার (২৮) প্রি-ইউ পাশ, এয়ারফোর্সে (অয়ারলেস) কর্মরত (৪৫০)। স্কুঃ ফাঃ সশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৩৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৭৭)

পাত্র প্রি-ইউ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর পুত্র ২৪ ১·৬৩ মিঃ (৫'—৪") একাধিক বাড়ী ও ব্যবসার মালিক সশ্রী, গৌরবর্ণা শিক্ষিতা গৃহকর্মনিপুণা বৈশ্য তেলী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৫৪৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৯৫)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাশ্যপ পঃ বঃ সরকারের স্থায়ী চাকুরে (২৫০), পাত্রের (৩৪) সশ্রী স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই। নিজস্ব বাড়ী ও জমি জায়গা আছে। বক্স নং ৭৬১৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৫৪)

পাত্র (৩১) বি এস-সি পুঃ বঙ্গীয় কায়স্থ কেঃ সরকারী চাকুরিয়া ৬৫০, স্বাস্থ্যবান, ফর্সা ও সুদর্শন, অন্ততপক্ষে গ্রাজুয়েট, গৌরবর্ণা ও সুন্দরী পাত্রী চাই। উভয় বঙ্গেই চলিবে। বক্স নং ৭৬১৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৫২)

কৃষক সমিতির কর্মী স্বাস্থ্যবান, সংগীতপ্রিয় তরুণ অধ্যাপকের জন্য সশ্রী, সুগঠনা, সহজ ব্যক্তিত্বসম্পন্না, বুদ্ধিমতী পাত্রী (২২।২৩) চাই। বর্ণসংস্কারমুক্ত কন্যা ছাড়া যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। কোন দাবী নাই। বক্স নং ৭১৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৮৩)

পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ উচ্চশিক্ষিত সুন্দর স্বাস্থ্যবান ব্যবসায়ী পাত্রের (২৮) জন্য শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৫১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৮৯)

পিতার একমাত্র পুত্রের (৩৩ শিক্ষক) জন্য শিক্ষিতা ফর্সা, সশ্রী সুবর্ণ বণিক পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৫৮৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৯২)

ধনী ব্যবসায়ী বৈশ্যসাহা (২৮) গ্রাজুয়েটের ফর্সা, সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৬২০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৫৮)

খুলনার দত্ত কায়স্থ (২৮), বিমানবাহিনীর গ্রাউন্ড রেডিও ইঞ্জিনীয়ার (৫০০) স্বাস্থ্যবান, নিজস্ব বাটী। সশ্রী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৬২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৫৬)

সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক পরিবারের সুপুরুষ সুউপায়ী বিদেশপ্রত্যাগত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের (৩৮) জন্য শিক্ষিতা সশ্রী পাত্রী চাই। পাত্র ডিভোর্সি। অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৭০২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৫২)

ব্রাহ্মণ (রাঢ়ী) কাশ্যপ স্বাস্থ্যবান গ্র্যাজুয়েট ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস্-এ স্থায়ী চাকুরিয়া নিজ বাটী (৩০) ১·৬৫ মিঃ পাত্রের পুঃ বঃ সুন্দরী ফর্সা শিক্ষিতা গৃহকর্মনিপুণা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ৭০১৯ আনন্দবাজার, কলিঃ ১। (সি ৬৯৪৪)

পাত্রেরা বৈদ্য, সি এ, এম টেক, ব্যাঙ্ক অফিসার, বিত্তশালী। সত্বর বিবাহ। বি সেন, ৬০/১, টালীগঞ্জ রোড, কলি-৩৩। (বিও ৪১১৩)

পাত্র বৈদ্য (৩১) বিশিষ্ট কোম্পানীতে উচ্চপদস্থ গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার (১০০০)। পশ্চিমবঙ্গীয় সম্ভ্রান্তবংশের ফর্সা উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৭২৩ আনন্দবাজার, কলি-১।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (বাৎসব, ২৭), সরকারী কর্মচারী ৭০০, শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৭২৪ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বি ও ৪৫১৪)

বঙ্গজ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ নিজেদের বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত বাৎসরিক আয় লক্ষাধিক। দক্ষিণ কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী গাড়ী ২৪ সুদর্শন বি-কম পাত্রের জন্য গৌরবর্ণা, সশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। দাবী নাই। সুধীর সেন, ৩০২/২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯। (সি ৭৩৫৫)

যাদব পাত্রী চাই

শিক্ষিত সুউপায়ী পাত্রের (৩০) ফর্সা উত্তম মুখশ্রীযুক্তা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৭০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৯৯)

পাত্র পুঃ বঙ্গ কায়স্থ কাশ্যপ ম্যাট্রিক (৩১), ৫'-৪" (১·৬৩ মিঃ), ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে কর্মরত (৬০০)। প্রকৃত সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। চাকুরীরতা অগ্রগণ্য। বক্স নং ৭৭০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৫০৫)

সুবর্ণবণিক, প্রিয়দর্শিনী, সুন্দরী, স্কুঃ ফাঃ বনেদী পরিবারের পাত্রী চাই। পাত্র ৩০ মধ্যবিত্ত পরিবার টেকঃ অফিসার (৬৫০) পাত্রীই বিবেচ্য। দাবী নাই। বক্স নং ৭৭১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬১৫)

চট্টোপাধ্যায় সুদর্শন অধ্যাপক, এম-এ শিক্ষক পাত্রস্বর। বিষয়সম্পত্তি আছে। সম্ভ্রান্ত প্রকৃত সশ্রী অধ্যাপিকা, শিক্ষিকা পাত্রী বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৭৭২২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬৩০)

সদ্গোপ, মৌদ্‌গল্য, বি এসসি এ এম আই ই (এ) পাশ পাত্রের (৫৫০) গৌরবর্ণা শিক্ষিতা ২২ থেকে ২৫ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৬০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৫০৬)

কায়স্থ পাত্রী চাই

ঢাকার সম্ভ্রান্ত বংশীয় বিহার প্রবাসী ২৭, আই এর মান স্থায়ী চাকরী। মাসিক ৩৫০, সুদর্শন ৫'—৯" উঃ পাত্রের জন্য সুন্দরী ফর্সা স্কুঃ ফাঃ পাশ ১৯।২০ চাই। আর বি কর চৌধারানা রোড, দানাপুর ক্যান্ট পাটনা। (সি/এম ৭৬৭৬)

চিত্র চয়নিকা ॥ ৫

কলকাতা '৭১ ॥ শিল্পী অমল চাকলাদার

পাত্রী চাই

গ্রাজুয়েট ব্যাঙ্ক কর্মীর (৫৫০) ব্রাহ্মণ পাত্রের (১·৫২ মিঃ) শিক্ষিতা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, অকাশ্যপ, পূর্ববঙ্গীয়া পাত্রী (২০।২২) চাই। বক্স নং ৭৪১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২১২)

পঃ বঃ বিশিষ্ট ব্যানার্জি পরিবারের আমেরিকায় সুউচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত পি এইচ ডি সুদর্শন পাত্রের (৩৪) জন্য দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী ও শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৪৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

কর্মকার পাত্রী চাই

পাত্র বৃহৎ কারখানায় ফোরম্যান (২৮) কলিকাতায় বাড়ী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী শিক্ষিতা ফর্সা পাত্রী চাই। ফটোসহ লিখুন। এস আর ভট্টাচার্য, ৩৫, রাজেন্দ্র এভিনিউ থার্ড লেন, উত্তরপাড়া, হুগলী। (সি ৭৫০৭)

U. K. QUALIFIED ENGINEER (34), Baidya (Gupta) returning to Calcutta in April 1971 for marriage. The prospective "bride" should be 26-28 years old, 165-170 cm. height, slim and fair complexion. She should have good education, preferably a degree, and keen interest in literature, music, art and prepared to learn and adapt herself in life and develop her intellect further while living abroad. No caste barrier. All replies should include in brief detail, all the particulars of the girl and her family. Please write and enclose a full figure postcard size photograph (will be returned) of her to S. K. Gupta, 337 Gillott Road, Birmingham-16, England. (C 7374)

পশ্চিমের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলের পুত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী আবশ্যক। বাৎস্য গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্রের উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ পাত্রী চাই। পাত্রের বয়স ২৬ বৎসর, ওকালতি করেন। বংশ পরিচয় সহ আবেদন করুন। কোন প্রকার দাবি নাই। বক্স নং ৭৭৬০ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি/এম)

পাত্র কায়স্থ বি-এ ৪৫০, (এ-জি অফিস)। ২৪-২৬ পাত্রী চাই। দয়াশঙ্কর ঘোষ সি/১৫০ হিনু, রাঁচি-২। (সি/এম ৭৭৫৯)

ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই—গৌরবর্ণা, শিক্ষিতা। পাত্র বত্রিশ, আইনের স্নাতক, এল আই সি চাকুরি, গৌরবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ, রাঢ়ী, বাৎস্য, তুলা দেবারি। বক্স নং ৭৭৫৫ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি/এম)

পাত্র ব্রাহ্মণ (২৯) ভরদ্বাজ গোত্র (৫'-৬") ১·৬৮ মিঃ, স্বাস্থ্যবান, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী। পাত্রী (১৮-২২) পি-ইউ বা এইচ-এস পাস এবং সশ্রী হওয়া চাই। বক্স নং ৭২৪৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪১২)

ময়মনসিংহ বৈশ্য সাহা (২৯) আই এস-সি এল এম ই এ এম আই ই পার্ট 'বি' দিচ্ছে, সরকারী চাকুরী, সাব-এসিঃ ইঞ্জিঃ (৫০০) সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান (৫'-৮") ১·৭৩ মিঃ নির্ঝঞ্ঝাট পাত্রের জন্য সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, অন্যূন এইচ-এস পাত্রী চাই। বক্স নং ৭২৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪০৯)

প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, কুলীন/সঃ কায়স্থ ঘরের উত্তমা পাত্রী (২৪-২৮) চাই। বি-এ অনুত্তীর্ণা চলবে। দাবী নেই। পাত্র সি-এ (নোয়াখালী)। বক্স নং ৭২৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪০৮)

ভিলাই স্টীলে অ্যাঃ রোলার ৭০০। মিত্র আই-এ ৩০ সম্ভ্রান্ত রিঃ অফিসার পুত্রের পঃ বঃ দঃ রাঃ গৌরবর্ণা সুন্দরী দেব/নর পাত্রী চাই। 'মিত্রালয়' পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। (সি ৭৪০৭)

কলিকাতার প্রখ্যাত ফার্মে সুপ্রতিষ্ঠিত (৭০০) পঃ বঃ মুখার্জি (৩০) পাত্রের জন্য যেকোন বঙ্গের সশ্রী পাত্রী চাই। পাত্র স্কুল ফাইনাল, সচ্ছল খ্যাতনামা পরিবার। কর্মরতা পাত্রীতে আপত্তি নাই। বক্স নং ৭৪০৮ আনন্দবাজার, কলি-১।

পাত্র (৩১) (৫'-৫") ১·৬৫ মিঃ আর্কিটেক্ট। দিল্লীতে কর্মরত। মাসিক আয় ৯০০। জাতি কংসবণিক। যে কোন বর্ণের সুন্দরী, ফর্সা, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। দিল্লীবাসী অগ্রগণ্য। বক্স নং ৭৩৭৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৭২)

এম এস সি/এম এ (অর্থনীতি) সুন্দরী পাত্রী চাই। পাত্র (৩২) এম এ, এল এল এম (লন্ডন), লন্ডনে চাকুরীরত ও ব্যারিস্টারী পাঠরত। বক্স নং ৭৩৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৫২)

কুম্ভকার পাত্রী চাই

পঃ বঃ সঃ স্টেনোগ্রাফার, ২৮, (৪৫০) নিজ বাটী। শিক্ষিতা, সুন্দরী (২০) পাত্রী চাই। বিবরণ সহ লিখুন। বক্স নং ৭৩৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৪৭)

কর্মকার পাত্রী চাই

স্বাস্থ্যবতী, সশ্রী, ফর্সা (১৭।১৮) ৯।১০ম শ্রেণী শিক্ষিতা। পাত্র পশ্চিমবঙ্গ, স্বাস্থ্যবান (২৪) স্কুল ফাইনাল ও ব্যবসায়ী। পাকা বাড়ী, ফলের বাগান, ধান ও পাটের জমি আছে। কে সি সরকার, গ্রাম-ঘটকপুকুর, পোঃ বি/গোবিন্দপুর, ২৪ পরগনা। (সি ৭৪৬১)

পাত্রী চাই

শিক্ষিতা সশ্রী পাত্রী চাই (২৭ থেকে ৩০) পাত্রের বয়স ৩৭ (৫'-৫") ১·৬৫ মিঃ মহাকাশ বিজ্ঞান এবং প্রাথমিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে লেখক। রেডিওতে উপরিউক্ত বিষয়ে প্রোগ্রাম থাকে, এবং এ-বিষয়ে লেকচারার। রেডিও ও ইলেকট্রিকাল পার্টসের ছোট লেবরেটরি ও ব্যবসা আছে। মাঘ ফাল্গুনে বিবাহ। ফটোসহ পত্রালাপ করুন—এস্ চক্রবর্তী, সীতা নিবাস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রোড, ধানবাদ। (সি ৭২৩১)

পাত্র (২৮) বসু, আর এক আই ভারত সরকার শিক্ষাপ্রাপ্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী একমাত্র পুত্র নিজস্ব কলিকাতায় ২টি বাড়ী পঃ বঃ সম্ভ্রান্তবংশীয় সশ্রী ফর্সা ১৬।১৭ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৪৪৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৩৭)

আমেরিকায় কর্মরত মাসিক ১৩০০ ডলার বেতনভুক্ত গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার (দত্ত) কায়স্থ পাত্রের (৩১) জন্য সুশিক্ষিত ও বিলক্ষণ সশ্রী, প্রবাসী সম্ভ্রান্ত বংশজাত পাত্রী বাঞ্ছনীয়। পাত্র স্বদেশে বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক ফিরিতে ইচ্ছুক। অনুসন্ধান করুন। বি দত্ত, ৮, সুরেন ঠাকুর রোড, কলিকাতা-১৯। ফোন নং—৪৬০০৮৩। (সি ৭২৪০)

চ্যাটার্জি (৩০) বি কম, কলিকাতার স্থায়ী চাকুরে (৫০০) গৌরবর্ণ সুদর্শন নিজ বাড়ী শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৪২৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২১৯)

বৈদ্য Graduate (পুঃ বঃ) পাত্রী চাই। পাত্র—ধন্বন্তরি (বিক্রমপুর) B. Com. কলিকাতায় বড় British Firmএ কাজ করে (বেতন ৮০০র উপর)। সুপুরুষ, কলিকাতায় নিজেদের বাড়ী, পিতামাতা বর্তমান, দুই ভাই। দাবী নাই। বক্স নং ৭২৪৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

গৌরবর্ণা, প্রকৃত সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট, পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ পাত্রী চাই। পাত্র (২৮) শ্রীহট্টের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ধরবংশীয়, বেনারসের স্থায়ী বাসিন্দা, দিল্লীর উপকণ্ঠে কর্মরত ইঞ্জিনীয়ার (৫'-৭") ১·৭০ মিঃ মাসিক আয় হাজারের উপর। ফটো ও ঠিকুজীর নকল সহ লিখুন—Dr. Dhar, C.L.R.I., Madras-20. (৭৩২৮ সি/এম)

সদ্গোপ পাত্রী ফর্সা চাই। পাত্র ২৮ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ার বোকারো। বক্স নং ৭৩৩৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত পূর্ববঙ্গীয় (শ্রীহট্ট), কায়স্থ পাত্র (২৮) ১·৬৯ মিঃ (৫'-৬½") ফর্সা, স্বাস্থ্যবান। কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। পাত্র কোলকাতায় আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৭৪২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২২৩)

পাত্র ব্যানার্জী (বিক্রমপুর) (৩৩) এম এস সি, কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্গত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষক অধ্যাপক (১২০০)। নিজেদের বাড়ী। সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। রাশিচক্রসহ লিখুন। বক্স নং ৭০৯৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও—৬১৭)

সুবর্ণ বণিক (৩০), বি এস সি (অনার্স) শিক্ষক পাত্রের। শিক্ষিতা, সশ্রী, সঙ্গীতজ্ঞা পাত্রী চাই। অসবর্ণেও আপত্তি নাই। ফটো সহ পত্রালাপ। বিষ্ণুপদ পোদ্দার, বীরেশ্বর বসু রোড, (পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া)। (বিও—৩২৯)

পঃ বঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭ এম এ, ডিব, লিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারে সহ-গ্রন্থাগারিক। সশ্রী, রুচিসম্পন্না প্রকৃত গৃহকর্মনিপুণা, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৩৮৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও—৩২৮)

কুমিল্লা (গৌতম) কায়স্থ (৩১) এল এম ই রেল চার্জম্যান (৫০০)। সুন্দরী, এস এফ, সম্ভ্রান্ত পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৩৮৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও—৩২৬)

বিশিষ্ট ডাক্তারের উপার্জনশীল, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী এবং বিখ্যাত হাসপাতাল ও সংস্থার সহিত সংযুক্ত ডাক্তার (এম বি বি এস) পুত্রের (৩১) অভরদ্বাজ পরমাসুন্দরী গৌরবর্ণা, লম্বা, সুশিক্ষিতা, সম্ভ্রান্ত বংশের পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৩৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৬০)

দেবনাথ পাত্র (৩০) ম্যাট্রিক পাশ পঃ বঃ সরকারী চাকুরীরত সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী নন ম্যাট্রিক পাত্রী হইলে চলিবে। বক্স নং ৭৬৫৬ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭৩৮২)

শিক্ষিতা, সুন্দরী, অনূন (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ অবাৎস্য ব্রাহ্মণ (বারেন্দ্র) ২০/২১ বয়স্কা পাত্রী চাই। পাত্র সুপুরুষ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ (৫'-১১") ১·৮০ মিঃ ২৯ বৎসর বি এস সি (অনার্স), জুট টেকনলজিস্ট মিলে পদস্থ চাকুরিয়া পৈত্রিক বাড়ী আছে। ঠিকুজীর নকলসহ লিখুন। বক্স নং ৭২৭৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪০৬)

M Com L L B AIC W A সরকারী অফিসার (৭০০) পাত্রের (৩৫) জন্য সুবর্ণ বণিক, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। পাত্র ডাইভোর্সড, কোনরূপ দায় নেই; কলিকাতায় বাড়ী ও বিষয় আছে। বক্স নং ৭৩৭৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৭৩)

পাত্রী চাই

"ময়মনসিংহ জিলার পরিচিত পরিবার, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, আই-এ, ৩০, প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক, কলিকাতার উপকণ্ঠে ২টি ও জেলা সদরে ১টি পাকা বাড়ী, ধান জমি, যে কোন জেলার শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। কোন দাবী নাই।" বক্স নং ৭৩২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

অভিজাত পঃ বঃ চ্যাটার্জী সুন্দর (২৪) ১·৬৮ মিঃ বি-কম ঔষধ শিল্পপতি সি আই টি রোডে চারতলা বাড়ী, গাড়ি মাসিক আয় ৬০০০, জন্য ১৮ প্রকৃত সুন্দরী গৌরাঙ্গী স্লিম ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। কলিকাতা জি পি ও—২১৫৭। (সি ৭১৭৮)

এম্ কম্ ব্যাঙ্ক অফিসার (৩৬) স্বাস্থ্যবান (৫' ৪") ১·৬৩ মিঃ পাত্রের সশ্রী, ফর্সা, বিদুষী পঃ বঙ্গীয় অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭১৮২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০১৪)

বৈশ্য সাহা/অসবর্ণে সুন্দরী সুচাকুরীয়া পাত্রী চাই। পুঃ বঃ (২৯) এস্-এফ্ পাশ বিদেশী সু-ইঞ্জিঃ কোঃ চাকুরী (৩২৫)। বক্স নং ৭১১৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৫১)

জীবনে একক প্রিয়দর্শন গ্রাজুয়েট তন্তুবায় সু-চাকুরে (৬০০) পাত্রের জন্য যে কোন বর্ণের সাঁতাকারের সুন্দরী সু-গায়িকা (উচ্চাঙ্গ) অনূর্ধ্ব ১৮ বঃ পাত্রী চাই। বক্স নং ৫০৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬২৭২)

গাঙ্গুলী (২৬½) কনসাল্টিং ফার্মে কার্যরত (১১০০) পাত্রের জন্য দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণা, সুন্দরী, বি এ পাশ বা পাঠরতা ২১ অনূর্ধ্বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রী চাই। বক্স নং ৭১৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৭৭)

পাত্র (৩৪) বসু রেলওয়েতে ফার্মাসিস্ট (৩৫০)। সুন্দরী ফর্সা লম্বা স্কুল ফাইনাল পাশ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭১৫২ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭১৪৫)

গেজেটেড অফিসারের পুত্র (৩৩) বি এস সি (ডিঃ) ১·৭৫ মিঃ দুর্গাপুরে কর্মরত (৬০০)। পুঃ বঃ কায়স্থ গৌরবর্ণা গ্র্যাজুয়েট, দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭১২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৫৯)

মাহিষ্য/অসবর্ণা, পঃ বঙ্গীয়, চাকুরীয়া পাত্রী চাই। বিত্তশালিনী বিধবাতে আপত্তি নাই। পাত্র—পি-ইউ, ৩৩, কলিঃ কেঃ সঃ স্থায়ী চাকুরী। বক্স নং ৭১৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩০০)

প্রকৃত সুন্দরী গৌরবর্ণা স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা পঃ বঃ ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। পাত্র ব্যানার্জি নিজবাটী স্টেনোগ্রাফার ৩৩ (১·৭০ মিঃ) ৫'—৭" মাসিক ৪০০, অন্য আয় ১৫০। বক্স নং ৭১৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩০২)

বিক্রমপুরের গাঙ্গুলী (৪২) পাত্রের জন্য সশ্রী শিক্ষিতা দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭১৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৯৪)

রাঢ়ী অভরদ্বাজ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ৩২ আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সঃ চাকুরে কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী। বক্স নং ৭১৬০ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭১৯২)

সুদর্শন বি ই (২৯) বারেন্দ্র শাণ্ডিল্য পাত্রের জন্য উজ্জ্বল গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই, অন্যথায় পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন। ফাল্গুনে বিবাহ। বক্স নং ৭২৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৮২)

পূর্ববঙ্গের সুদর্শন, কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসার (৯৫০) পাত্রের জন্য গৌরবর্ণা (২৫ অনূর্ধ্বা) সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা (উপার্জনশীলা শ্রেয়) বৈদ্য/কায়স্থ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭২৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৮১)

বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পঃ বঃ সরকারের সাবঃ এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার (২৮), বি এস সি ২য় বর্ষ পাত্রের জন্য শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭২৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৫০)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, ৩৩ বি এ, ত্রিপুরায় সরকারী কর্মরত ৫০০, নিজস্ব বাড়ী পাত্রের জন্য পূর্ব বা উত্তর বঙ্গের সশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। এস মৈত্র, নাটাগড়, সোদপুর, ২৪ পরগণা। (সি ৭০৪৫)

সঙ্গতিপন্ন তিলি পাত্র (৩০) মেকাঃ ডিপ্লোমা সঃ চাঃ স্বিতল বাড়ী-জমি। শিক্ষিতা, গৌরবর্ণা, সুদর্শনা পাত্রী চাই। এ পাল, ৫২, গ্রীন এভেন্যু, কলি-৩২। (সি ৭০২৭)

মুখার্জী (৩০) বি কম, প্রখ্যাত ফার্মে কর্মরত, কলিকাতায় বাড়ী, পাত্রের জন্য সুন্দরী শিক্ষিতা ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭২০৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০২৮)

বহির্বাংলায় কর্মরত ইণ্ডিয়ান অর্ডনান্সের সুপারভাইজার, দত্ত (গন্ধবণিক) পাত্রের (২৫) জন্য গৌরবর্ণা, স্মার্ট, শিক্ষিতা (৫'-১") ১·৫৫ মিঃ ১৮ বছরের অনূর্ধ্ব পাত্রী চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৭১৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০২৪)

পূর্ববঙ্গ কায়স্থ সুপ্রতিষ্ঠিত চাকুরে এল এম ই পাত্রের গৌরবর্ণা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৯৭৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯১৩)

পাত্রী চাই

পূঃ বঙ্গ কায়স্থ ৩৪ গ্রাজুয়েট, স্থায়ী সঃ চাকুরে (৬০০) নিজ পাকাবাড়ী, সচ্ছল, শিক্ষিত পরিবারের সশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী, গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। দাবী নাই। বক্স নং ৭২৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৮৭)

প্রাক্তন শ্রীহট্টবাসী ইঞ্জিনিয়ার (১০০০) রাঢ়ী ব্রাহ্মণ (২৯) ভরদ্বাজ পাত্রের প্রকৃত সুন্দরী গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী শিক্ষিতা, সশ্রী পাত্রী চাই। পাত্রীই একমাত্র বিবেচ্য। শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ঢাকা ফরিদপুর-এর দাবী অগ্রগণ্য। যোগাযোগ করুন। চক্রবর্তী, ৫৫-৯৭৪৯ কলিকাতা বা বক্স নং ৭২৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৮৫)

বারেন্দ্র বাৎস্য স্টেট ব্যাঙ্কের স্থায়ী চাকুরে (৩২/৩৩); পূর্ববঙ্গীয় ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পূর্ণ বিবরণ সহ সত্বর লিখুন। বক্স নং ৭৩০৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৩৪)

সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী (২৫) মধ্যম শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পাত্র (৩৫) পোর্ট কমিশনারে কর্মরত ৩০০, সূত্রধর। কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী। বক্স নং ৭২৭৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪০৩)

পঃ বঃ দঃ রাঃ কাঃ ঘোষ, ২৯, আই-এ পর্যন্ত, ১·৭০, সঃ স্থায়ী, ৩৩০, সুদর্শন পাত্রের জন্য কলিকাতায় শিক্ষিকা/চাকুরীয়া উভয়বঙ্গের পাত্রী চাই। বক্স নং ৭২৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৯৮)

মাহিষ্য পাত্রী চাই

পাত্র (২৬) পুঃ বঃ সম্ভ্রান্ত পরিবারের আই এস-সি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এ ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক (৫০০) কলিকাতায় বাড়ী এবং ব্যবসা। সুন্দরী পাত্রীই বিবেচ্য। অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৬৯৭৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯১১)

নাপিত পাত্রী চাই

বি এস-সি চাকুরে (৪০০) দোতালা বাটীস্থ দীর্ঘাঙ্গ স্বাস্থ্যবান পাত্রের (২৮) সশ্রী শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। ফাল্গুনেই বিবাহ। ফটোসহ যোগাযোগ দিলীপ প্রামাণিক, C/o ডাঃ অশ্বিনী প্রামাণিক, ১২১/বি, শরৎ বসু রোড, সুভাষনগর, দমদম ক্যান্টঃ কলি-২৮। (সি ৭২০২)

গৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়/অসবর্ণা পাত্রী চাই

পাত্র (৩০) বি এস-সি, বি ডি এস, ডেন্টাল সার্জন। এম বি বি এস অথবা গ্র্যাজুয়েট, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭১৯০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

কুমিল্লার গুহরায় (৩০) বিজ্ঞান শিক্ষক/লেখক গ্র্যাজুয়েট/পার্ট-টু পাঠরতা মধ্যম সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ কে সি গুহরায় কেঃ/অঃ সন্তোষ দে, বর্ণালীবিতান খাটুরা, চব্বিশ পরগণা। (সি ৭১৫৩)

জর্নিরার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ব্রাহ্মণ, বাৎসব পাত্রের ২৭ স্কুঃ-ফাঃ বা সমতুল সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭১১৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৫৪)

সুবর্ণবণিক পাত্রী চাই। পাত্র (৩৩) স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, বি-কম সওদাগরী, চাকুরে (৬০০) জন্য দীর্ঘাঙ্গী, সুদর্শনা অন্তত এস-এফ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭১৮৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩১৭)

বি এস-সি কায়স্থ (৩০) সরকারী চাকুরের ৪০০, কলিকাতা/শহরতলীতে চাকুরীরতা/শিক্ষিকা/শিক্ষিতা পাত্রী চাই। দাবী নাই। ফাল্গুনে বিবাহ। বক্স নং ৭২৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪২৪)

পশ্চিমবঙ্গীয় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ ঘোষ বি এস-সি পাস রাউরকেল্লায় কর্মরত (৬০০) পাত্রের (২৮) জন্য প্রকৃত ফর্সা, সশ্রী, অন্তত ম্যাট্রিক পাস ২৩ অনূর্ধ্ব পাত্রী চাই। বক্স নং ৭২৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪২৩)

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ডাক্তার পাত্র বি এস-সি বি-ই মেকানিকেল ইঞ্জিনীয়ার, কর্মরত ৩০ ফর্সা ১·৭০ মিঃ শিক্ষিতা সুন্দরী ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭২৯০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪১৭)

মুসলিম পাত্রী চাই

পাত্র উন্নতিশীল ব্যবসায়ে লিপ্ত, বিত্তবান আয়কর সম্পত্তির মালিক, ছোট পরিবার। গৌরবর্ণা, প্রকৃত সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা অথবা কম শিক্ষিতা পাত্রী চাই। দাবী নাই। সুন্দরী না হলে পত্রালাপ করিবেন না। বক্স নং ৭২৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৯২)

তিলী পাত্রী চাই

সরকারী চাকুরীয়া (৪৫০) সুদর্শন, ক্লাস টেন পাত্রের (৩০) জন্য শিক্ষিত, সম্ভ্রান্তবংশের সুদর্শনা, দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৩১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৩৮)

রাঢ়ী, সাবর্ণ, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের ২৯, ঢাকা ফরিদপুরের ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বাড়ী, সরকারী চাকুরী কলিকাতায়। বক্স নং ৭৪৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৬৪)

পাত্র পূঃ বঙ্গ বসু জার্মান টেকনিকেল প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার, কেঃ গভঃ চাকুরিরত। ২৫ ঊর্ধ্ব পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ৭৪৫৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৪৭)

খুলনার মিত্র সঃ স্থায়ী চাকুরে (৩২) এম কম, কস্ট একাউন্টেন্সি ফাইনাল পরীক্ষার্থীর জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, প্রকৃত গৌরবর্ণা চাকুরিরতা খুলনা অথবা যশোরের পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৪৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৪৪)

গ্রাজুয়েট কেমিস্ট ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ (২৭) লণ্ডনে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত (২৫০০) সুন্দরী পাত্রী চায়। কনভেন্ট শিক্ষা বিবেচ্য। তপন চ্যাটার্জী। চন্দ্রদীপ ওয়েস্ট। পোঃ বর্ধমান। (সি ৭২৪৩)

পাত্রী চাই

সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান (৩২) এম্ টেক্ (১৫০০) গঙ্গোপাধ্যায় পাত্রের জন্য অনিন্দ্য সুন্দরী শিক্ষিতা, দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। দাবী নেই। বক্স নম্বর ৭৩৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৬৭)

পূঃ বঃ বৈশ্য সাহা, গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠানে গ্রাজুয়েট অ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ার (২৭) জন্য অন্ততঃ গ্রাজুয়েট, গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী বৈশ্যসাহা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৪২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২১৮/২)

মাহিষ্য পাত্রী চাই—সশ্রী, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। পাত্র বি কম। কলিকাতায় ব্যবসা আছে। লিখুন—বক্স নং ৭৪২২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২১৬)

পঃ বঃ উঃ রাঃ কায়স্থ (৩১—৫'-৭") ১·৭০ মিঃ কাশ্যপ, এম এ, সরকারী স্কুলে শিক্ষক (৪০০) পাত্রের জন্য সশ্রী, ফর্সা, সুশিক্ষিতা, দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৪৯৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

ব্যানার্জি, সুন্দর (৩০) স্থায়ী সঃ চাকুরিয়া যে কোন বর্ণের কন্যা বিবাহেচ্ছুক। ব্যানার্জি, ২বি, মহেন্দ্র রোড, কলি-২৫। (সি ৭২৭৯)

পাত্র—বিক্রমপুরের গুহ (৩৫) আই এ পাশ কেঃ সঃ সংস্থায় চাকুরিয়া (৬০০) সশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৫০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৮৩)

ইঞ্জিনীয়র, সরকারী গেজেটেড অফিসার পঃ বঃ শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ সুদর্শন পাত্রের (২৮) জন্য অতীব সশ্রী, উঃ গৌরবর্ণা, প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিতা, সম্ভ্রান্তবংশীয়া ব্রাহ্মণ পাত্রী ১·৫৫ মিঃ—১·৬০ মিঃ চাই। পাত্রী যথার্থ সুন্দরী না হইলে পত্রালাপ বৃথা। বক্স নং ৭৩৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৬৮)

লণ্ডনে কর্মরত মিত্র পাত্রের জন্য সুন্দরী, লম্বা, বয়স ২০—২৫, মধ্যমবর্ণা, তন্বী, শিক্ষিত, কায়স্থ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৪০৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও—৪০১০)

বিপত্নীক (৪১) একটি কন্যা আছে। বালিগঞ্জে বাড়ী, অফিসার, একমাত্র পুত্র। পঃ বঃ কায়স্থ, সশ্রী পাত্রী চাই। মিসেস চন্দ, ১৩।২, সুইন হো স্ট্রীট, কলি-১৯। (বিও—৪৩০৭)

পাত্র—কাশ্যপ ব্রাহ্মণ, নিজ ব্যবসা, কলিকাতা ও হাওড়ায় বাড়ী। পঃ বঃ ২৭ ঊর্ধ্বে পাত্রী চাই। রাশিচক্র সহ লিখুন। বক্স নং ৭২০৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৩০)

প্রবাসী বিপত্নীক ব্রাহ্মণ অফিসার (৪১) এক পুত্র এক কন্যাসহ দ্বিতীয় বিবাহে ইচ্ছুক। নিঃসন্তান বালবিধবা ৩৩।৪০ এর মধ্যে, জন্মলগ্ন সহ আবেদন করুন। বক্স নং ৭১৯৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০২২)

বারেন্দ্র শাণ্ডিল্য ৩৭ নন্ ম্যাট্রিক রেলওয়ে চাকুরে (২৭৫) ফর্সা পাত্রী চাই। সুধীর চক্রবর্তী, ৪৮৯বি নিউ কোয়ার্টার, কলি-৫২। (সি ৭০৯৯)

দাবিহীন পাত্র (২৮) ম্যাট্রিক পাশ দুর্গাপুর শিল্পসংস্থায় স্থায়ী চাকুরী (৪০০)। পুঃ বঃ সম্ভ্রান্ত বংশের স্বাস্থ্যবতী ফর্সা, সুন্দরী কায়স্থ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭০৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৫০০)

শ্রীহট্টের কায়স্থ দক্ষিণপূর্ব রেলওয়েতে কর্মরত (২৭৫ টাকা) পাত্রের (৩৯) জন্য অন্তত ম্যাট্রিক পাশ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৩৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৫১)

পাত্রী চাই—পাত্র সুবর্ণবণিক গ্রাজুয়েট (৩১) বেতন ৪৫০, বিপত্নীক ১টি কন্যা ২½ বঃ, দাবী নাই, অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৬৯৭৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯১০)

পাত্র (২৮) বি ই (ইণ্ডিয়া) এম এস্‌সি (ইঞ্জিঃ ম্যাঞ্চে) পি এইচ ডি করছে, ইংলণ্ডে চাকুরীরত (২০০০) গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী সুশিক্ষিতা বৈদ্য/কায়স্থ পাত্রী চাই। Dr Sen, 14 Manigandha Mudali, 6th Street, Madras 2. (সি ৬৯৪৬)

পাত্র (২৯) বিক্রমপুরের বসু আই এ, ফর্সা কলিকাতায় নিজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত। বাড়ী জমি আছে। ফর্সা সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই। দাবী নাই। বক্স নং ৭০০১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯২৯)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই

বাৎস্য কারিগরী শিক্ষায় উচ্চমানের শিক্ষাপ্রাপ্ত স্টীলপ্ল্যান্টে ৬৫০ টাকা আয়ে স্থায়ী চাকুরীরত নন্-ম্যাট্রিক স্বাবলম্বী ও সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থাপন্ন অভিজাত রাজপরিবারভুক্ত, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘাকৃতি সচ্চরিত্র, অতীব সুপুরুষ নরগণ, দাবীহীন ৩৪ বৎসর পাত্রের জন্য উত্তম গৌরবর্ণা সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী আবশ্যক। গৌরবর্ণা ও প্রকৃত সুন্দরী হইলে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৭৪৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২২৮)

মাহিষ্য পাত্রী চাই

বম্বেতে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান (২৭) মাসিক আয় ১৫০০, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ারের জন্য সুন্দরী, ফর্সা, অন্যূন গ্র্যাজুয়েট (২০।২১) পাত্রী চাই। বক্স নং ৭১৪৫ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১।

পাত্র-পাত্রী চাই

বিক্রমপুরের রাঢ়ী, বাৎস্য, সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহ-সূচীশিল্প নিপুণা, সশ্রী, বি-এ পাঠরতা পাত্রীর (২০) জন্য ব্রাহ্মণ পাত্র। ঐ শিক্ষিত ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ভ্রাতার (৬০০) জন্য পাত্রী চাই। নিজ বাড়ী; বদলেও চলিবে। বক্স নং ৭৪৫৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৪৮)

উগ্রক্ষত্রিয় পাত্র-পাত্রী চাই—পাত্র ডাক্তার পাত্রী বি-এ। বদলে আপত্তি নাই। বক্স নং ৭৬১৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩৫১)

(অন্যান্য শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

বন্দে মাতরম্
আনন্দ বাজার পত্রিকা
রবিবার ১৭ মাঘ ১৩৭৭

দিনের বাণী

মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়; এর ভিতর তাঁর বিলাস; এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

স্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে

আজ বাসন্তী পঞ্চমী। সর্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতীর আরাধনার পরম পুণ্যতিথি। এ তিথি বসন্তাগমনেরও দ্যোতক। ঊষা যেমন দিনের আগমনের সূচক, মাঘের শুক্লা পঞ্চমী তেমনই বসন্তাবির্ভাবের ব্যঞ্জক। তাই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই তিথি হোলিগানে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। হোলিগান ঋতুরাজের প্রথমাগমনের বন্দনা-গীতি। বাংলা দেশেও অনেক স্থানে এই তিথিতে হোলিগানের ও দেবীর চরণে আবীর-দানের রীতি আছে।

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, প্রাকৃতিক জগতে যে বিকাশ তাহার মধ্যে একটা ছন্দ আছে, আছে সৌন্দর্য, মাধুর্য, উল্লাস ও চাঞ্চল্য। আর সেই সঙ্গে সংযম। বস্তুত ছন্দ অর্থই সংযমিত স্পন্দন। সংযমের স্বর্ণসূত্রে নিয়মিত না হইলে সকল ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়, বিকৃত হয়।

প্রকৃতির রাজ্যে বসন্তাগমের মতো মানুষের জীবনেও তারুণ্য পূর্ণাঙ্গ মানবত্বে উত্তরণের নবারুণোদয়। প্রাকৃতিক জগতে তরুলতা, ফলফুল ইত্যাদির বিকাশের মূলে যেমন আছে ছন্দ, সৌন্দর্য ইত্যাদি, মানুষের জীবনের অভিব্যক্তির মূলে সেগুলি তো আছেই, তদুপরি আছে বুদ্ধি, কল্পনা, জ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা ও প্রতিভা। আছে বলিয়াই মনুষ্যত্বের বিকাশে এত বৈচিত্র্য, নিত্যনবীনতা, সাধারণত্ব হইতে অসাধারণত্ব-প্রাপ্তির অসীম সম্ভাবনা। বুদ্ধ, মহাবীর, জরথুস্ত্র, যীশু, নানক, চৈতন্য প্রমুখ মহামানবদের জীবন-বিকাশের ধারা নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যালোচনা করিলেই মানুষের জীবনের সম্ভাবনা কী সুদূরপ্রসারী ও মহিমময় তাহা উপলব্ধি করা যাইবে।

ভারতের ঋষি অনন্ত সম্ভাবনাময় এই বিকাশের, এই বিবর্তনের মূলে যে মহাশক্তির প্রেরণা ও করুণার সন্ধান পাইয়াছেন তিনিই দেবী সরস্বতী। তাঁহারই একাগ্র ধ্যানে 'হিম-চন্দন-কুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজসন্নিভা' মাতৃমূর্তি তাঁহার মানসপট উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন।

শীতের জড়তা না কাটিলে বসন্তের সমাগম হয় না। মানুষের সকল শক্তির স্ফুরণের জন্যও প্রয়োজন হয় মনের ও দেহের সকল প্রকার জড়তার অপসারণ। সে জড়তা এই দেবী সরস্বতীর কৃপাতেই অপসারিত হয়। কারণ তিনিই 'নিঃশেষজাড্যাপহা' সকল প্রকার জড়তা-বিনাশিনী।

ভারত তাহার ঐকান্তিক সাধনায় বাগধিষ্ঠাত্রী এই মহাদেবীর অকৃপণ করুণার অধিকারী হইয়াছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে অনতিদূর স্মৃতিকাল পর্যন্ত সে করুণা বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত হইয়া ভারতীয় জীবন সরস ও সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। যখন প্রায় সমস্ত পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন তখনও জ্ঞানসূর্যের মহিমময় অভ্যুদয়ে ভারতের মানসাকাশ উদ্ভাসিত। পৃথিবীর আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদ সেই জ্ঞান-দীপ্ত ভারতীয় মনীষারই অবদান। ঋগ্বেদ শুধু আদিগ্রন্থ নহে, সেই সুদূর অতীতেও মানবীয় চিন্তার মহত্তম প্রকাশ। এই চিন্তাধারা ঋগ্বেদেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, সমগ্র বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, দর্শন, পুরাণ ইত্যাদি ধারায় প্রবাহিত হইয়া অতি-নিকট অতীতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু শুধু অধ্যাত্ম বিদ্যায় নয় স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চারু ও কারুকলায়, সঙ্গীতে, নৃত্যে, জ্যোতির্বিদ্যায়, জড়বিজ্ঞানের নানা শাখায়, এক কথায় মানববিদ্যার সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তার সে এক বিস্ময়কর পরিস্ফূর্তি। কিন্তু সারস্বত সাধনায় নিষ্ঠার ক্রমাবনতি এই জাতিকে এক শোচনীয় অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। পৃথিবীর বহু জাতি যখন জ্ঞানবিজ্ঞানসাধনায় দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তখন, নানা ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার পরাজয় বড়ই মর্মান্তিক। প্রসঙ্গত বলিব ভারতীয় চিন্তা, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী-মনীষার দানও কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নয়। সেই ধারা বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যন্ত আসিয়া সহসা যেন শুকাইয়া গেল। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রেই জগৎসভায় কেন, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার মতো বাঙালী-মনীষার একান্ত অভাব। বাঙালী-প্রতিভার এ হীন দশা সারস্বতসাধনায় নিষ্ঠার অভাবেরই পরিণতি।

তাই এই পবিত্র তিথিতে সর্ববিদ্যাধিদেবী সরস্বতীকে সসঙ্কোচেই আবাহন করিতেছি। আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র বিদ্যার, বিদ্যাস্থানের ও মনীষার অবমাননা হইতেছে। এ পরিবেশ, বলাই বাহুল্য, সারস্বতসাধনার অনুকূল নয়। বিশেষত, যিনি সর্বশুক্লা, পবিত্রতার ঘনীভূত মূর্তি, এই রক্তনিষিক্ত পশ্চিম বাংলায় তাঁহাকে আবাহন করিতে স্বতই কুণ্ঠাবোধ হয়। কিন্তু পরিবেশ প্রতিকূল হইলেও সমস্ত দ্বিধা সংকোচ ও কুণ্ঠা পরিহার করিয়া মাকে আবাহন করিতে হইবে। মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে। কারণ যাঁহার প্রসন্নতা মানুষের ভ্রান্তি অপনোদন করে, যিনি লুপ্ত, স্তব্ধ, ক্ষীয়মাণ ধীশক্তি পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন, তিনি অনন্তজ্ঞানরূপিণী এই মহাদেবী—নিত্যপূজ্যা মাতৃশক্তি দেবী সরস্বতী।

প্রতীকের লঘুগুরু

গুণ হৈয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়—অমন যে নির্বাচন নামে গণতান্ত্রিক প্রথা, এখানকার জলমাটির গুণে তাহাও যেন একটা কটু-কষায়, জাতীয় ভয়ানক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাগ্যে ইহার একটা মিঠা দিকও ছিল, নতুবা এতখানি নির্বাচনী সমাচার সাধারণ পাঠকের বরদাস্ত হইত না। গুরু এবং লঘু, এই দুই মিলাইয়াই নির্বাচন এবং লঘু পথ্যের অনেকটাই জোগাইতেছে সেই জিনিসটি, যাহার নাম প্রতীক।

দেশটায় বর্ণমালাজ্ঞানসম্পন্ন ভোটারের সংখ্যা শতাংশের হিসাবে নেহাতই কম বলিয়া প্রতীকের মূল্য আরও বেশী। যাহারা নাম জানে না, ধাম জানে না, কে কী, কে কাহার, এই সব বড় বড় প্রশ্নের উত্তর লইয়া মাথা ঘামায় না, তাহারা দেখে শুধু প্রতীক। ল্যাম্পপোস্ট, ছাতা, লাঠি, লণ্ঠন ইত্যাদি যা কিছু একটা খাড়া করিয়া দাও, তাহারা ভোট দিবে। অনেকটা লেজ তুলিয়া এঁড়ে কিংবা বকনা চেনার মতো। শোনা যায়, এমন মুলুকও আছে যেখানে ভোটদাতারা প্রথমে ব্যালটবাক্সকে গড় হইয়া প্রণাম করেন, পরে সেই বাক্সের হাঁ-করা গহ্বরে ভোটপত্রের সঙ্গে প্রসাদী ফুল-বেলপাতা প্রভৃতি সবই অঞ্জলি পড়ে। পোলিং কর্মীরা বাক্স উপুড় করিয়া কখনও খুচরা দু-চার আনা যে না পাইয়াছেন, এমন নয়।

প্রতীকের এমনই মহিমা। কে কোনটা লইবে অথবা পাইবে তাহা লইয়া আগে বিশেষ গোল ছিল না, আপসেই সব বাঁটোয়ারা দিব্য হইয়া যাইত। সেইটাই স্বাভাবিক। যাঁহার হাতে কৃপাণ বা তরবারি, তিনি যাচিয়া প্রতীক হিসাবে এমন কিছু বরমাল্য বাছিতে যাইবেন না, যাঁহার হাতিয়ার হাতুড়ি, তিনি প্রদীপ-পিলসুজের মতো মোলায়েম জিনিস লইয়া কাড়াকাড়িই বা করিবেন কেন। এককালে লোকে নাকি শুধু দল দেখিত, সেই দল ল্যাম্পপোস্টকে পার্টির টিকিট দিয়া খাড়া করিলেও ক্ষতি ছিল না। সেই দিক হইতে বলা যায়, ল্যাম্পপোস্টই এদেশে আদি প্রতীক—সব প্রতীকের প্রতীক।

এবারের যা বিচিত্র পরিস্থিতি তাহাতে বোমা কিংবা পাইপগান, ছোরা কিংবা ছুরি প্রতীক হিসাবে গৃহীত হইলেও বেমানান হইত না। তবে নির্বাচন-কমিশন কিনা বড়ই বেরসিক তাই সনাতন সিম্বলগুলিই রহিয়াছে। ইহার মধ্যে বলপ্রয়োগের সিম্বল একটাও নাই, সেই দিক হইতে দেশটা অবশ্যই অদ্যাপি নিতান্তই নিরামিষভাবে গণতান্ত্রিক। এবারেও দেখা যাইবে সেই শস্যগুচ্ছ কাস্তে; হাতুড়ি ও কাস্তে; তারা, প্রদীপ, কুটির, এই সবও আঁকা থাকিবে। সবগুলিই শান্ত রসের—এবং সর্বভারতীয় পার্টিগুলি আগেভাগেই ভাগ করিয়া লইয়াছেন। অবশিষ্ট আর নির্দলদের তেল তাক লইয়া তৃপ্ত থাকা ছাড়া উপায় কী!

শুনা যায় অন্যান্য প্রতীকের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় (দলপ্রিয়?) সাইকেল। সেটা আশ্চর্য কিছু নহে। নেহরুজী একবার বলিয়াছিলেন এ দেশে এখনও বাইসাইকেল-যুগ চলিয়াছে। তাঁহার তিরোভাবের পরও, ওই প্রতীকের কদর হইতে প্রমাণ হয় যে, এদেশ এখনও কদম কদম বাড়িয়া যায় নাই।

প্রতীক প্রায় সবগুলিই নিরীহ, একটু আগে এই কথা লেখা হইয়াছে বটে, তবে ব্যতিক্রমও আছে। যথা, সিংহ—বিশেষ একটি দলের। জীবের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ ছিল যেটি এবার সেইটিই অনুপস্থিত—বলীবর্দযুগলের কথা বলিতেছি। কাজিয়া ক্যাগুর ফলে বলদজোড়া আপাতত বেওয়ারিশ এবং গোহালে—জনচক্ষুর অগোচরে। বলদের একে তো বুদ্ধি কম, তাহাতে আবার এক অমোঘ বিধানে পৌরুষ একেবারেই নাই, তাই তাহারা প্রতিবাদ করে নাই। বলদের বদলে যাহা জুটিয়াছে, ঝগড়া এখন তাহা লইয়া। কংগ্রেস হইতে দীর্ঘকাল স্বতন্ত্র বর্ষীয়ান এক নেতা সম্প্রতি বলিয়াছেন, নব-কংগ্রেসের যোগ্য প্রতীক হইবে বাষ্পীয় ইঞ্জিন। এই যন্ত্র-যানটি জোরে দৌড়ায়, সুতরাং প্রগতিপন্থী পার্টির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া যাইবে। বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না—বড়ই দেরি হইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সম্ভবত সবৎসা গাভীই বহাল থাকিবে। এই প্রতীকে পূজ্য গোমাতার পরিচয় না হয় অনুমান করা গেল; খালি একটুখানি কৌতূহল তবু থাকিয়া যায়—বাছুর কাহারা অথবা কে?

যৎকিঞ্চিৎ

গত ৩০ জানুয়ারি সারা ভারতে 'কুষ্ঠ-নিবারণী দিবস' পালিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে প্রতি বৎসরই কুষ্ঠ-নিবারণের কেন্দ্রগুলিতে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা, তাহার প্রতিরোধ, কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে জনসাধারণের কুসংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচারকার্য করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান-দিবসটিকে যে কুষ্ঠনিবারণ দিবসরূপে পালন করা হয় তাহার বিশেষ তাৎপর্য আছে। জনসাধারণের মনে এই কুসংস্কার যে কুষ্ঠ মহাপাপের ফল। ফলত যাঁহারা এই রোগে আক্রান্ত হন সমাজ তাঁহাদের ঘৃণার চোখে দেখে। সেই জন্য এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা সর্বতোভাবে রোগাক্রমণের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন।

কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে স্মর্তব্য

তাহাতে তাহাদের তো চরম ক্ষতি হয়ই, রোগ-সংক্রমণের হেতু হইয়া তাঁহারা পরিবার ও সমাজেরও ক্ষতি করেন। মহাত্মা গান্ধী নিজের আশ্রমে একজন কুষ্ঠরোগীকে রাখিয়া, স্বহস্তে তাহার ক্ষত ধৌত ও অন্যান্য সেবাকার্য করিয়া জনমনের কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখন ও ভাষণের সাহায্যেও এই রোগ সম্বন্ধে কুসংস্কার দূরীকরণের এবং ইহার প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্বন্ধে জনমনকে সচেতন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহার অনুগামী গঠনকর্মীদের তিনি যে আঠারো দফা কর্মসূচী পালনের নির্দেশ দিয়াছেন কুষ্ঠরোগীর সেবা তন্মধ্যে অন্যতম। বস্তুত, কুষ্ঠরোগ যে জ্বর, বসন্ত ইত্যাদির মতো একটি রোগ মাত্র এবং তাহা যে চিকিৎসাসাধ্য, দেশবাসীর মনে সে ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়ার জন্য কুষ্ঠরোগীর সেবা ও প্রচার তিনি অন্যতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার তিরোভাব-দিনে এই দিবস পালন সুসঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিবসে জনসাধারণেরও বিশেষভাবে কয়েকটি মোটকথা স্মরণ করা দরকার। তাহা হইল—জ্বর, কলেরা, বসন্ত যদি মহাপাপের ফল না হয় তাহা হইলে কুষ্ঠব্যাধিও নহে। অতএব কুষ্ঠরোগীকে ঘৃণা করা অন্যায় ও পাপ। সব কুষ্ঠ সংক্রামক নয়। শতকরা প্রায় আশি ভাগ রোগীর রোগ অসংক্রামক। এই রোগ চিকিৎসাসাধ্য। ইহা বংশগত রোগ নহে এবং ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ নামে কথিত রোগ কুষ্ঠ নহে। উহা সংক্রামকও নয়।

কাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে লোকগণনা

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গে লোকগণনার কাজ ১ মাস ১০ দিন এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রায় সব রাজ্যে যেখানে ১০ মারচ লোকগণনা শুরু হওয়ার কথা সেখানে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হচ্ছে ১ ফেবরুয়ারি।

লোকগণনা বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ ডিরেকটর শ্রীভাস্কর ঘোষ শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই কথা জানিয়ে এর কারণ সম্পর্কে বলেন যে, এ রাজ্যে ১০ মারচ অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন স্থির হয়েছে। নির্বাচনের মত এতবড় এক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে লোকগণনার কাজ শুরু সম্ভব নয় বলেই এখানে ওই কাজ এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গে গণনার কাজ শুরু হবে ১ ফেবরুয়ারি এবং শেষ হবে ১৯ ফেবরুয়ারি। বেশীরভাগ রাজ্যে গণনার কাজ শুরু হবে ১০ মারচ এবং শেষ হবে ৩১ মারচ। নির্বাচনের জন্য সরকারীভাবে ১ মারচের জায়গায় ১ এপরিল 'লোকগণনার তারিখ' ধার্য হয়েছে। ১ এপরিল পর্যন্ত গণনা-সংশ্লিষ্ট সংখ্যাও অন্যান্য তথ্য 'সেন্সাস্' রিপোরটএ সন্নিবিষ্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গেও এজন্য পয়লা থেকে ৩ এপরিল পর্যন্ত আর এক রাউনড 'সংশোধনী' গণনা কাজ চালানো হবে।

শ্রী ঘোষ জানান যে, পশ্চিমবঙ্গে লোকগণনার কাজের জন্য ইতিমধ্যে ৮০ হাজার লোক নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকারী কর্মচারী থাকছেন অন্তত ১০ হাজার। এরাই কাজের তত্ত্বাবধান করবেন। ন্যূনপক্ষে স্কুল ফাইনাল পাশ এ রকম লোকদেরই এ কাজের জন্য নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান যে, পশ্চিমবঙ্গে বাড়িগণনার কাজ শেষ হয়েছে তবে এখনও এর সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় নি। কলকাতায় গৃহহীন ও ফুটপাতের বাসিন্দাদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, রাতে এদের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, ১৯৬১'র লোকগণনায় কলকাতায় গৃহহীন ও ফুটপাতের বাসিন্দাদের সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৩ শত ২৩। এর মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪ হাজার ৯ শত ৮৩ এবং ৩ হাজার ৩ শত ৪০।

কোচবিহারে সি পি আই দলে ক্ষোভ, পদত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি—সি পি আই-এর কোচবিহার জেলা সেকরেটারিয়েটের সব সদস্য ও দলের রাজ্য কাউনসিলের সদস্য শ্রীজীবন দে দল থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জেলা দফতর থেকে সি পি আইর রাজ্য সেকরেটারিয়েটের সম্পাদক শ্রীরনেন সেনকে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

প্রকাশ যে মাথাভাঙ্গা (তপশীল) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শ্রীনন্দেশ্বর বর্মণকে মনোনয়ন না দেওয়ার প্রতিবাদেই কোচবিহার জেলা সেকরেটারিয়েটের সদস্যরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য, মাথাভাঙ্গা কেন্দ্র থেকে ইউ এন ডি এফ-এর ফরওয়ারড ব্লক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ফুটপাথের বেসাতি শিল্পী : অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার কড়চা

বাংলা দেশে শিল্পের বিভিন্ন আকার ও প্রকার নিয়ে হরবখৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফর্ম ও কনটেন্ট; এই দুই ধড় ও মুণ্ডুকে বাদ দিয়ে সম্ভবত কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ, একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রামবাগানের ডোমপাড়া অঞ্চলে ২৮ বছরের তরুণ শিল্পী জয়ন্ত মালিকের বাঁশের কুঁচি দিয়ে তৈরী বাণীবিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী সরস্বতীর মূর্তি দেখে অবিকল এই কথা মনে হয়েছিল। জয়ন্তরা দুই পুরুষ ধরে ওইখানেই বসবাস করছেন। ডোমপাড়ায়, আশ্চর্য এখনও বাঁশের কাজ, বিভিন্ন হস্তশিল্প, আর তাঁতের কাজ টিঁকে আছে। কিভাবে এই প্রতিমা তৈরী হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে জয়ন্ত বললেন, ময়দা ও শিরীষ দিয়ে প্রথমে একটা মণ্ড তৈরী করা হয়েছে, তারপর বাঁশের কুঁচি দিয়ে কাজ করেছেন। এটা তৈরী করতে সময় লেগেছে পাঁচ মাস। খরচাও পড়েছে আনুমানিক ৩০০ টাকা। মুকুট, হাঁস, চালচিত্র অথবা বীণা এ সমস্তই তৈরী হয়েছে এইভাবে। বাঁশের দরমায় হয়েছে শাড়ি ও ব্লাউজ। অভিনব, তবুও প্রতিমার আকৃতি আমাদের কাছে অন্তর্বাস সর্বস্ব চিত্রতারকার মত।

বই-পাড়ায় বিপ্লব

বিপ্লবের দক্ষযজ্ঞের আর খুনের নেশা আনাচে-কানাচে প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। বুর্জোয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার কেন্দ্র বিভিন্ন স্কুল-কলেজে এবং এই শিক্ষা-ব্যবস্থার দালাল বলে চিহ্নিত বই-পাড়ার বিভিন্ন প্রকাশনালয়েও বিপ্লবের ছোঁয়া লেগেছে। নতুন নিয়মে বেশ কিছু স্কুলের ছেলে এ বছর বিনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার কয়েকটা নামী স্কুল অতিরিক্ত শান্তির জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে অনেক ছেলেকে এবার সৌভাগ্যবশত নতুন বই-এর মুখ দেখতে হয়নি। আর, যারা বিনা পরীক্ষায় বা যেন-তেন রকমের পরীক্ষা দিয়ে প্রমোশন পেয়েছে, তাদের জন্য নতুন বই কেনার হিড়িকও এবার বই-পাড়ায় দেখা যাচ্ছে না। তারা বুঝে গিয়েছে আজকাল পরীক্ষায় পাশ করতে বই-এর দরকার লাগে না। এই সব কারণে বই-পাড়ার পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশকদের নাভিশ্বাস উঠেছে। শনির উদার দৃষ্টি থেকে অবশ্য গল্প-উপন্যাসও বাদ পড়েনি। তাছাড়া কলেজ-স্ট্রীট এলাকা আধা-মুক্তাঞ্চল ঘোষিত হওয়ার জন্য বিকেল পাঁচটার পর বেশির ভাগ বই-এর দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। এর উপর আছে যখন-তখন চাঁদার চোটি—বিপ্লবের ট্যাকস মেটাবার দাবি। কেবল তাই নয়, কয়েকটি দপ্তরীখানায় সমস্ত বইয়ের ফরমা পুড়ে ছাই। ফলে বেশ কিছু দপ্তরী আর নতুন বই নিতে তেমন ভরসা পাচ্ছেন না। কাজ না জোটার জন্য অনেক ছোট-খাট ছাপাখানাও উঠে যাবার উপক্রম। বর্তমান বিপ্লব বই-পাড়ায় আরও কিছুদিন চালিয়ে যেতে পারলে বাঙালীর সংস্কৃতির একটা বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক লক্ষ বেকারীর সঙ্গে আরও কিছু নাম যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

হরিনাথ ও নির্বাচন

সুখের বিষয়, হরিনাথ নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে না, হরিনাথ যে নকশালপন্থী তাও নয়। অথচ এই নির্বাচনে হরিনাথ অপরিহার্য। আজকাল উচ্চ শিক্ষিতরাই যখন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন মাত্র ক্লাশ এইট পাশ-সম্বল হরিনাথের ভবিষ্যৎ যে ভুষো কালি মাখানো, তা ব্যাখ্যা না করলেও চলে। কিন্তু একটি গুণ আছে হরিনাথের, হাতের লেখাটি সুন্দর। তাকালে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। যেন দেওয়াল থেকে উঠে এসে চোখের ভিতর দিয়ে ভিতরে গাঁথা হয়ে যায়। অন্য সময় ঝিম মেরে পড়ে থাকে, কিন্তু এই সময়টা নাওয়া-খাওয়ার টাইম পায় না বেচারা। আজ এ পারটির হয়ে তীব্র আক্রমণ করে লিখল লেনিনের কোটেশন দিয়ে, পরদিন তাকেই আবার পথে বসিয়ে দিল আরেক পারটির পক্ষে। হ্যাঁ, সেখানেও লেনিনই প্রধান ভরসা; তাছাড়া পরস্পর সব চেয়ে সেরা গালাগালি তো আছেই—শোধনবাদী। অনেক সময় কলকাতার বাইরেও প্লেয়ারদের মত হায়ার করে নিয়ে যাওয়া হয়। খাওয়া-রাহাখরচ ফ্রি।

—কত হয়?

—তা আপনাদের আশীর্বাদে আড়াইশো তিনশো।

আচ্ছা, একবার এদিক একবার ওদিক করতে কোন সময় বিবেকের দংশন অনুভব করেন না?

বিবেক?—হরিনাথ বাঁকা হাসল : আমি তো গরীব মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমি শুধু বড় বড় নেতাদের অনুসরণ করি।

হাততালির পরিবর্তে

যদি বলি—শ্রীউদয়শংকর হর চট্টোপাধ্যায় চৌধুরী, নামটা অচেনা মনে হবে; কিন্তু শেষের তিনটি শব্দ বাদ দিলে বেরিয়ে পড়বে বিশ্ববিখ্যাত এক নাম। শিব-সাধনায় সিদ্ধ এক যশুরে পরিবারের লোক উদয়শংকর। নামের সঙ্গে শংকর আর 'হর' শব্দের ব্যবহার সেই কারণেই। কালক্রমে 'হর' বাদ পড়ে রয়েছে শুধু 'শংকর' এবং 'চট্টোপাধ্যায়' ও 'চৌধুরী' পদবীরও একই দশা।

ছোট্ট এই তথ্য জানা হত না, যদি না 'অন্য মনে' নামে একটি পত্রিকার উদয়শংকর সংখ্যা হাতে পড়ত। মূল্যবান নানা ছবি আর অসংখ্য তথ্যে ভরা এই সংকলনটি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যিনি "এই নিরাশ্বাস দেশে নৃত্যকলাকে উদ্বাহিত করে আনন্দের বাণী" জাগিয়ে তুলেছেন, সেই উদয়শংকর কীভাবে চিত্রশিল্পী থেকে নৃত্যশিল্পীতে রূপান্তরিত হলেন, কীভাবে তিনি স্নেহ ও সাহায্য পেয়েছেন রটেনস্টাইন, আনা পাবলোভা, রবীন্দ্রনাথ ও এলিস বোনার প্রমুখের, কীভাবে পরিচয় হল তিমিরবরণ, বিষ্ণুদাস শিরালি, হরেন ঘোষ, অমলাশংকরের সঙ্গে,—তার পরিপূর্ণ বিবরণ ছড়িয়ে আছে নানা রচনায়,—বিশেষ করে সাক্ষাৎকারে সংগৃহীত উদয়শংকরের দীর্ঘ স্মৃতিচারণায়। শ্রীনিকেতনের অন্যতম রূপকার লেনারড এলমহারসট যে তাঁর আলমোড়া সংস্কৃতি কেন্দ্রেরও অর্থদাতা, তাও জানা গেল ওই স্মৃতি-কথায়। সেতার হাতে কিশোর রবিশংকরের ছবি, 'রিদম অব লাইফ' নাচের উদয়শংকরকৃত স্কেচ, লাস্যময়ী সিমকির সেই অনন্যসুন্দরভঙ্গী সংকলনটির অতিরিক্ত আকর্ষণ।

উদয়শংকর আমাদের অনেক দিয়েছেন, তার পরিবর্তে তাঁকে আমরা বিশেষ কিছু দিইনি, কিছু হাততালি আর পদ্মভূষণ খেতাব ছাড়া! 'অন্যমনের' সম্পাদকদ্বয় তাঁদের এই সুনির্বাচিত সংকলন দিয়ে কিঞ্চিৎ ঋণশোধ করলেন বাংলা দেশের হয়ে।

'রিকশা' নিয়ে চাঁদে

আবার চাঁদে পাড়ি। শেষ মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটলে আবার তিন মহাকাশচারী—অধিনায়ক এলেন শেপারড, অ্যাপোলো মহাকাশ-যান পাইলট স্টুয়ারট রোসা এবং 'চাঁদের ভেলার' পাইলট এডগার মিচেল—রবিবার ভারতীয় সময় রাত্রি ১-৫৩ মিঃ-এ পৃথিবী থেকে যাত্রা করবেন।

তাঁদের লক্ষ্যস্থল এবার 'ফ্রা মরো'র দুর্গম অঞ্চল। মূলত এটা 'অ্যাপোলো-১৩' অভিযানেরই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু, যান্ত্রিক বিপর্যয় এবং মহাকাশে 'প্রাণ নিয়ে টানাটানির' ফলে সেটা পরিত্যক্ত হয়। এটা পূর্বতন অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তি হলেও অনেক কিছুই নতুন এবং অনেক কিছুই কঠিনতর। 'ফ্রা মরো'র মত দুর্গম অঞ্চলে ইতিপূর্বে কোন 'চাঁদের ভেলা' নামানো হয়নি—বিপদ সেখানেও ঘটতে পারে।

এই অভিযানে নেতৃত্ব করছেন এলেন শেপারড, চল্লিশোর্ধ বয়সের

জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য

একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মহাকাশে যাচ্ছেন। আবার ইনিই মহাকাশের দ্বিতীয় অভিযাত্রী—সোভিয়েট মহাকাশচারী গাগারিনের পরেই ইনি মহাকাশে যান এবং অর্ধ-বৃত্তাকার পথে মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখে নেন।

আর একটি বিপদের ঝুঁকি 'এ্যাপোলো' পরিকল্পনার নায়ক বিজ্ঞানীরা ইচ্ছা করেই জুড়ে দিয়েছেন। দুই মহাকাশচারীকে নিয়ে 'চাঁদের ভেলা' যখন চাঁদের মাটিতে নামবে, তখন মূল মহাকাশ-যানটি মাত্র ১৫ মাইল উঁচু পথে চাঁদ প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। শেপারড ও মিচেল নিচে কি কাজ করছেন বা কেমনভাবে করছেন, মূল মহাকাশ-যানের পাইলট রোসা কিছুক্ষণ পরে পরেই তা দেখে যাবেন এবং পৃথিবীকে জানিয়ে দেবেন।

ওরা যখন চাঁদের মাটিতে নেমে কোপারনিকাস পর্বতমালার ছবি তুলবেন এবং 'ফ্রা মরো' অঞ্চলের দৃশ্য সম্পর্কে পৃথিবীর উদ্দেশে ধারাবিবরণী প্রচার করবেন, অথবা 'রিকশ' করে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে 'খাদের' দিকে অগ্রসর হবেন, তখন আকাশ থেকে এক-একবার উঁকি দিয়ে দেখে যাবেন রোসা।

এবারকার অভিযানে তাঁরা প্রায় এক মাইলের কাছাকাছি হাঁটবেন, দুই দফায় 'চাঁদের ভেলা' থেকে বাইরে যাবেন, চাঁদের পরিবেশে কাটাবেন প্রায় ৩৬ ঘণ্টা। সব দিক দিয়েই পূর্বতন রেকরড ভাঙ্গার চেষ্টা চলবে।

কিন্তু, সবচাইতে বিস্ময়কর হবে রিকশাটি—দুই চাকার গাড়িটি চাঁদের মাটিতে কিভাবে চলে, সেটা প্রযুক্তি-বিদ্যার এক বিস্ময়কর পরীক্ষা। বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'মডুলার ইকুইপমেনট ট্রানসপোরটার', সংক্ষেপে 'মেট'—কিন্তু, মহাকাশচারীরা ওটার নাম দিয়েছেন 'রিকশা'।

জল ও অকসিজেনের আধার পূর্ববৎ তাঁদের পিঠের ওপরেই থাকবে, কিন্তু, এবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি হাতে করে বয়ে বেড়াতে হবে না। সেগুলি রিকশায় চাপিয়ে দিয়ে শেপারড, ডঃ মিচেল পালা করে সেই রিকশ' টানবেন। এক হাতে সেই রিকশ' টানতেও অসুবিধা হবে না। পৃথিবীতে রিকশ' ও মালপত্রের যতটা ওজন, চাঁদে গিয়ে তার মাত্র এক ষষ্ঠমাংশ।

দুই চাকার গাড়িটি চাঁদের মাটিতে কতটা দাগ কাটবে, তা-ও বিজ্ঞানীদের অন্যতম গবেষণার বিষয় হবে। জুলাই মাসে মানুষ আবার যখন চাঁদে যাবে, তখন চাঁদে ভ্রমণের জন্য একখানা 'জীপ' নিয়ে যাওয়া হবে। সেই 'জীপের' নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্ত হলেও 'রিকশ'-রিপোরট দেখে তার অদলবদল প্রয়োজন হতে পারে।

রিকশটি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার কোন পরিকল্পনা নেই, চাঁদের বুকে সেটা ফেলে আসা হবে। চাঁদের বুকে রিকশর চাকার দাগটি অনন্তকাল থাকবে, যেমন রয়েছে মানুষের প্রথম পায়ের ছাপ। চাঁদ কিছুই মুছে ফেলে না—আগামী সহস্র কোটি বছর ধরে সে পরম মমতায় সে চিহ্নটিও পালন করবে।

মরিসাস প্রধানমন্ত্রী কলকাতা হয়ে সড়ক পথে ঢাকা যাবেন

স্টাফ রিপোরটার

মরিসাসের প্রধান মন্ত্রী স্যার শিউসাগর রামগোলাম কলকাতা হয়ে সড়ক পথে ২ ফেবরুয়ারি ঢাকায় যাবেন। কলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশনার কলকাতা থেকে তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন। কোন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের এই পথে পাকিস্তানে যাওয়া এই প্রথম।

স্যার শিউসাগর ৩১ জানুয়ারি রাত্রে রেঙ্গুণ হয়ে কলকাতায় আসছেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে তিনি একদিন কলকাতায় থাকবেন।

নমপেন শহরে প্রবল যুদ্ধ

নমপেন, ৩০ জানুয়ারি—আজ বিকালে নমপেন শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রবল গুলিবর্ষণ চলছে। আক্রমণকারীরা মরটার ও রাইফেল নিয়ে কামবোডিয়ার রাজধানী আক্রমণ করে। —এ.পি

৭ ফেবরুয়ারি ইদুজ্জোহার জন্য রেশন বন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেস-নোটে জানান, রাজ্যের বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় রেশনের দোকানসমূহ আগামী ৭ ফেবরুয়ারি ঈদুজ্জোহার দরুন বন্ধ থাকবে। রেশন গ্রাহকরা সংশ্লিষ্ট সপ্তাহের অন্য দিন রেশন নিতে পারবেন।

সময়ের পরিবর্তন

আগামী ১৫ মারচ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় রেশনের দোকান অপরাহ্নে বিকাল ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। বর্তমান সময় ২॥টা থেকে ৫॥টা। প্রাতঃকালীন সময়ের কোন পরিবর্তন হবে না। সোমবার ১ ফেবরুয়ারি থেকে ওই পরিবর্তিত সময় কার্যকর হবে।

কেন্দ্রে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হবে

—আর হালদুলকর

স্টাফ রিপোরটার

সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক শ্রী আর কে হালদুলকর মনে করেন আগামী নির্বাচনের পর কেন্দ্রে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হবে—একা কোনও দলই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাবেন না।

শ্রীহালদুলকর শুক্রবার কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফরওয়ারড ব্লকের সর্বভারতীয় পারলামেনটারি বোরডের সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা করেন। **তাঁর দলের ধারণা, কেউ নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না পেলেও প্রধানমন্ত্রীর দল নব কংগ্রেস সবচেয়ে বড় পারটি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।**

ফরওয়ারড ব্লক গোটা দেশে মোট ৩২টি লোকসভা আসনে প্রার্থী দিচ্ছেন—১২টি পঃ বঙ্গে, ৭টি মহারাষ্ট্রে, ৪টি মধ্যপ্রদেশে, ৫টি বিহারে এবং ওড়িশা, আসাম, ত্রিপুরা ও তামিলনাড়ুতে একটি করে।

বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় ফরওয়ারড ব্লক মোট ৭৩টি আসনে প্রার্থী দেবেন, বলে স্থির করেছেন।

শ্রীহালদুলকর বলেন, দলের প্রার্থী সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তিনি আরও জানান ফরওয়ারড ব্লক বিভিন্ন বামপন্থী দলকে নিয়ে দুই কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে একটি তৃতীয় জোট গঠন করতে চান।

অধ্যাপকের দায়িত্ব কতখানি

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

গত ২৪-১-৭১ তারিখে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির দুদিনব্যাপী ৪৪তম সম্মেলনের উদ্বোধন করে ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু শিক্ষানুরাগ ও সেবার মনোবৃত্তি ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষকদের কাছে আবেদন জানান। অধ্যাপক সমাজের প্রবল শিক্ষানুরাগের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে নিম্নে বর্ণিত সংবাদে। 'নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা পরে সকাল সাড়ে দশটায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনের উপরতলায় যখন সম্মেলনের উদ্বোধন হয়, তখন বিরাট এই হলটিতে উপস্থিত ছিলেন সাকুল্যে ৩০ জন, শেষ যখন হয়, তখনও উপস্থিতি ৮০ পেরোয়নি। অথচ আগের দিন ওই হলেই কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন ষোলশর মত সদস্য।' (আনন্দবাজার ২৫-১-৭১)।

অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষায়তনের পবিত্রতা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। একদিকে নেপথ্যচারী আততায়ীরা আজ উপাচার্য, অধ্যাপক ও শিক্ষককে অপমানিত করেই ক্ষান্ত নয়, হত্যা করতেও পিছপা নয়। অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার অজুহাতে রাজশক্তি এক নৈরাজ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে চলেছে। এই উভয় সংকটের মধ্যে শিক্ষাজগৎ চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।'

অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতে, শিক্ষাজগতে এই চরম বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য দায়ী সরকার ও নেপথ্যচারী আততায়ীরা! অধ্যাপক সমাজ একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা। যেখানে কর্মকর্তা নির্বাচনে ষোলশজন অধ্যাপক অংশ গ্রহণ করেন, সেখানে শিক্ষা সমস্যা আলোচনায় মাত্র তিরিশজনের উপস্থিতি কি এই কথা প্রমাণ করে না যে, অধ্যাপক সমাজ এখন গদী দখলের লড়াইয়ে ব্যস্ত? শিক্ষাজগতে বিপর্যয় তাঁরাই ডেকে এনেছেন। অধ্যাপক সমাজের অধিকাংশই অধ্যাপনা একরকম বাদ দিয়ে সক্রিয় রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত। তাঁদেরই আদর্শের অনুসরণ করছে ছাত্র সমাজ। তাই চলছে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য। দোষটা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার আগে আজ জিজ্ঞাসা করলেই অধ্যাপক সমাজ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী অধ্যাপক সমাজ। সি পি এম, সি পি আইয়ের লড়াই করতেই তাঁদের সময় কেটে যায়, কারণ ওইটিই মূল কথা। অধ্যাপনা গৌণ। শিক্ষায়তনে শিক্ষার পাট তুলে দিয়ে তাঁরা এখন নির্বাচনী আসরে নেমে পড়েছেন। অস্থায়ী উপাচার্য মহাশয়ও উলুবনে মুক্তা ছড়িয়েছেন। তাঁর উপদেশামৃত শুনতে কেউ রাজী হবেন না। তবু তিরিশজন উপস্থিত হয়েছিলেন, এইটিই তাঁর সৌভাগ্য। —ফণিভূষণ দাস, মেদিনীপুর।

কপোতাক্ষ তীরে

আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৯-১-৭১) প্রকাশিত "কপোতাক্ষ তীরে মধুমেলা" রীতিমতো রোমাঞ্চকর। "বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করে বাংলার মাটিতে রোপণ করা হয়েছিল, সেই বীজ আমরা সমূলে উৎপাটিত করব—" ওপারের বাঙালীর শুধুমাত্র মুখের কথা নয়, ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে তাঁরা সাফল্যের দরজায় পৌঁছে গেছেন। রক্তমূল্যে তাঁরা বাংলা ভাষাকে সরকারি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বাঙালী জাতির মধ্যে নব-জাগৃতি এনেছেন।

এই সন্ধিক্ষণে এপার বাংলার একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ওপার বাংলার সাহিত্যিকদের জন্য 'জয় বাংলা পুরস্কার' ঘোষণা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বার্ষিক সাহিত্য পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এপার বাংলার সাহিত্যিকের পাশে এবারে ওপার বাংলার সাহিত্যিককে দেখতে পাবো ভেবে উল্লাসবোধ করছি। অনুরূপ আরও পুরস্কার ঘোষিত হবে এবং ওপার বাংলার গুণিসমাজ থেকেও এপারের সাহিত্যিকদেরও সাদর আহ্বান আসবে, এই প্রত্যাশা করি। —মঞ্জরী সেন, কলকাতা-১৯।

শিয়ালদহ এলাকা

দৈনিক ৪ লক্ষ যাত্রী শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু তাদের যে কি কষ্ট করে শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করতে হয়, তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন। একে ত আজকাল কোন ট্রেনই ঠিকমত ছাড়ে না ও ঠিকমত পৌঁছয় না। আর শিয়ালদহ স্টেশনের মুখে যে পাঁচটি গেট আছে, তার মুখে ফলের দোকান ও অন্যান্য দোকানের জন্য হাঁটাই মুসকিল হয় এবং এজন্য বহু লোক ট্রেন ধরতে পারেন না। আর বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিটের দুদিকে ফুটপাথে দোকান ও দুধারে গাড়ি, রিকসা, টেমপো ইত্যাদির পারকিং-এর জন্য লোকের পক্ষে অফিস যাতায়াতের সময় হাঁটাই কঠিন। এজন্য ট্রাম, বাসও ঠিকমত চলতে পারে না ও অফিস যাত্রীরা অফিসে 'লেট' হন। পুলিশও এ-সব ব্যাপারে নির্বিকার। যদি পুলিশ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীটে সকাল ৯টা থেকে ১১২টা এবং বিকালে ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত 'নো পারকিং' করে দেয়, তবে দৈনিক যাত্রীদের খুব সুবিধা হয়। তাহলে বাস, ট্রাম খুব তাড়াতাড়ি চলতে পারবে এবং যাঁরা হেঁটে অফিস যাতায়াত করেন, তাঁরাও ভালভাবে হাঁটতে পারবেন। আশা করি, পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন। —শিবপদ দত্ত, কলকাতা ১।

নকশালদের আড্ডায় হানা দিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি—আজ ভোরে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ফাঁসিদেওয়া থানার চৌপুকুরিয়া অঞ্চলে হানা দিয়ে বিহার রাজ্যের মাণ্ডরজানে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একটি রাইফেল সহ একটি বন্দুক ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। এ সম্পর্কে নকশালপন্থী অভিহিত ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে অভিযোগ করা হয়, ধৃত নকশালরা সকলেই অ্যাকশন কমিটির সদস্য। এ ছাড়া পুলিশ রক্তমাখা খাকি রঙের নকল পুলিশ পোষাক, মাওবাদী কাগজপত্র ও চারু মজুমদারের নির্দেশ সম্বলিত সারকুলার হস্তগত করে। ওই সারকুলারে "শ্রেণী শত্রু ও প্রতিক্রিয়াশীলদের" ওপরে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান হয়।

ওই পুলিশী অভিযানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বিহার রাজ্যের মাণ্ডরজানে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রাইফেল উদ্ধার। গত অকটোবর মাসে সশস্ত্র নকশাল গেরিলারা ওই স্থানে পুলিশের কাছ থেকে ৬টি রাইফেল ছিনিয়ে নিয়েছিল। ওই ৬টির মধ্যে একটি রাইফেল এখানে উদ্ধার করা হয়েছে।

ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি থানা এলাকায় অতি-সম্প্রতি যে তিনটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সে সম্পর্কে পুলিশ ধৃত ব্যক্তিদের খোঁজ করছিল। এদিন যেসব অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে তাকে পুলিশ "ক্ষুদে অস্ত্রাগার" বলে অভিহিত করে। প্রত্যেকটি অস্ত্রে প্রচুর রক্ত মাখা ছিল।

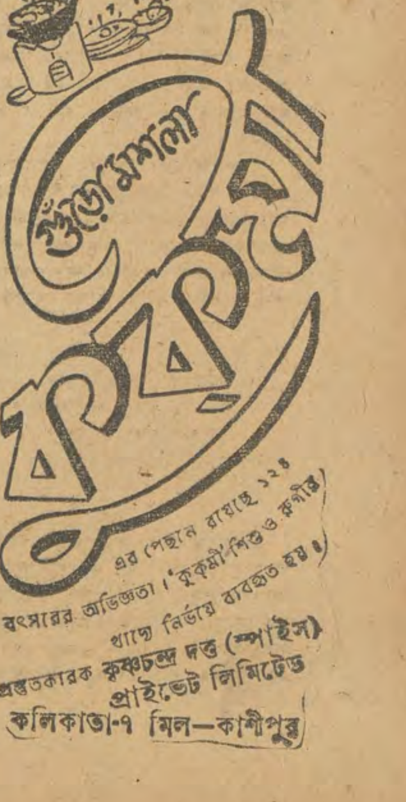

ভারতীয় বিমান ছিনতাই

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

তাঁদের। কোন পাকিস্তানী এর সংগে জড়িত নয়। পাক-সরকারও ফ্রন্ট-মুখপাত্রের মন্তব্যে কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

এই খবর পড়েই ভারতের বহির্বিষয়ক দফতরের সচিব (পূর্ব) শ্রী এস কে ব্যানার্জি পাকিস্তানের কাছে সমস্ত আরোহী, ডাক এবং মালপত্র সমেত বিমানটি ফেরৎ দেওয়ার অনুরোধ জানেন।

পাকিস্তান থেকে খবর আসে সন্ধ্যা ৬টায়। বলা হয়, বিমানের যাত্রী ও কর্মীরা সকলেই নিরাপদে আছেন। বিমানচালককে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বিমানটির পুনরায় ভারতে ফিরে আসতে দেরি হওয়ার কারণ, বিমান দস্যুদের কিছুতেই বিমান থেকে নামানো যাচ্ছিল না। সন্ধ্যা নাগাদ দস্যু দু'জন বিমান ত্যাগ করে। তারপর বিমানটি ভারতের পথে পাড়ি দেয়। বিমানটিকে জম্মুতে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্রথম দিকে। কিন্তু রাত্রে জম্মু বা শ্রীনগরে বিমান অবতরণের ব্যবস্থা না থাকায় বিমানটি অমৃতসরে, চণ্ডীগড়ে বা দিল্লিতে নামতে পারে।

আরোহীদের মধ্যে ছিলেন দু'জন মহিলা। একজন যাত্রী—নাম শ্রীমতী শীলা কল। অপরজন বিমান পরিচারিকা কুমারী কিরণ কোহলি। আর ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—শ্রীনগর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ নাজির আমেদ শাহ।

কখন ঘটল। দস্যু দুজন যখন তাদের পিসতল উঁচিয়ে ধরেছিল তখন বিমানটি জম্মুর উপরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারপরই বিমানচালক ক্যাপটেন কে কে কচরু পাকিস্তানের দিকে বিমানের মুখ ফেরাতে বাধ্য হন। ঘটনাটি ঘটে ভারতীয় সময় বেলা ১২টা ৩৫ মিনিটে।

মাত্র কয়েক মিনিট আগে তিনি জম্মু কনট্রোল টাওয়ারকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর বিমান মাটি ছুঁলো বলে। কনট্রোল টাওয়ারে তাঁর সর্বশেষ বার্তা অবশ্য বিমান ছিনতাইয়ের খবর। তারপর দেখা গেল বিমানটি জম্মু থেকে ৮২ মাইল দূরে লাহোরের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

বিমানটি ও লাহোর বিমানঘাটির মধ্যে যে বার্তা বিনিময় হয় তাও কনট্রোল টাওয়ার কর্তৃপক্ষ ধরে নেয়। কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানী জম্মু থেকে লাহোরের দূরত্ব ৮২ মাইল।

বিমানটি লাহোরে নামে ভারতীয় সময় বেলা ১টা ২৫ মিনিটে। বিমানকর্মীরা এবং দুজন বাদে অন্য সব যাত্রী লাহোরে নামেন এবং কাছেই একটি হসটেল-এ পুলিশ পাহারায় আশ্রয় নেন।

দস্যু দু'জন এই বলে হুমকি দিয়েছিল যে, তাঁদের নিরাপত্তার বিঘ্নিত হলে লাহোরে বিমানটিকে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

নির্বাচিত ছড়া

অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে ততই প্রচারের ধূম পড়ছে। নানারকম ছবি, নানারকম স্লোগান। অনেক জায়গায় আবার তিন চার লাইনের ছড়াও স্থান পাচ্ছে। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হল।

(১)

তিন কংগ্রেস ভাই ভাই
সোদর প্রতিম সি পি আই।

(২)

সত্যি সি পি এম তোমার কী
বিচিত্র মিতালি.
মাদ্রাজে স্বতন্ত্র সিনডিকেট
পাঞ্জাবে আকালী

(৩)

আন্দোলনের এমনি ধারা
আট পারটি জোট দিশাহারা

(৪)

টাটা বিড়লার সাথে
গোপন প্রেম,
শেম শেম,
সি পি এম।

আগেই সাবধান করা হয়েছিল

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

বিমান হাওয়াই-ছিনতাই হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাঁরা আরও বলেছিলেন যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অপহরণ করে প্রতিভূ হিসাবে আটক রাখার অপচেষ্টাও হতে পারে। আজকের ঘটনায় তাঁদের প্রথম আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, সাবধানবাণী পেলেও যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

'আল ফাতা' নামক সংস্থাটি পাকিস্তানী এজেন্টদের সহায়তায় জম্মু ও কাশ্মীরে অন্তর্ঘাতমূলক ও গুপ্তচরবৃত্তির কাজে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত। এরা জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী এবং অপরাপর মন্ত্রীদের খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

সম্প্রতি কাশ্মীর সরকার বেশ কয়েকজন অলফাতা কর্মীকে গ্রেফতার করেন।

এই সূত্রেই গত সপ্তাহে ভারত সরকার একজন পাক কূটনীতিককেও বহিষ্কার করে দেন। কারণ অলফাতা নেতাদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল।

যাত্রীদের মালপত্র পরীক্ষা। শ্রীনগর থেকে পি টি আই-এর খবর: বিকালের দিকে শ্রীনগর থেকে দিল্লিগামী যে বিমানটি ছাড়ে সেটির যাত্রীদের সমস্ত মালপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়। এজন্য বিমানটি ছাড়তে আধ ঘণ্টা দেরি হয়। বোঝা যাচ্ছে যে, সকালের বিমানটি হাওয়াই-ছিনতাই হওয়ার পর এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

যেখানে নব লড়বে না, আ.দি কংগ্রেস প্রার্থী দেবে

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

তাঁরা বিধানসভার ২৭০টি আসনে প্রার্থী দিতে পারেন, কিন্তু প্রার্থিসংখ্যা দু'শর বেশি তাঁরা করতে চাইছেন না।

কলকাতার অধিকাংশ আসনেই আদি কংগ্রেসের প্রার্থী থাকবে

আদি কংগ্রেসসূত্রে জানা যায়, কলকাতার বড়বাজার ও জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়া অন্য প্রায় সব আসনেই আদি কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ছাত্র পরিষদের সভাপতি শ্রীসুবীর চৌধুরী কবিতীর্থ এবং অন্যতম ছাত্রনেতা শ্রীঅশোক বাগচি ইনটালি কেন্দ্র থেকে আদি কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে দাঁড়াবেন।

রায়গনজ লোকসভা কেন্দ্রে আদি কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন শ্রীমোজাফফর হোসেন। এই কেন্দ্রে নব কংগ্রেস শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, ফরওয়ারড ব্লক শ্রীনির্মল বসু এবং সি পি এম শ্রীসুবোধ সেনকে মনোনয়ন দিয়েছেন। মসলিম লীগের একজন প্রার্থীও এখানে থাকতে পারে।

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীবীজেশচন্দ্র সেনকে আদি কংগ্রেসের মনোনয়ন দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে। রবিবার সকালে সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এখানে অন্যান্য প্রার্থী হচ্ছেন: মহম্মদ ইলিয়াস (সি পি আই), আমজাদ আলি (বাংলা কংগ্রেস), আবদুল্লাহ রসুল (সি পি এম)।

কোচবিহারের কয়েকজন নব কংগ্রেস নেতার আদি কংগ্রেসে যোগদান

রাজ্য বিধানসভার পূর্বতন সদস্য শ্রীপ্রসেনজিৎ বর্মণ প্রাক্তন এম-পি শ্রীপরেশ মণ্ডল এবং প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিংহ নব কংগ্রেস ছেড়ে আদি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

তাঁরা তিনজন রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতির কাছে যে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন, তাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি কমিউনিসটদের কবলে পড়ে গিয়েছেন এবং দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন।

প্রসেনজিৎবাবু কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র থেকে আদি কংগ্রেসের প্রার্থীও হচ্ছেন।

পালকিওয়ালা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না

বোমবাই, ৩০ জানুয়ারি—বিশিষ্ট আইনবিদ শ্রী এন এ পালকিওয়ালা আজ রাত্রে ঘোষণা করেন যে, বোমবাই দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচন প্রার্থী হবেন না।

শনিবার শহীদ দিবসে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে প্রণাম জানাচ্ছেন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর। —নিজস্ব চিত্র

শহীদ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

গান্ধীজীর প্রিয় সংগীত ও ভজন গান পরিবেশন করেন।

মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠান

এদিন মহাজাতি সদন অছি পরিষদ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ সাতজন বিপ্লবীর তৈলচিত্র স্থাপন করা হয়। এঁরা হলেন সর্বশ্রী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন বসু, নগেন্দ্রনাথ সেন, সাতকড়ি পতি রায় ও দেবেন দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও চিত্রগুলির আবরণ উন্মোচন করেন প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ।

সর্বশ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, হেমন্ত বসু, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, বারীন রায়, গোষ্ঠবিহারী পাল, জগদীশ চ্যাটারজি প্রমুখ জননেতা ও প্রবীণ বিপ্লবী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীসত্যেশ্বর মুখারজি।

দুপুরে আলিপুর ও প্রেসিডেনসী জেলের ফাঁসির মঞ্চে পুষ্পার্ঘ দান করা হয় এবং নেতাজী, শ্রীঅরবিন্দ, জওহরলাল ও গান্ধীজির কারাকক্ষ ও প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। প্রদেশ (নব) কংগ্রেসও ওই কক্ষে মালা দেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও এই উপলক্ষে একটি শহীদ বেদী তৈরি করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংহতি সমিতি, ছাত্র সংসদ উদ্যোক্তা ছিলেন।

পদযাত্রা শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান শনিবার শহীদ দিবসে কলকাতায় শান্তিপদযাত্রীরা এই গান গেয়ে চলতে চলতে পারক স্ট্রিটের মোড়ে গান্ধী-মূর্তির পাদদেশে পৌঁছে আনুষ্ঠানিকভাবে আপাতত চলা শেষ করলেন। এদিনই গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কলকাতায় 'স্কুল ফর রেভোলিউশনারী নন্-ভায়োলেনস' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১২ ডিসেমবর হুগলির ত্রিবেণী থেকে পদযাত্রা শুরু হয়েছিল, শনিবার নিয়ে পদযাত্রা চলল ৫০ দিন।

তারপর শহীদ মিনার ময়দানের সভায় বক্তৃতা দেন চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, আর আর দিবাকর, শ্রীশংকরপ্রাস মিত্র প্রমুখ।

রাজঘাটে শ্রদ্ধার্ঘ

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি—আজ শহীদ দিবসে সারা দেশে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। জনগণ শহীদদের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন এবং ২ মিনিট নীরবতা পালন করেন।

আজ আবার চাঁদে পাড়ি

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

সুযোগ আসবে ২৮ দিন পরে, ১ মারচ রাত্রি ১-৫৩মিঃ-এ। সেদিন আবার জানালাটি ৩ ঘণ্টা ৩৯মিঃ-র জন্য খুলবে।

সবকিছু ঠিকমত চললে ৫ ফেবরুয়ারী সকাল ৯-১৬মিঃ-এ তাঁরা চাঁদে পদার্পণ করবেন। ফিরে আসবেন ১০ ফেবরুয়ারি—অবতরণ স্থল প্রশান্ত মহাসাগর।

অভিযানের নেতৃত্ব করছেন এ্যালেন শেপারড।

যুবক হলে আমিও নকশাল হতাম

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

বাঙালী কর্মীর শারীরিক কারণে কতকগুলি কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী রাজ্যে শিল্পের প্রসার না ঘটলে অন্য রাজ্য থেকে কাজের খোঁজে লোক আসবেই। তবে এ জন্য যেমন কলকাতায়, তেমনি বিহার, ওড়িশায়ও শিল্পের প্রসার করতে হবে।

শ্রীবিড়লা শিল্প মালিকদের প্রতি বলেন, উৎপাদনে যুগোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তা না হলে আমরা অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়ব। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতের একমাত্র ইনজিনীয়ারিং শিল্পের বৈদেশিক বাজার রয়েছে। কেননা পাট শিল্পেরও দাবিদার জুটেছে এবং চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে দ্রুততালে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন চা অদূরভবিষ্যতে হয়ত বা দেশের অভ্যন্তরেই লেগে যাবে। অথচ একদিকে সরকার বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত ইনজিনীয়ারিং শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করছেন, অন্যদিকে তারা শ্রমিকদেরও সহযোগিতা পাচ্ছে না। অথচ সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত ইস্পাত প্রকল্পে প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং লোকজন থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছে না। রাঁচীর ভারী ইনজিনীয়ারিং কারখানা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নয়জন খুন

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

এ ছাড়া নন্দনপুর অঞ্চলে আর এক ব্যক্তি খুন হওয়ার সংবাদও তিনি দেন।

বেলেঘাটার ঘটনা

নারকেলডাঙ্গার ঘটনা সম্পর্কে কলকাতা পূর্বাঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার শ্রী এস ভট্টাচার্য জানান, নকশাল বলে অভিহিত কয়েকজন যুবক জোড়ামন্দিরে এ এস আই শ্রীনারায়ণ মুখারজিকে আক্রমণ করে। ওই সময় তিনি একটি খাটাল থেকে দুধ আনতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত হয়েও রক্তাপ্লুত শ্রীমুখারজি কোনরকমে কাছে একটি বাড়ির ভিতরে ঢোকেন। অশীতিপর বৃদ্ধ সহ বাড়ির বাসিন্দারা বাঁশ ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে আক্রমণকারীদের তাড়া করেন এবং তারা পালিয়ে যায়।

খড়দহ ও নোয়াপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান যে, শুক্রবার রাত্রে ও শনিবার ভোরে ব্যারাকপুর মহকুমায় খড়দহ এবং নোয়াপাড়া এলাকায় দুই ব্যক্তি আততায়ীর আক্রমণে নিহত হন। দুটি মৃতদেহেই বুলেটের জখম ছিল।

পুলিসসূত্রে বলা হয়, শুক্রবার রাত্র প্রায় সাড়ে নটার সময় খড়দহ থানা এলাকায় শ্রীসবোলি সাউ (৬০) নামে এক ব্যক্তি স্থানীয় বাজারের কাছে একটি পানের দোকান থেকে পান কিনে বাড়ি যাচ্ছিলেন। পানের দোকান থেকে তাঁর বাড়ির দূরত্ব ১০০ গজের মধ্যে। কয়েকজন লোক অতর্কিতে বন্দুক ও ছোরা নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা গুলি চালায় এবং দেহে ছোরার আঘাত করে।

শ্রী সাউকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় বলরাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

পুলিশের অনুমান, জমিজমা নিয়ে কলহকে কেন্দ্র করে ওই আক্রমণ চালান হয়। এ সম্পর্কে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার ভোরে নোয়াপাড়া থানার মানিকতলা এলাকায় সোদপুর ট্যাংকের কাছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহে বুলেটের জখম ছিল। পদস্থ পুলিশ অফিসাররা ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়, সোদনা ট্যাংকের কাছে যে বুলেটবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায় তার বয়স অনুমান ২৪; সুটপ্যানট পরা। পুলিশ এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ খবর পেয়ে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ কুকুর পিটারকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সে কোন হদিস দিতে পারেনি।

পুলিশ আরও জানায়, মৃতদেহের মুখ বিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। পাশে একটি ব্যবহৃত কারতুজ পাওয়া যায়। কোন স্থানীয় লোক মৃতদেহ সনাক্ত করতে পারেননি।

মৃতদেহ মরগে পাঠান হয়েছে।

দুর্গাপুরে জোতদার ছুরিকাহত

দুর্গাপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি জানান: জোতদার ও বাস মালিক শ্রীতারাপদ মুখারজি শুক্রবার বাজার করে বাড়ি ফেরার সময় কুলদিয়া গ্রামে ছুরিকাহত হন। সংকটজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

এখানে শিবপুর রোডে শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি লরির চালক ও পরিস্কারক বোমার ঘায়ে আহত হন। একদল দুর্বৃত্ত বোমা ফেলার পর লরিটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং দশ বস্তা ধান নিয়ে পালায়। লরিটি ধান নিয়ে চালকলে যাচ্ছিল। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

পুলিশের গাড়িতে বোমা—গুলি

শনিবার রাত পৌনে এগারটায় দমদমের কাছে পশ্চিম কমলপুরে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। তখন পুলিশের এ এস আই রিভলবার থেকে তিন রাউনড গুলি চালালে একজন গুলিতে আহত হয়। ওই দলের আর দুজনকে নিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশসূত্রে জানানো হয়, আক্রমণকারীরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, তারা সি পি এম সমর্থক। তাদের কাছ থেকে একটি পাইপগান, দুটি কারতুজ ও দুটি বোমা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

কর্মসূচি দেখিয়ে ভোট চাইছি

নব কংগ্রেসের নির্বাচনী সভায় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার বিকালে মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস (নব) কমিটির উদ্যোগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আয়োজিত এক নির্বাচনী সভায় সব রকম ভয়, ভীতি উপেক্ষা করে ভোট দিতে এগিয়ে আসবার জন্য প্রতিটি ভোটদাতার প্রতি আবেদন জানানো হয়। সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে সি পি এম ভোটদাতাদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দূরে রাখবার চেষ্টা করতে পারে বলেও বিভিন্ন বক্তা সভায় আশংকা প্রকাশ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় বলেন, কর্মসূচির ভিত্তিতেই আমরা জনগণের ভোট প্রার্থনা করছি।

শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা বলেন, কংগ্রেস ছাড়া আর কোন দলের এমন কোন সুকৃতি নেই, যা নিয়ে তাঁরা নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে দাঁড়াতে পারেন।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি বলেন, এই নির্বাচনের পর অনেক ছোট ছোট দলের অবলুপ্তি ঘটবে এবং সি পি এম-এরও অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য নকশালদের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

সভায় সর্বশ্রী সুব্রত মুখারজি এবং কৃষ্ণকুমার চাটারজিও বক্তৃতা দেন।

আট পারটি নেতারা আজ আবার মুসলিম লীগের সঙ্গে বসছেন

স্টাফ রিপোরটার

আজ রবিবার আবার ইনডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের সঙ্গে আট পারটির নেতারা নির্বাচনী সমঝোতার আলোচনায় বসছেন। দু পক্ষের নেতারাই আশা করেন, মোটামুটি একটা রফায় পৌঁছানো যাবে।

এদিকে, আট পারটি অর্থাৎ নব গঠিত ইউ এল ডি এফের শরিকদের মধ্যে এখনও যে প্রায় ২০টি বিধান সভা আসন নিয়ে বিরোধ আছে সেগুলির মীমাংসা করার চেষ্টাও চলছে। জোটের নেতারা আশা করেন, দু তিন দিনের মধ্যেই তাঁরা একটা সন্তোষজনক রফায় পৌঁছতে পারবেন। সম্ভবত সোমবার ইউ এল ডি এফ এই নিয়ে আলোচনায় বসবেন।

শনিবার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এক সাক্ষাৎকারে ইউ এন আইকে জানিয়েছেন যে তাঁর দলের সঙ্গে ইউ এল ডি এফের একটা নির্বাচনী সমঝোতা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তিনি বলেন, আদি, নব বা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের সমঝোতার কোনও সম্ভাবনা নেই।

যদি কোনও জোটের সঙ্গে মুসলিম লীগের সমঝোতা না হয় তাহলে তাঁরা ৬০টি বিধানসভা আসন এবং ৭টি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে চান।

ভুট্টো-মুজিবর মতৈক্য হল না

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

শ্রীভুট্টো বলেন যে, শ্রীরহমানের মনোভাব সম্পর্কে তাঁর দলের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাবেন।

শ্রীভুট্টোর মত যত শীঘ্র সম্ভব জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকা হোক। শ্রীরহমান বলেন যে, ১৫ ফেবরুয়ারি জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকার জন্য তিনি প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খানকে বলেছেন। —এ এফ পি

ভুট্টোর মতপার্থক্য স্বীকার

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি—পাকিস্তান পিপলস পারটির চেয়ারম্যান শ্রী জেড এ ভুট্টো আওয়ামি লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের কথা আজ স্বীকার করেন। শ্রী ভুট্টো বলেন—লীগের ছয় দফা কর্মসূচীর চারটি দফা সম্পর্কেই তিনি শ্রী রহমানের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। শেখ মুজিবর চান যে, ঐ ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে পাক সংবিধান রচিত হবে।

......ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী ভুট্টো জানান—আওয়ামি লীগ নেতার সাথে তাঁর তিন দিনের আলোচনা ব্যর্থ হয়নি, অথবা তাতে অচল অবস্থাও দেখা দেয় নি।

আওয়ামি লীগের ছয় দফা কর্মসূচীর মধ্যে ২টি বিষয়ে তিনি শ্রীরহমানের সঙ্গে মোটামুটি একমত হতে পেরেছেন। অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁকে পিপলস পারটির নেতাদের সাথে আলোচনা করতে হবে। —ইউ এন আই

এক কোটি টাকা খরচ হল না

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্যসরকার ১৯৬৯-৭০ সালে পরিবার পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ টাকার মধ্যে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করতে পারেননি। ওই বছরে পরিবার পরিকল্পনা বাবদ ২ কোটি ৮০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। শনিবার মহাকরণে স্বাস্থ্যদফতরের ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপালের অন্যতম উপদেষ্টা শ্রী এ এন কিদোয়াই সাংবাদিকদের নিকট ওই তথ্য জানান।

রাসবিহারীতে প্রার্থী শচীন সেন

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

ইউ এল এফ শ্রীসেনকে প্রার্থী মনোনীত করার পর শ্রীব্যানারজি এবার ওই কেন্দ্রে নির্বাচন প্রার্থী হবেন কি না, তা স্পষ্ট জানা যায়নি। গত বুধবার শ্রীব্যানারজি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি কোন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কোন দল প্রার্থী দিলে তিনি নির্বাচনে দাঁড়াতে চান না। কিন্তু শচীনবাবুর নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার খবর ঘোষণার পর তিনি আমাদের বলেন, দাঁড়াব কি না তা এখনও ঠিক করিনি। আগে দেখি কে কী করে এবং তারপর সেইমত ব্যবস্থা নেব।

ইউ এল এফ-এর আরো প্রার্থী: নাম বদল

শ্রীদাশগুপ্ত এদিন ঘাটাল বিধানসভা কেন্দ্রে শ্রীমতী নন্দরানী দল, আরশা কেন্দ্রে শ্রীদুর্গা মাঝি, ওঝালদা কেন্দ্রে শ্রীজনার্দন কুমারের নাম ঘোষণা করেন। এই তিনজনই সি পি এম দলের। এ ছাড়া তিনি নয়াগ্রাম ও কেতুগ্রাম কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করা হয়েছে বলে জানান। আগে নয়াগ্রামে প্রার্থী হিসাবে শ্রীবুদ্ধেশ্বর সিং এবং কেতুগ্রাম কেন্দ্রে শ্রীশ্যামাপদ সাহার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। এখন তাঁদের জায়গায় যথাক্রমে শ্রীভীমচরণ কিসকু ও শ্রীনিমাই মণ্ডলকে প্রার্থী করা হল। পাঁচকুড়া পূর্ব ও তমলুক কেন্দ্রে যথাক্রমে শ্রীগজেন শী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ভৌমিককে মনোনীত করা হয়েছে। শ্রীদাশগুপ্ত জানান, এই দু'জনই সি পি এম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

বিধানসভা ও লোকসভার বাকি আসনগুলিতে ইউ এল এফ-এর প্রার্থী তালিকা আজ রবিবার প্রকাশ করা হতে পারে। এদিন সকালে ইউ এল এফ-এর এক বৈঠকে সেই তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার কথা।

রাসবিহারী কেন্দ্রে নব-কংগ্রেস প্রার্থী

কলকাতার রাসবিহারী কেন্দ্রে নব-কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ছাত্রনেতা শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসু দাঁড়াবেন বলে যুব কংগ্রেসের (মহাজাতি) আহ্বায়ক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুনসী এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

কলকাতায় পি এস পি প্রার্থী

প্রজা সমাজতন্ত্রী দল (সর্বভারতীয়) কলকাতার রাসবিহারী কেন্দ্রে শ্রীপ্রদীপ বসু এবং বড়তলা কেন্দ্রে শ্রীমানিক মুখারজিকে মনোনয়ন দিয়েছেন।

হত্যা, হামলায় সি পি এমকে দমানো যাবে না

—জ্যোতি বসু

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার বিকালে বালি শান্তিরাম বিদ্যালয়ের মাঠে এক জনসভায় শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, সি পি এম কর্মীদের হত্যা বা দলের আয়োজিত সভা, মিছিল আক্রমণ করে এই দলের অগ্রগতি রোধ করা যাবে না।

নকশালদের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, এরা মুখে বিপ্লবের বুলি আওড়ায়, কিন্তু এদের প্রতিটি কাজকর্ম-ই বিপ্লববিরোধী। পুলিশ, কংগ্রেস এবং দক্ষিণপন্থী কমুনিসটরা এদের পিছনে শক্তি যোগায় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটের প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেবার আবেদন জানিয়ে শ্রীবসু বলেন, ক্ষমতা হাতে পেলে আমরা অল্প দিনের মধ্যেই সবরকম গুণ্ডামি বন্ধ করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনব।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপতিতপাবন পাঠক।

সভাস্থলে আসার পথে শ্রীবসু বেলুড়ে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত অধ্যাপক এস সি চক্রবর্তীর স্মৃতিবেদীতে মাল্য দান করেন।

শ্রীবসু এদিন বালি অম্বিকা জুটমিল ময়দানে আয়োজিত আর একটি সভায়ও বক্তৃতা দেন।

নিজের রাইফেলের গুলি ছুটে সুবেদার নিহত

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা সশস্ত্র পুলিশের তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানের সুবেদার শ্রীদাশির খান তার নিজের রাইফেলের গুলিতে নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাত্রে—কাদাপাড়া অঞ্চলে। শনিবার ভোরের দিকে হাসপাতালে তিনি মারা যান।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়—আকস্মিকভাবে ওই গুলি ছুটে যায় এবং শ্রীখাঁর উরুতে বিদ্ধ হয়। এই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তির্যক

লটারী জগতে বলার মত রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন
ভারতের সেই অদ্বিতীয় লটারী পরিবেশক

এস., পাল

নীচের তালিকায় দেখুন মাত্র ক'দিনের মধ্যে কতগুলো বড় পুরস্কার উঠেছে এস, পাল কর্তৃক বিলিকৃত টিকিটে

লটারীর নাম	খেলার তারিখ	পুরস্কার	পুরস্কারের পরিমাণ	টিকিট নম্বর
১। রাজস্থান ...	১-১-৭১	চতুর্থ	দশ হাজার টাকা	G—837799
২। জম্মু ও কাশ্মীর ...	৭-১-৭১	প্রথম	এক লাখ টাকা	J—247650
৩। পাঞ্জাব ...	৮-১-৭১	দ্বিতীয়	পঁচিশ হাজার টাকা	E—080923
৪। হরিয়ানা ...	১১-১-৭১	প্রথম	দশ লাখ টাকা	B—0623368
৫। হরিয়ানা ...	১১-১-৭১	তৃতীয়	পঁচিশ হাজার টাকা	A—0626822
৬। হরিয়ানা ...	১১-১-৭১	চতুর্থ	পাঁচ হাজার টাকা	C—0314189
৭। হরিয়ানা ...	১১-১-৭১	চতুর্থ	পাঁচ হাজার টাকা	D—0312739
৮। হরিয়ানা ...	১১-১-৭১	চতুর্থ	পাঁচ হাজার টাকা	D—0596572
৯। হরিয়ানা ...	১১-১-৭১	চতুর্থ	পাঁচ হাজার টাকা	E—0407254
১০। আসাম ...	১১-১-৭১	প্রথম	এক লাখ টাকা	M—092150
১১। আসাম ...	১১-১-৭১	তৃতীয়	দশ হাজার টাকা	S—310746
১২। আসাম ...	১১-১-৭১	চতুর্থ	পাঁচ হাজার টাকা	M—332876
১৩। আসাম ...	১১-১-৭১	চতুর্থ	পাঁচ হাজার টাকা	M—103731
১৪। মধ্যপ্রদেশ ...	২৪-১-৭১	প্রথম	এক লাখ টাকা	M—0143846

তাই আজ লটারী টিকিটের এত বিক্রয়কেন্দ্র থাকতেও সবাই খোঁজেন——

ফোন: ৩৫-৮৩০০

এস, পাল

১৩।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

এ ছাড়াও আমাদের টিকিট পাওয়া যায়:

১। মেসার্স এস, পাল, ৭৯/৩/৫, বিধান সরণী, হাতীবাগান, কলিকাতা—৬
২। মেসার্স এস, পাল, ৭৯/২, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা—২০
৩। মেসার্স এস, পাল, ১৯৫/২, রাসবিহারী এভেনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা—১৯
৪। মেসার্স এস, পাল, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ

আপনিও আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করুন নীচের লটারীগুলিতে:

লটারীর নাম	খেলার তারিখ	১ম পুরস্কার	একত্রে ৫০ টিকিট	একত্রে ১০০ টিকিট
১। রেনজার্স	৩-২-৭১	——		
২। পশ্চিমবঙ্গ	৬-২-৭১	৩,০০,০০০,	৩৮,	৭৬,
৩। দিল্লী	৬-২-৭১	২,৫০,০০০,	৩৪,	৬৮,
৪। মহীশূর	৬-২-৭১	২,৫০,০০০,	৪৪,	৮৭,
৫। তামিলনাড়ু	৮-২-৭১	১০,০০,০০০,	৯২,	১৯০,
৬। মধ্যপ্রদেশ	৮-২-৭১	১,০০,০০০,	৩৬,	৭২,
৭। রাজস্থান	১০-২-৭১	২,৫০,০০০,	৩৮,	৭৫,
৮। আসাম	১১-২-৭১	১,০০,০০০, (২)	৩৬,	৭১,
৯। পাঞ্জাব	১৩-২-৭১	১১,০০,০০০,	৩৬,	৭০,
১০। অন্ধ্রপ্রদেশ	১৫-২-৭১	২,৫০,০০০,	৩৫,	৭০,
১১। হরিয়ানা	২০-২-৭১	৩,০০,০০০,	৩৭,	৭৪,
১২। বিহার	২৮-২-৭১	২,০০,০০০,	৪০,	৭৯,
১৩। উত্তরপ্রদেশ	৮-৩-৭১	৮,০০,০০০,	৩৮,	৭৬,
১৪। রেড ক্রশ (দিল্লী) ...	১৭-৩-৭১	৫,০০,০০০,	৩৬,	৭২,
১৫। ডি বি	১৪-৫-৭১	১,৫০,০০০,	২৫,	৫০,

প্রতি টিকিট—১, টাকা। তামিলনাড়ু—২, টাকা
টিকিটের সরবরাহ মজুদ সাপেক্ষ

ডাকযোগে টিকিট পেতে হলে টিকিটের প্রকৃত মূল্য এবং তৎসহ অতিরিক্ত ১.১৫ পয়সা রেজিস্ট্রী খরচ বাবদ পাঠাতে হবে। পাইকারী হারে টিকিট নিলে প্রথম ১০০ পর্যন্ত টিকিটের জন্য অতিরিক্ত ২, টাকা এবং পরবর্তী ১০০ বা তদংশ টিকিটের জন্য শতকরা ১, টাকা হিসাবে অতিরিক্ত পাঠাতে হবে। ডাকযোগে টিকিটের টাকা I. P. O., M. O. অথবা Bank Draft যোগে একমাত্র মুখ্য অফিস এস পাল, ১৩/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

জনগণনা-১৯৭১

পশ্চিমবঙ্গে লোক গণনার কাজ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ থেকে শুরু হবে।

গণনাকারী ঐ তারিখের পর আপনার বাড়ীতে আপনার সাথে দেখা করবেন ও বাড়ীর প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত খবরগুলি সংগ্রহ করবেন।

- নাম।
- পরিবারের কর্তার সহিত সম্পর্ক।
- বয়স, বিবাহিত কিনা।
- জন্মস্থান; পূর্ববাসস্থান; বর্তমান বাসস্থানে বাসের মেয়াদ।
- ধর্ম; মাতৃভাষা; অপর ভাষা; তপশীলী জাতি বা উপজাতি কিনা (হইলে জাতি / উপজাতির নাম)।
- সাক্ষরতা; শিক্ষার মান।
- মুখ্য কাজ ও গৌণ কাজ (যদি কিছু থাকে)।
- বিবাহিতা মহিলা হইলে তাঁহার বিবাহের সময় বয়স ও গত এক বৎসরে কোন সন্তানাদি হইয়াছে কিনা?

সেন্সাস এ্যাক্টের বলে আপনার দেওয়া সমস্ত খবর গোপন রাখা হবে। এই কাজের সংগে জড়িত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহাকেও ঐ খবর দেখান নিষিদ্ধ। সেন্সাস এ্যাক্টের ১৫নং ধারা অনুসারে ঐ সমস্ত খবর আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবেও দাখিল করা যাবে না। কাজেই নির্ভয়ে গণনাকারীকে সঠিক উত্তর দিন। ইচ্ছা করে ভুল তথ্য দিলে উত্তরদাতা সেন্সাস এ্যাক্টের ১২নং ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হতে পারেন।

১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিলের সূর্যোদয়ে ভারতীয় জনগণনার নির্দিষ্ট ক্ষণ স্থির করা হয়েছে। কাজেই ১লা এপ্রিল, ১৯৭১-এ পশ্চিমবংগে ঠিক লোকসংখ্যা কত জানার জন্য গণনাকারী আবার ১লা থেকে ৩রা এপ্রিলের মধ্যে প্রতি বাড়ীতে যাবেন ও পূর্বগণনার পর জন্ম-মৃত্যুর হিসাব নেবেন।

গণনাকারীকে সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে সাহায্য করুন। এটা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

প্রতি গণনাকারীর কাছে তার পরিচিতিপত্র থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণনা অধীক্ষক।

অন্যান্য চিত্রগৃহে

সুরশ্রী ৩৩-৩৪৩৬ ১২, ৩, ৬
পয়গম্

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২, ৩, ৬
জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার

রূপায়ন সিনেমা ৪৩-২৭৩৬ ২, ৫, ৮টা
এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ১, ৪, ৭টায়
মন নিয়ে

রমা বিরাটি ১২৮, ৩৮, ৬৮
জোহর মেহ্‌মুদ ইন্ হংকং

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১॥, ৪॥, ৭॥
এখানে পিঞ্জর (২য় সপ্তাহ)

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাগুইহাটি ১, ৪, ৭টায়
জোহর মেহ্‌মুদ ইন্ হংকং

রূপম ফোন : ৩৪-৪৩৯৭ ১, ৪ ও ৭টায়
জিনে কী রাহ

বিনোদিনী বাগুইআটি ১, ৪, ৭টা
নিশান (নতুন প্রিন্ট)

পূর্বাশা ৪৬-২৩০২ ১, ৪॥, ৭॥
গীত

রাধাশ্রী (বাগুইআটি) দমদম ৫৭-৩৩০৫ ১॥, ৪॥, ৭॥টা
শাওন ভাদো

জেম আগামী কাল বেলা ১১॥টায় দেবআনন্দ, নূতন, শোভা খোটে
পেয়িং গেস্ট

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২ ১২, ৩, ৬টা
অপরিচিত (উত্তম, অপর্ণা, সৌমিত্র)

অলকা ৬৭-২০২৭ ১, ৪॥, ৭॥
জনী মেরা নাম ৪র্থ সপ্তাহ

নারায়ণী তাপসনগর ৫৬-৩৩৩৮ ১॥, ৪॥, ৭॥টা
শাওন ভাদো

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৪১৯ ১, ৪, ৬॥টা
জোহর মেহ্‌মুদ ইন্ হংকং

সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের পথে!
৪৫শ সপ্তাহ!
উত্তম - পার্বতী অভিনীত
নিশিপদ্ম
(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
শ্রী ● প্রাচী ● ইন্দিরা
১২, ৩, ৬ ২, ৫, ৮ ৩, ৬, ৯
ও অন্যত্র চলিতেছে

৯ম আনন্দমুখর সপ্তাহ!
জীবন ও যৌবনের স্বপ্নে রঙীন
শশী কাপুর, হেমা মালিনী অভিনীত
সুবোধ মুখার্জীর **অভিনেত্রী**
ইস্টম্যানকলার
সঙ্গীত : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
প্যারাডাইস প্রত্যহ ২॥, ৫৮, ৯
গোধূলি (আসানসোল) ● রূপক (পাটনা)
রবিবার সঃ ১০॥ প্যারাডাইসে
মন ইয়াদ কিসিকী আতি হ্যায়

৬১তম সপ্তাহ জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে
তপন সিংহের **সাগিনা মাহাতো**
দিলীপ-সায়রা-অনিল
রিগ্যাল প্রত্যহ : ৩ ও ৬টায় ছায়াবীথি (উল্টোডাঙ্গা)
রিগ্যালে প্রত্যহ বেলা ১১॥ ও রাত্রি ৮৮ : 'লেবদান'

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
আজঃ ২॥ ও ৬ টায়
বৃহঃ ও শনি : ৬টায়
মনোজ মিত্রের **বাবাবদল**
শ্রেঃ জহর রায়, হরিধন, অজিত, মৃণাল, অমরনাথ, মিন্টু, তুষার, মানস, বাসু, রত্না, মমতা, ইন্দিরা, সাধনা ও সরযূ দেবী

ষ্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
— **শর্মিলা** —
আজ : [শ্রীপঞ্চমী] : ২॥টায় * বৃহ : ৬টায়
[৫৪৭ ও ৫৪৮ অভিনয়]

বিশ্বরূপা —ফোন— ৫৫-৩২৬২
আজ ২॥ ও ৬টায়, বৃহ ৬, শনি ২॥, ৬
বেগম মেরী বিশ্বাস কাহিনী : বিমল মিত্র
নাট্যরূপ ও নির্দেশনা : রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে : রুমা, সাবিত্রী, শুভা, কণিকা, তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ

মুক্ত অঙ্গন **শৌভনিক**
৪৬-৫২৭৭ সন্ধ্যা ৬/৩০টা
আজ ও আগামী শনি ও রবিবার
হুজ এ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ অনুপ্রাণিত
মলাটের রঙ মুহূর্ত
[প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের জন্য]
নাটক ও সঙ্গীত—পার্থপ্রতিম চৌধুরী
আলো—স্বরূপ মুখোপাধ্যায়

রঙ্গনা বিধরপোর রাস্তার, সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় তিনটি একাঙ্ক
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত
পূর্বরাগ। আলোর বাইরে। নীলিমা
বিঃ দ্রঃ বোম্বাই দিল্লী ও জামশেদপুরে অভিনয়ের জন্য ৪ঠার পর রঙ্গনায় ফেব্রুয়ারীতে নান্দীকারের অভিনয় বন্ধ থাকবে।

হাউস ফুল! হাউস ফুল!
সর্বত্রই! কোথাও টিকেট নেই!

সোসাইটি - প্রিয়া
(১২, ২॥, ৫৮, ৮৪) (১১॥ ২॥, ৫॥, ৮॥)
গ্রেস এ্যণ্টালি
(১১৮ ২॥ ৫॥, ৮॥) (১২, ২ ৫, ৮)
ছায়া কালিকা লিবার্টী
(২, ৫, ৮) (২, ৫॥ ৮॥) (১২, ৩, ৬)
তসবীরমহল নারায়ণী - ন্যাশনাল
(১০॥ ২১, ৫॥, ৮॥)
পারিজাত - রাধাশ্রী - পিয়ালী
(২১, ৫॥, ৮৮) (২॥, ৪॥, ৭॥) (১, ৪, ৭)
শৈলশ্রী - লীলা - লক্ষ্মী - রূপশ্রী
(২॥ ৫॥, ৮॥) (১॥, ৪॥, ৭॥)
জয়ন্তী - দীপক - মানসী
(১৮, ৪৮, ৭৮) (১, ৪, ৭) (১॥, ৪॥, ৭॥)
চিত্রা - রূপমহল - চিত্রবাণী

জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী
১০ম সপ্তাহ!
রামানন্দ সাগরের **গীত**
ইস্টম্যানকলার
সঙ্গীত: কল্যাণজী আনন্দজী
॥ প্রত্যহ : ২, ৫॥ ৮৮টা ॥
হিন্দ : পূর্বাশা
মোহন (বহরমপুর ১০ম) - অশোক (পাটনা ৯ম) - সুরশ্রী (বর্ধমান, ৫ম) - বিজয় (শিলং ৪র্থ) - মুক্তি (কামারহাটি ৩য়) - বসন্ত (কাটিহার, ২য়) - প্রামাণিক (রাণাঘাট ২য়) চিত্রালী (অশোকনগর, ২য়) - ছায়াবাণী (রাজপুর ২য়) - গোপীনাথ (শিলচর ২য়) ভারতী (চাকদহ) - বিধান (শ্যামনগর) গণেশ টকিজ (জঙ্গীপুর)

শেষ ৪ দিন!
সত্যজিৎ রায়ের **প্রতিদ্বন্দ্বী**
(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
প্রত্যহ ৩, ৬, ৮-৪৫
মিনার-বিজলী-ছবিঘর
ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় উইমেনস কালচারাল এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিকী নিবেদন—
রবীন্দ্র সদনে
মঞ্চ ও পর্দার আকর্ষণীয় শিল্পী সমন্বয়ে মহিলা শিল্পী মহলের জনপ্রিয় নাটক
'আলিবাবা'
হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে
মূল্য—২৫, ১৫, ১০, ৫, ৩, ২
(সি ৬৯৬৪)

অঙ্গার
আজ ৩টায়
বৃহস্পতি ও শনি ৬॥টায়
মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮১

আগামী রবিবার ৬টা
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
শতাব্দীর হাসির নাটক
বসন্তপুরের রূপকথা
রচনা ও নির্দেশনা : বাদল সরকার
টিকিট : অভিনয়ের দিন সকাল থেকে হলে

প্রাক বসন্তে এইচ এম ভি রেকর্ডে পছন্দ মত দুখানা গান গেয়েছেন
শ্রীমতী মীরা সমাদ্দার
ক খ গ—মন এক রঙিন ফুল
(৪৫ এন—৮৩৪০১)
(সি ৭০৯৪)

চলছে!
রাষ্ট্রপতি দ্বারা পুরস্কৃত মনোজকুমারের
উপকার
জেম এ প্রত্যহ ২-১৫, ৫-৩০, ৮-৪৫

চতুর্থ সপ্তাহ
কখনও হয়নি......এত ভীড়! এ যে অভাবনীয় ব্যাপার!
দেব আনন্দ - হেমা মালিনী - প্রাণ অভিনীত
জনী মেরা নাম
ইস্টম্যানকালার
জ্যোতি - মুনলাইট - বসুশ্রী
২, ৫॥ ৮॥ ২, ৫॥ ৮৮ ২, ৫॥ ৮৮
বীণা - পূর্ণশ্রী - পার্কশো
১॥ ৫ ৮॥ ২ ৫॥ ৮॥ ২॥, ৫৮ ৯
প্যারামাউণ্ট - ভবানী - পুষ্পশ্রী
২, ৫॥, ৮৮ ২, ৫॥, ৮॥ ১২ ৩॥ ৬॥
মৃণালিনী - রিজেন্ট - অলকা
১ ৪॥ ৭॥ ২॥ ৫॥, ৮॥ ১ ৪॥, ৭॥
শ্রীকৃষ্ণ (বালী) ১, ৪, ৭ - দীপ-সন - শান্তি
নিশাত - বিচা - সন্ধ্যা - রঞ্জনী - রামকৃষ্ণ
স্বপ্না - বর্ধমান সিনেমা - রূপকথা (মালদহ)
রূপালী (চুঁচুড়া) - নিউ সিনেমা আসানসোল)
গ্রাণ্ড - ঝঙ্কার - উর্বশী
(কটক) (শিলিগুড়ি) (গৌহাটী)
আজ সকাল ১০॥টায় জ্যোতি, মুনলাইট ও বসুশ্রীতে অতিরিক্ত শো।

৫ম সপ্তাহ, রাজকাপুরের
মেরা নাম জোকার
(টেকনিকলার)
মেট্রো — লোটাস
(১ এবং ৬টা) (১ এবং ৫-৩০টা)
মেনকা — দর্পণা
(১-৩০ এবং ৬টা) (১-৩০ এবং ৬টা)
বঙ্গবাসী — চম্পা — সুরম (কটক)
উৎকল (বহরমপুর)

প্রত্যহ ২॥, ৫॥, ৮॥
গণেশ
মর্মস্পর্শী পারিবারিক কাহিনী
রাজকুমার, নূতন, যমুনা অভিনীত
রিশ্তে-নাতে
(অনাকোরা নতুন প্রিন্ট)
সঙ্গীত : মদনমোহন

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত
রূপজী
প্রাক রজত জয়ন্তী সপ্তাহ
রাধা - পূর্ণ - পূরবী
(২॥ ৫৮ ৮॥) (২॥ ৫৮ ৮৮) (২॥, ৫৮, ৮৮)
গৌরী (৩য়) ॥ পরী (২য়) ॥ অশোক (২য়)
বারুইপুর শো হাউস (২য়) ॥ রূপশ্রী
(জলপাইগুড়ি-২য়) ॥ গ্রাণ্ড (কটক-২য়)
৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে :
বনশ্রী (বনগাঁ) ॥ প্রামাণিক (রাণাঘাট)
কল্পনা (বহরমপুর) ॥ নিউ সিনেমা
(ব্যারাকপুর) ॥ মায়া (আলিপুরদুয়ার)
বিঃ দ্রঃ—পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী—পূরবীতে শেষ সপ্তাহ।

একতারা প্রযোজিত
বিচিত্রানুষ্ঠান
মহাজাতি সদন
১৪ ফেব্রুয়ারী বিকাল ৪টায়
অংশগ্রহণে : মান্না দে, আরতি মুখার্জি, রবি ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (গিটার)
এবং
কীর্তনাঙ্গ নৃত্যনাট্য "খণ্ডিতা"
টিকিট : ১০, ৭, ৫, ৩, ২ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : (১) জনকল্যাণ মেডিকেল স্টোর্স, ২ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৭, (২) শিল্প-ভারতী, বিধান সরণী, (মিত্রা সিনেমার সামনে), (৩) একতারা, ৯ মদন ঘোষ লেন, কলি-৬।
৭ ফেব্রুয়ারী থেকে মহাজাতি সদনে।
(সি ৭৩৯০)

শ্রী (লোগো) আগামী ৩।২।৭১ মুক্ত অঙ্গনে সন্ধ্যা ৬॥
আদাব/বিরহী বান্দীপাড়া দিয়ে
হলে টিকিট
(সি ৭৩৯২)

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম
আজ : নতুন সূচী
হিন্দি : বেলা ১০টা, ১২-৩০টা, ২টা ও রাত্রি ৮টা
বাংলা : বেলা ১১টা ও বিকাল ৫টা
ইংরেজি : বেলা ৩-৩০টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

মুক্ত-অঙ্গনে থিয়েটার ওঅর্কশপ
রাজরক্ত
৪ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যে ৭টা ॥ হলে টিকিট
২৮ ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টা রঙ্গনায়

গুরু দত্ত ফিল্মের
উমঙ্গ
প্রত্যহ ৩, ৬ ও ৯টা
৬ষ্ঠ সপ্তাহ রক্সি

পেট ভরে যারা খেতে পায় না—দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে যাদের মা-বোনের ইজ্জৎ নষ্ট হয়—তাদের আর যাই হোক ভদ্রভাবে জীবন-যাপনের স্বপ্ন—স্বপ্নই!

প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টায়
রূপবাণী • ভারতী • অরুণা
পদ্মশ্রী (২, ৫, ৮) ॥ সুচিত্রা ॥ যোগমায়া
মায়া ॥ নিউ তরুণ ॥ নেত্র ॥ কৈরী
শ্রীরামপুর টকীজ ॥ নৈহাটি সিনেমা
শ্রীমা ॥ মহুয়া ॥ মেঘদূত (শিলিগুড়ি)

অচিন্ত্যমোহন হোমিওপ্যাথিক দাতব্য হাসপাতালের সাহায্যার্থে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিবেদিত
বিচিত্রানুষ্ঠান
স্থান : কলামন্দির
১৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায়
মান্না দে আরতি মুখার্জি
জহর রায় ভি, বালসারা
এবং হেমন্ত মুখার্জি
অমল মুখার্জী - সুমিত্রা মুখার্জী
নীলিমা ব্যানার্জী
অনুষ্ঠান পরিচালনা :
অজিত চ্যাটার্জি
টিকিটের হার : ২০, ১৫, ১০, ৫
প্রাপ্তিস্থান : বসুশ্রী সিনেমা, মেলডী, ৮২এ, রাসবিহারী এভিনিউ, স্টাইলো, ২০৪।৮, রাসবিহারী এভিনিউ, জে এন ঘোষ, ১৪৩।২, ধর্মতলা স্ট্রীট।
(সি ৭৪১৯)

যাত্রার ইতিহাসে এই প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সোভিয়েত রাশিয়ায় যাত্রার আমন্ত্রণ।
ভারতের সবারই মুখে একটি নাম
তরুণ অপেরা
৫৫-৭১২১
সফর সূচী :
১৭।১৮ই মাঘ—বরপেটা রোড, ১৯।২০শে—গোয়ালপাড়া, ২২শে—কোচবিহার, ২২।২৩।২৪শে মাঘ—শিলিগুড়ি। চৈত্র মাসের বায়নার জন্য যোগাযোগ করুন।

সি এল টি
আজ ৪টে
অবনমহলে
আলাদীন॥
ফোন : ৪৬-১২০০

দি লাইটহাউস — প্রত্যহ ৩, ৬টা ও রাত ৮-৪৫ মিঃ — অদ্য সকাল ১০-৩০টায়
দ্বিতীয় উত্তেজক সপ্তাহ! (এ)
রোমাঞ্চকর পরিবেশ, বলিষ্ঠ, উত্তেজনামূলক। 'ফাইট'...অভিনয়, উত্তেজনা ও রোমান্সে অদ্বিতীয়! গাইমস'
"JOHNNY BANCO 70"
"জনি ব্যাঙ্কো" (রঙীন)
(Eastman Color)
* হরস্ট বুখহোলজ * সিলভা কোসিনা *

আলেয়া ৪৬-১৪৭৫ অদ্য ২, ৫ ও ৮
মন নিয়ে

অভিনেতৃ সংঘ প্রযোজিত নতুন নাটক ধরমবীর ভারতী রচিত **অন্ধযুগ**
: ২য় অভিনয় :
হিন্দি থেকে অনুবাদ : প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘটনাকাল : কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের শেষ দিনের সন্ধ্যা থেকে প্রভাসতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু পর্যন্ত।
প্রবেশ অনুসারে অংশগ্রহণকারী :
ব্রজসুন্দর দাস, অশোক মিত্র, লোকনাথ চন্দ্র, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, রমেশ মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, জগৎ মিত্র, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার দাস, শোভন লাহিড়ী।
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
রঙ্গনায়
৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যা ৬টায়
প্রবেশপত্র : ৭, ৫, ৪, ৩, ২, ও ১, টাকা
৩রা ফেব্রুয়ারী বুধবার থেকে হলে টিকিট পাওয়া যাবে

প্রাণখোলা, অবাধ, মৃতসঞ্জীবনী হাসি!!

ওরিয়েন্ট ॥ ম্যাজেষ্টিক ॥ নাজ ॥ উত্তরা ॥ উজ্জ্বলা
২, ৫, ৮ ৩, ৬, ৯ ৩, ৬, ৯ ২৮, ৫৮, ৮॥ ৩, ৬, ৯
* অতিরিক্ত শো : উত্তরা • উজ্জ্বলা • প্রত্যহ বেলা ১২টায়
ম্যাজেষ্টিক • আজ সকাল ১০টায়
পিকাডিলি ॥ পার্বতী (১, ৪, ৬॥) ॥ এলোরা (১, ৪, ৭) ॥ চিত্রপুরী ॥ কমল
ইন্দ্রমনু ॥ জয়া (১, ৪, ৭) ॥ রমা (১২-৪৫, ৩-৪৫, ৬-৪৫) ॥ প্রফুল্ল ॥ রাজকৃষ্ণ
আনন্দম ॥ শ্রীরূপা ॥ চন্দ্রিমা ॥ তটিনী ॥ চিত্রালয় ॥ ভবানী (কোচবিহার)

৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে নিয়মিত অভিনয়
এন্যাক্ট এণ্টারপ্রাইজ প্রযোজিত—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত
অমাবস্যার গান
নাটক : বিধায়ক ভট্টাচার্য ॥ আলো : তাপস সেন ॥ মঞ্চ : সুরেশ দত্ত
সুর : অনিল বাগচি ॥ শব্দ : প্যারেলাল ॥ প্রযোজনা : কেতকী দত্ত
শ্রেঃ—দিলীপ রায়, কালী চক্রবর্তী তরুণ মিত্র, দুর্গাদাস ব্যানার্জী কবিতা রায়, ছন্দা দেবী ও কেতকী দত্ত এবং
বাংলা মঞ্চের গায়ক-অভিনেতার তালিকায় নবতম সংযোজন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাজাতি সদন ফোন : ৩৪-৬৬৬৫ হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

সানন্দ ঘোষণা! ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রদর্শনীর মেয়াদ বৃদ্ধি!!
রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া নিবেদিত
উদয়শংকরের
শঙ্করস্কোপ
স্থান : একাডেমী অফ ফাইন আর্টস
প্রত্যহ : ২ বার প্রদর্শনী : ৩টা ও ৬টায়
প্রদর্শনীর পরিবর্তিত সময় লক্ষ্য করুন
শনি : ৬ই ফেব্রুঃ প্রাতঃকালীন প্রদর্শনী (মাত্র একবার)
সকাল ১০-৩০টায় (ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)
রবি : ৭ই ফেব্রুঃ ২ বার প্রদর্শনী : ৩টা ও ৬টায়
সোম : ৮ই ফেব্রুঃ ২ বার প্রদর্শনী : ৩টা ও ৬টায়
মঙ্গল : ৯ই ফেব্রুঃ প্রাতঃকালীন প্রদর্শনী (মাত্র একবার)
সকাল : ১০-৩০টায় (ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)
- ৬ই ফেব্রুয়ারী ও তার পরের দিনগুলির টিকিট ২ দিন আগে অগ্রিম দেওয়া হইবে।
- প্রাতঃকালীন প্রদর্শনীর জন্য স্কুল/কলেজের ছাত্রদের গ্রুপ বুকিং-এ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পত্র গ্রাহ্য হইবে।
- ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যে টিকিট আছে তাহা সকাল ১০টা হইতে কাউন্টারে পাওয়া যাইবে।

উদয়শংকর ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টার-এর
নৃত্যনাট্য **সীতা স্বয়ম্বর**
৫০ জন নৃত্যশিল্পীসহ অমলা শংকর
৬, ৭, ৮ ফেব্রুয়ারি, প্রত্যহ বিকাল ৫-৩০টা
রবীন্দ্র সদনে
টিকিট টাঃ ৭.০০, ৫.০০, ৩.০০, ২.০০। ১লা ফেব্রুয়ারি (সকাল ১১টা — সন্ধ্যা ৭টা) থেকে টিকিট বিক্রি।
(সি ৭৩৬৯/১)

উত্তম সুচিত্রা অভিনীত • চিত্রনাট্য • পরিচালনা বিজয় বসু
প্রযোজনা গিরীন্দ্র সিংহ কাহিনী আশুতোষ মুখার্জী সঙ্গীত হেমন্ত মুখার্জী
রূপায়ণে • বিকাশ • জহর • বাসবী • কণিকা • মাঃ অমিত • বিজন • দেবী • নিমু • মাঃ প্রদীপ
এস এম ফিল্মসের ছবি • চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত
শুভারম্ভ বৃহস্পতিবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী • মিনার • বিজলী • ছবিঘর
মঙ্গলবার ২রা ফেব্রুয়ারী অগ্রিম টিকিট
বিশেষ দ্রষ্টব্য : মিনার • বিজলী • ছবিঘরে প্রতিদিন ৪টি শো : ১২টা ৩টা ৬টা ও ৮-৪৫
পদ্মশ্রী • অশোকা • শ্যামাশ্রী • লীলা • মায়াপুরী • মায়া • জয়শ্রী • গৌরী
উদয়ন • রূপালী • জ্যোতি • প্রফুল্ল • অতীন্দ্র • কল্যাণী • আরতি

এটি হচ্ছে মুক্ত প্রমোদবাসর
শুভমুক্তি শুক্রবার ৫ ফেব্রুয়ারি!
রঙীন দৃশ্য-পটভূমিকায় লাস্য আর কুহক...আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে উত্তেজনাপ্রদ চোরাই কারবারের কাহিনী...প্রচুর মধুর সংগীত ও নয়ন-তৃপ্তকারী নৃত্য সমৃদ্ধ!!

রিগ্যাল • জেম • প্রভাত • প্রিয়া (কেবলমাত্র দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী)
মিত্রা • রূপালি • নবভারত - ন্যাশনাল - অজন্তা
অশোক - খাতুনমহল - চন্দ্রিমা
রাখী - শ্রীকৃষ্ণ - ইন্দ্রধনু - মৃণালিনী - অন্নপূর্ণা (ব্যাণ্ডেল) ও অন্যত্র
দ্রষ্টব্য : মঙ্গলবার ২ ফেব্রুয়ারি টিকিট বিক্রয় শুরু
আজ বেলা ১-৪৫টা থেকে ২টায় রেডিও-তে স্পেশাল প্রোগ্রাম বিবিধ ভারতী-তে শুনুন!

ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে নিহত ৪, আহত ২
লরি উলটে ৪ জন
নওগাঁ, ৩০ জানুয়ারি—ত্রিপুরার পার্বত্য এলাকার ঝংকার বৃহস্পতিবার একটি লরি উলটে চারজন নিহত এবং ২ জন আহত হন।
লরির চালক ও তাঁর এক সহকর্মী প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তাদের শুধু সামান্য আঘাত লেগেছে। পুলিশ চালককে গ্রেফতার করেছে।
মৃতদেহগুলি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এতদিন শুনেছেন অধীর বাকচীর সুরে মান্না দের গান। এবারে বসন্ত বন্দনায় শুনুন
মান্নাদের সুরে অধীর বাকচীর গান
কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
এইচ, এম, ভি 45 N-83399
(সি ৭৭০৫)

জন্মভূমর পর
থিয়েটার ইউনিট-এর নোতুন নাটক
গিরিশ কারনাড় রচিত
তুঘলক
নাট্যকারের অনুমতিক্রমে
পরিচালনা : শেখর চট্টোপাধ্যায়

৩য় জনপ্রিয় সপ্তাহ
ভারতের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্য
শ্রী কৃষ্ণলীলা
ইস্টম্যানকালার
হোমী ওয়াডিয়া এস.এন.ত্রিপাঠী • জয় শ্রী
কৃষ্ণা — নিউ সিনেমা
২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০ ৩, ৬, ৯
মিত্রা — রূপালী
২, ৫, ৮ ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০
বীণাপাণি — নবভারত
২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০ (হাওড়া)
শিবানী (হাওড়া) — অপ্সরা — জ্যোৎস্না

এই বিজ্ঞাপনদাতা প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে (কলিকাতা-১৬) একসঙ্গে ৫ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক সমস্ত সম্প্রদায়ের ১৫০০-এর বেশী দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য নাচ ও গানের দ্বারা চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং সমাজসেবী এই সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া লিখুন—বক্স নং ৭৭৩০ আনন্দবাজার, কলি-১ (এ)

বিক্রয়
১। আনুমানিক ৭০০ কেজি মেড ফাই প্রধানতঃ অ্যাসেটিক অ্যাসিড জাতীয় অর্গানিক মিনারেল মিশ্রিত স্পেণ্ট অ্যাসিডেট।
২। আনুমানিক ১০০ কেজি হর্মাপিওর ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড মিশ্রিত।
৩। আনুমানিক ১০০০ লিটার অ্যাসেটিক অ্যাসিড, আনুমানিক ৯৮% (ঈষৎ রঙিন)।
ইচ্ছুক পক্ষগণ লিখুন : বক্স নং ৭৪৭৫, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১।

RAJASTHAN STATE LOTTERIES
৩০-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
১,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং B-168096 প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং C—147759, D—012615, E—257692, A—048753.
অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার
ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

নামের চেয়েও গুণের আদর বেশী—
বহু উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের পর হরিয়ানা স্টেট লটারী (২২-১-৭১) ২য় পুরস্কার টিকিট নং D007131 সহ মোট ২৫টি পুরস্কার আমাদের এজেন্সীতে উঠেছে। লটারী ইতিহাসে অমর হয়ে থাকার অধিকারী নয় কি এম, রায়
এম. রায়
অল ইণ্ডিয়া লটারী ডিস্ট্রিবিউটার্স
১/৬ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

এ সপ্তাহের
আপনার রাশিফল
শ্রীভাস্কর

সৌর জগতে বর্তমান গ্রহ-পরিস্থিতি এই রকম:—শনি মেষে। কেতু সিংহে। বৃহস্পতি ও মঙ্গল বৃশ্চিকে। শুক্র ও বুধ ধনুতে (মঙ্গলবার বুধ সরে যাবে)। রবি মকরে। রাহু কুম্ভে। চন্দ্র আজ আছে মীনে। সোমবার চন্দ্র যাবে মেষে। বুধবার রাত্রে চন্দ্র যাবে বৃষে। শুক্রবার রাতে চন্দ্র যাবে মিথুনে।

রাষ্ট্রীয় ফল—মধ্য প্রাচ্যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির ...ইংগিত দেখা ...যায়। আফ্রিকার কোনো কোনো রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। ভারত-পাক সম্পর্কের আরো অবনতি হতে পারে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্পষ্ট নীতির অভাবে দেশের আর্থিক অবনতির ফলে জনগণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ঘোরালো। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার চাপে সাধারণ জনজীবনে শান্তির একান্ত অভাব দেখা যায়।

আজ থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত ব্যক্তিগত রাশি অনুযায়ী সম্ভবপর ফলাফল দেওয়া হল।

মেষ—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মানলাভ করতে পারেন। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

বৃষ—আর্থিক ইংগিত শুভ। ব্যবসাক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। বেকার ব্যক্তির চাকুরিলাভ হতে পারে। কোনো বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না। হিম এড়িয়ে চলবেন।

মিথুন—ব্যয়বাহুল্যের চাপে আর্থিক অবস্থা ভালো চলবে না। ব্যবসা-পত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরি-স্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। কোনো ভ্রাতা বা নিকট আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

কর্কট—ব্যয় বাহুল্যের চাপ চললেও আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে বড় রকমের চিন্তার কোনো কারণ দেখা যায় না। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

সিংহ—আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বন্ধু বা সহযোগীর সংগে মতবিরোধ হতে পারে। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মানলাভ করতে পারেন। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো চলবে না।

কন্যা—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। কোনো প্রতিযোগিতামূলক বা বিশেষ কাজে সাফল্য হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

তুলা—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে পদমর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে। কোনো ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। কোনো ভ্রাতার দ্বারা শত্রুতাচরণের আশংকা দেখা যায়। কোনো সন্তানের জন্য উদ্বেগ হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো চলবে না।

বৃশ্চিক—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে আয়-বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মান লাভ করতে পারেন। কোনো ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। বৈষয়িক সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

ধনু—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসাপত্তর ভালো চলবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বিষয়ে ভুলের ফলে মনস্তাপ বা অর্থক্ষতি হতে পারে। কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে আশা করা যায়।

মকর—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রের ফল শুভ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। বেকার ব্যক্তির চাকুরিলাভ হতে পারে। কোনো বৈষয়িক বা পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের সংগে মনোমালিন্য হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

কুম্ভ—আর্থিক অবস্থা ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে আবহাওয়া অনুকূল। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মানলাভ করতে পারেন। শত্রু নিন্দা প্রচার করতে পারে। কোনো বৈষয়িক বা পারিবারিক সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

মীন—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রের ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে পদমর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে। বেকার ব্যক্তির চাকুরিলাভ হতে পারে। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মানলাভ করতে পারেন। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

নবদ্বীপের জনপ্রিয় লটারী এজেন্ট

র‍্যাফল কর্ণার

কর্তৃক বিক্রীত টিকিটে আসাম স্টেট লটারীর

প্রথম পুরস্কার

প্রথম পুরস্কারের টিকিটের কাউন্টার ফয়েল | প্রথম পুরস্কার বিজয়ী শ্রীমণিলাল দত্ত

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, গত ১১।১।৭১ তারিখের আসাম স্টেট লটারীর প্রথম পুরস্কার বিজয়ী টিকিটটি (M-092150) র‍্যাফল কর্নারের কাউন্টার থেকে বিক্রীত মাত্র ১, টাকার বিনিময়ে ঐ টিকিটটি র‍্যাফল কর্নার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীমণিলাল দত্ত এবং প্রথম পুরস্কার এক লক্ষ টাকা লাভ করেছেন। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর তিনটি স্টেট লটারীর প্রথম পুরস্কার উপহার দিয়ে লটারীর ইতিহাসে "র‍্যাফল কর্নার" এক বিস্ময়কর রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। আপনিও র‍্যাফল কর্নার থেকে নিম্নলিখিত টিকিটগুলি সংগ্রহ করে ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ নিন—

লটারীর নাম	খেলার তারিখ	লটারীর নাম	খেলার তারিখ
১। তামিলনাড়ু (২)	৮-২-৭১	৮। পাঞ্জাব	১৫-২-৭১
২। পশ্চিমবঙ্গ	৬-২-৭১	৯। অন্ধ্র প্রদেশ	১৫-২-৭১
৩। দিল্লী	৬-২-৭১	১০। হরিয়ানা	২০-২-৭১
৪। মহীশূর	৭-২-৭১	১১। কেরালা	২৩-২-৭১
৫। মধ্যপ্রদেশ	৮-২-৭১	১২। উত্তরপ্রদেশ	৯-৩-৭১
৬। রাজস্থান	১০-২-৭১	১৩। ভি বি	১৪-৫-৭১
৭। আসাম	১১-২-৭১		

তামিলনাড়ু বাদে প্রতি টিকিট ১, টাকা। ডাকযোগে টিকিট পেতে হলে টিকিটের প্রকৃত মূল্যসহ রেজিস্ট্রি খরচ অতিরিক্ত ১.৩০ পয়সা পাঠাবেন। ডাকযোগে টিকিটের জন্য টাকা মনিঅর্ডার অথবা ইণ্ডিয়ান পোস্টাল যোগে পাঠাবেন।

আপনাদের প্রিয়, সুপরিচিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিনিধি—

র‍্যাফল কর্ণার নবদ্বীপ, জিলা নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ

আমাদের অনুমোদিত বিক্রেতা—সি. আর. সাহা, ৫৭, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬।. ফোন : ৪৭৩৭৬৪

মেসার্স এস. পাল, ১৩।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ ৯ এর সৌজন্যে

সভা / সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত না হলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

অনঙ্গমোহন হরিসভা : ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১৪ উবলু সি ব্যানার্জি স্ট্রীটে দিবামঙ্গল নাম-সংকীর্তন। ৬॥টায় ধর্ম সভা। সভানেত্রী—ডাঃ রমা চৌধুরী। **বিশ্বনাথ মিশন :** ৩টায় ১০৭ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়ায় পুষ্প প্রদর্শনী। ৪-৩০ মিঃ শিশু চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ। **সপ্তডিঙ্গা :** সন্ধ্যায় ৩৩ এ শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনে বিচিত্রানুষ্ঠান। **লিটল ফ্লাওয়ারস :** অ্যাকাডেমি অব ফাইন আরটস হলে চিত্র প্রদর্শনী। **স্মৃতিসভা :** ৫-৩০ মিনিটে ৬৩ দেশবন্ধু রোডে কাশীনাথ চ্যাটার্জির স্মৃতিসভা। **গোড়ীয় মঠ :** রাত্রি ৭টায় বাগবাজারস্থ মঠ প্রাঙ্গণে পাঠ ও ব্যাখ্যা। **হাওড়া সমাজ :** ৪টায় শ্রীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গীতাভিনয়। **ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ :** সকাল ৭-৩০ মিঃ কীর্তন ও ৬-৩০ মিঃ ব্রহ্মোপাসনা ও শান্তিবাচন। **বিড়লা শিল্প ও সংগ্রহশালা :** দুপুরে ১-৩০ মিঃ ১৯এ গুরুসদয় রোডে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। **পুরোধা :** ৫টা ১০৪এ গোপাল ঠাকুর রোডে পঞ্চম বার্ষিক উৎসব।

রামায়ণ গান—রাত ৭-৩০টায় নিখিল চট্টোপাধ্যায়ের রামায়ণ গান। স্থান—শতবর্ষব্যাপী অখণ্ড হরিনাম যজ্ঞ মহাপীঠ। চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।

আইন/আদালত

পুলিশ অফিসারকে প্রহারের দায়ে সাজা

চিৎপুর থানার সাব ইনসপেকটর আশুতোষ পালকে মারধর এবং কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়ার অপরাধে সুকুমার ঘোষের এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০, টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড হয়েছে। আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ কোলে এই সাজা দেন।

এই মামলার অপর আসামী দীপেন চৌধুরী অব্যাহতি পেয়েছে।

স্কুল ও কলেজে আক্রমণ, একজন হাজতে আটক

মৌলানা আজাদ কলেজ ও রানী রাসমণি স্কুলে বোমা প্রভৃতি নিয়ে আক্রমণ এবং ল্যাবরেটরি ও অফিস ঘরে অগ্নি সংযোগ করে প্রায় ৫০,০০০, টাকার ক্ষতি সাধন প্রভৃতি তিন দফা অভিযোগে তালতলা পুলিশ বেকার হোসটেল থেকে অনিরুদ্ধ বাগচি নামক নকশালপন্থী বলে বর্ণিত এক যুবককে শুক্রবার গ্রেফতার করে। শনিবার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীএইচ এস বাড়রির আদালতে আসামীকে হাজির করা হয়েছিল।

ম্যাজিসট্রেট আরও তদন্ত সাপেক্ষে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আসামীকে পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দ বাজার পত্রিকা

[বুধবার, ১৭ই মাঘ ১৩৪০ ইং ৩১-১-৩৪]

রোমে সুভাষচন্দ্র বসু
ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের উন্নতি

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু রোম হইতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুত জে এন মৈত্রের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিয়াছেন:—

"প্রিয় ডাক্তার মৈত্র, এই সপ্তাহের খবরের কাগজে আপনার পীড়া ও অস্ত্রোপচারের সংবাদে অতিশয় চিন্তিত ও দুঃখিত হইলাম।......

আমি এক সপ্তাহ আগে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন কার্যে যোগদান করিবার জন্য রোমে আসিয়াছি।

আমি একমাস পূর্বে যেরূপ ছিলাম তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল আছি। সেইজন্য নীস হইতে এখানে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য খুব ধীরে ধীরে ও অল্পে অল্পে ভাল হইতেছে। সেইজন্য আমাকে খুব শীঘ্র সুইজারল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ইতি, বিনীত, স্বাঃ সুভাষচন্দ্র বসু।"

॥ জ্যোতিষ সম্মেলন ॥
আমাদের রজত-জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে

জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধ সম্বলিত যে পুস্তিকাটি প্রকাশনের আয়োজন করা হইয়াছে তাহাতে আনন্দবাজারের শ্রীভাস্কর, যুগান্তরের শ্রীদৈবাচার্য, বসুমতীর শ্রীভৃগুজাতক, ভট্টপল্লীর শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ, রাজজ্যোতিষী শ্রীহরিশ শাস্ত্রী, শ্রীহরিদাস জ্যোতিষার্ণব, শ্রীঅরুপরতন ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতগণের নানা তথ্যপূর্ণ আলোচনা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। ইতিপূর্বে এই ধরনের জ্যোতিষ-বিষয়ক পুস্তিকা আর প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া অনেকেরই ধারণা।

নানা কার্যকারণ বশতঃ এবং অসুবিধা-হেতু ইতিমধ্যে জ্যোতিষ-সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নাই। আগামী মার্চ/এপ্রিলের মধ্যেই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হইবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চা প্রসারকল্পে এটি আমাদের একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

এম. পি. জুয়েলার্স এণ্ড কোং

ভারত সরকার

মিনিস্ট্রি অব শিপিং অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট

ডিরেকটরেট জেনারেল অব শিপিং, জাহাজ ভবন, বালচাঁদ হীরাচাঁদ মার্গ, ফোর্ট, বোম্বাই-১

১৯৭১ শিক্ষাবর্ষের জন্য বোম্বাই-স্থিত টি. এস. ডাফরিনে এবং কলিকাতা/বোম্বাই-স্থিত ডিরেকটরেট অব মেরিন এঞ্জিনীয়ারিং ট্রেনিং-এ ভর্তি

উপরে উল্লেখিত ইনস্টিটিউশনসমূহে নেভিগেশন ও মেরিন এঞ্জিনীয়ারিং কোর্সে ভর্তির জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে যথেষ্টসংখ্যক প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে ২৫ ও ২৬ মে ১৯৭১ তারিখে একটি যুক্ত লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে।

পরীক্ষা-কেন্দ্রসমূহ

(১) কলিকাতা, (২) বোম্বাই, (৩) দিল্লি, (৪) লখনৌ, (৫) পাটনা, (৬) কটক, (৭) ভূপাল, (৮) হায়দরাবাদ, (৯) বাঙ্গালোর, (১০) মাদ্রাজ, (১১) চণ্ডীগড়, (১২) গোহাটী, (১৩) ত্রিবান্দ্রাম, (১৪) আমেদাবাদ, (১৫) জয়পুর, (১৬) শ্রীনগর, (১৭) নাগপুর, (১৮) পোর্ট ব্লেয়ার, (১৯) বিশাখাপত্তনম ও (২০) এর্নাকুলম।

পরীক্ষার বিষয়গুলি হইবে : (১) ইংরেজী (একটি পত্র) ৩ ঘণ্টা—১০০ নম্বর, (২) গণিত (একটি পত্র) ৩ ঘণ্টা—১০০ নম্বর, (৩) পদার্থবিদ্যা (একটি পত্র) ৩ ঘণ্টা—১০০ নম্বর, (৪) রসায়ন (একটি পত্র) ১½ ঘণ্টা—৫০ নম্বর, (৫) সাধারণ জ্ঞান (একটি পত্র) ১½ ঘণ্টা—৫০ নম্বর। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে প্রার্থিগণকে ডাক্তারী পরীক্ষা এবং সিলেকশন বোর্ডের সমক্ষে সাক্ষাৎকারের জন্য কলিকাতা/বোম্বাই-তে ডাকা হইবে। প্রার্থিগণকে রাহা খরচ বহন করিতে হইবে, এবং পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের কেন্দ্রে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আসনগুলির শতকরা পনরটি তফসিলী জাতির এবং শতকরা পাঁচটি তফসিলী উপজাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।

বয়ঃসীমা : প্রার্থিগণ অবশ্যই ১ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বয়ঃসীমার মধ্যে হওয়া চাই, অর্থাৎ ২ জানুয়ারি, ১৯৫৩ ও ১ জানুয়ারি, ১৯৫৫ তারিখের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা চাই। কোন ক্ষেত্রেই বয়ঃসীমা শিথিল করা হইবে না।

ভর্তির জন্য যোগ্যতাবলী : প্রার্থিগণ ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত লইয়া মারেন্স স্ট্রীমে কোন স্বীকৃত মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের হায়ার সেকেণ্ডারি বা তৎসমতুল পরীক্ষা পাস করিয়া থাকা চাই। যে সব প্রার্থী উপরে উল্লেখিত যোগ্যতা-নির্ণায়ক পরীক্ষা দিয়াছেন বা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও সাক্ষাৎকারের সময় ঐ পরীক্ষা পাস করার দলিলগত প্রমাণ প্রদর্শন সাপেক্ষে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করার যোগ্য।

দরখাস্ত : নিজ নামঠিকানা-লেখা, ২৩ সেঃ মিঃ × ১০ সেঃ মিঃ আকারের, ২০ পয়সার ডাকটিকিট-লাগানো এবং "বুকপোস্ট" কথাটি উপরে লেখা খাম সঙ্গে দিয়া লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিলে দরখাস্তের ফরম ও অন্যান্য নির্দেশ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং (ট্রেনিং)-এর নিকট হইতে বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।

প্রসপেক্টাস : ঐ দুইটি কোর্সের পূর্ণবিবরণ ও ফী, স্কলারশিপ ইত্যাদির বিশদ বিবরণ-সমন্বিত প্রসপেক্টাস ডিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং বোম্বাই-১-কে প্রদেয় রেখিত পোস্টাল অর্ডার/মনিঅর্ডার দ্বারা ২, টাকা আদায় দিলে অ্যাসিঃ ডিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং (ট্রেনিং)-এর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ : অবিবাহিত পুরুষ প্রার্থীদের নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে সর্বাদিক দিয়া সম্পূর্ণ দরখাস্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং (ট্রেনিং)-এর নিকট ৩১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে বা তাহার পূর্বে পৌঁছা চাই। শেষ তারিখের পর প্রাপ্ত দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

ডিএভিপি ৬২৫(৩৫)/৭০

ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব একজামিনেশন ফর

অ্যাডমিশন টু ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কলেজেস, হাওড়া-৩

সংশোধনী

ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব একজামিনেশন ফর অ্যাডমিশন টু ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কলেজেস-এর ১১ ও ১২ মে ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠেয় জয়েণ্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা।

অফিসার ইনচার্জ, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব একজামিনেশন ফর অ্যাডমিশন টু ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কলেজেস, বি. ই. কলেজ, পোঃ অঃ বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া-৩, পশ্চিমবঙ্গ—ইতিপূর্বে ইসুকরা বিজ্ঞাপনের নিম্নোক্ত পরিবর্তনের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিতেছেন :

১। কনস্টিটিউয়েন্ট ইনস্টিটিউশনের তালিকা হইতে দুর্গাপুরের রিজিওনাল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নাম বাদ যাইবে।

২। ৪ (চারটি) টেকনোলজিকাল ইনস্টিটিউশনের এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য সংবাদপত্রে একটি পৃথক বিজ্ঞাপন ইসু করা হইবে।

কেবল এঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কলেজসমূহের জন্য প্রার্থীদিগকে ১২ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখ হইতে দরখাস্তের ফরম ইসু করা হইতেছে।

ডব্লিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) অ্যাডভঃ নং ৩১৬(৪) আইপিআর/এ/৭১

চন্দ্রাভিযানে

অ্যাপোলো-১৪

প্রতিদিনের ঘটনাক্রমের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

ভয়েস অব আমেরিকা

আপনার কাছে পৌঁছে দেয় বিশ্বের সাম্প্রতিকতম জ্ঞাতব্য সংবাদ আর যুগান্তকারী ঘটনার কথা—

বাংলা-অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যাণ্ড		কিলোসাইক্‌লস্
১৩, ১৯, ২৫ ও ৩১	যথাক্রমে	২১৪৬৫, ১৫৩৯৫
মিডিয়াম-ওয়েভ		১১৭৩০ ও ৯৬৪০
১৯০ মীটার		১৫৮০

আপনার শরীরের জন্যে চাই ২৩টি অপরিহার্য্য 'খাদ্যগুণ'

দুধে আছে মাত্র ৯টি

কমপ্ল্যান-এ পাবেন পুরো ২৩টি

এর মধ্যে প্রোটিন, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থও আছে

এক কাপ কমপ্ল্যান পরিপূর্ণ এক সুষম আহার। দরকার মত চিনি মেশান। আর স্বাদ-গন্ধের জন্য—কফি, কোকো ভ্যানিলা প্রভৃতি মিশিয়ে নিন। (শুধু কমলালেবুর আর পাতিলেবুর রস মেশাবেন না)

একমাত্র কমপ্ল্যানের আছে পরিপূর্ণ পুষ্টির জন্য—২৩টি অপরিহার্য্য 'খাদ্যগুণ'। এমন কি দুধও সব সময় এসব খাদ্যগুণের অভাব পূরণ করতে পারে না।

কমপ্ল্যান বাড়ন্ত ছেলেমেয়ে, সদা-ব্যস্ত বয়স্ক লোক, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রিণী মা, প্রবীন ব্যক্তি এবং খেলোয়াড়দের পক্ষে এক আদর্শ আহার। অসুখে বা রোগের পর সেরে ওঠার সময়েও—এটি এক আদর্শ তরল আহার।

সারা বিশ্বের ডাক্তাররা কমপ্ল্যান খেতে বলেন।

কমপ্ল্যান পরিপূর্ণ আহার

গ্ল্যাক্সো রিসার্চ-এর একটি বিশ্ববিখ্যাত উৎপাদন

পুষ্টিহীনতা থেকে আপনাকে রক্ষা করে

এমন কি মহত্তম উদ্দেশ্যের জন্য হলেও সহিংস পন্থার সঙ্গে আমি কখনই আপস করতে পারি না

মহাত্মা গান্ধী

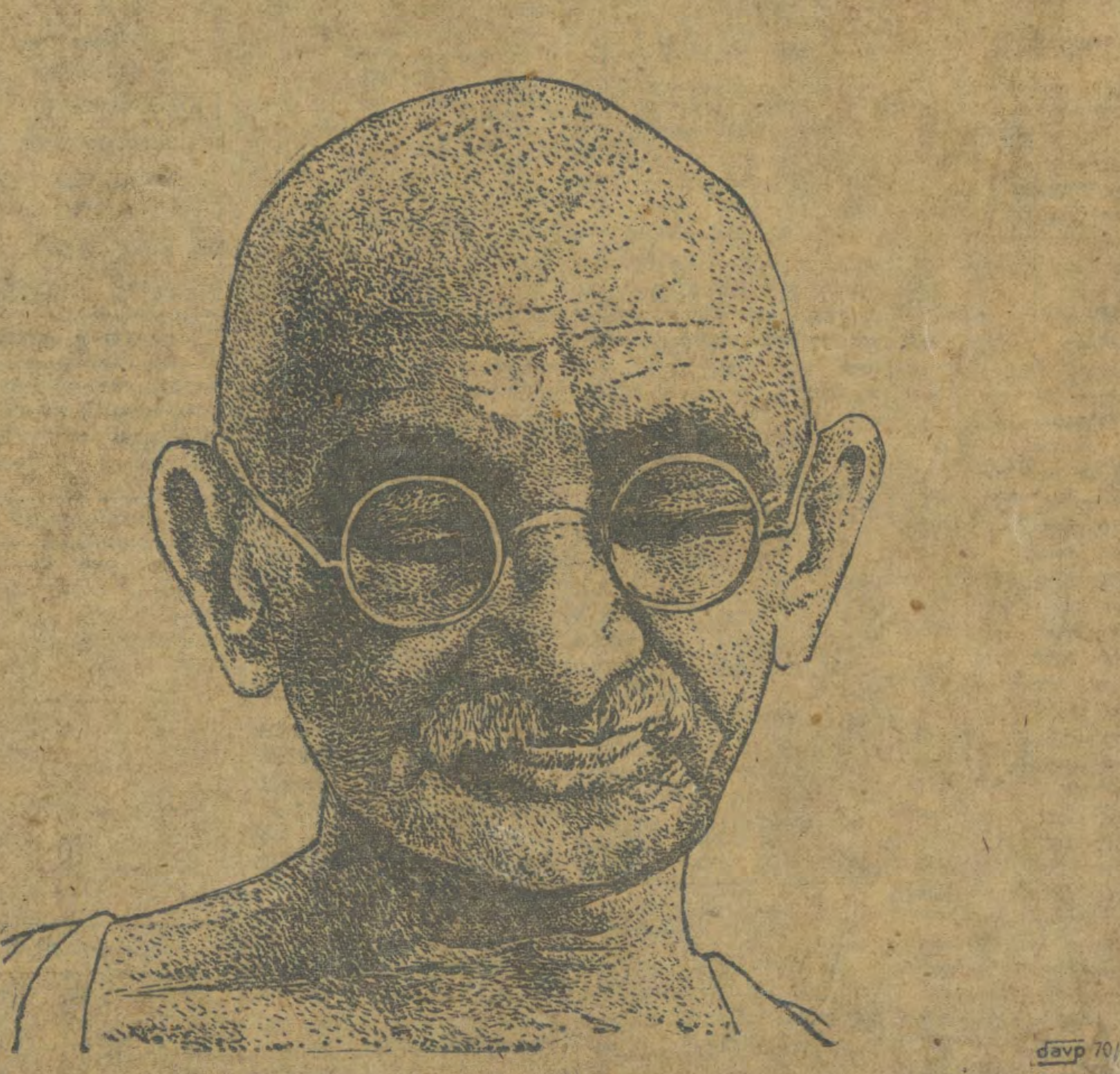

davp 70/650

পাত্র-পাত্রী চাই

পাত্রী দঃ কায়স্থ ঘোষ সম্ভ্রান্ত ডাক্তারের কন্যা বি এস-সি পাশ (২৩) স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুন্দর সুশ্রীযুক্তা, গৃহকর্মনিপুণা, নম্রস্বভাবা, সুপ্রতিষ্ঠিত ইনজিনিয়ার, ডাক্তার, ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার পাত্র চাই। পাত্র দঃ কায়স্থ মিত্র (২৫) বি ফারম, পাশ ৬০০৲ টাকা বেতন, পরমাসুন্দরী বি এ পাশ সম্ভ্রান্ত বংশীয় পাত্রী চাই। বক্স নং ৭১২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৬৩)

গন্ধবণিক পঃ বঃ সম্ভ্রান্তবংশীয় বিত্তবান পিতার পুত্র স্কুঃ-ফাঃ ২৯ সুদর্শন ও কন্যা গৌরবর্ণা সুশ্রী বি-এ পাশ ২৫ উপযুক্ত মানের পাত্র ও গৌরবর্ণা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭১৬৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৯৭)

পঃ বঃ বৈশ্য সাহা ডি ভি সি-তে কর্মরত (৪৩০৲) পাত্রের (৩৭) ফর্সা স্বাস্থ্যবতী এস-এফ পাত্রী এবং গৃহকর্মনিপুণা ভগ্নীদ্বয়ের (২৯, ২২) উপার্জনশীল পাত্র বড়র জন্য বিপত্নীক চলিবে। অতুল চৌধুরী, ২২/১, তিলক রোড, দুর্গাপুর-৫, বর্ধমান। (সি ৭১৯৯)

পাত্রী (২৬) বৈদ্য, পঃ বঃ, শাণ্ডিল্য, সুশ্রী, অষ্টমমান, সুরুচি সম্পন্না, গৃহকর্মনিপুণা, তদীয় ভ্রাতা (৩০) এস-এফ শিক্ষক। উপযুক্ত পাত্র ও পাত্রী চাই। বদল চলিবে। বক্স নং ৭১৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৯৬)

যশোহর, মুখার্জি, নিকষ-কুলীন, নিজ বাড়ী, ধান-জমি, ব্যবসায়ী, ম্যাট্রিক (৩৪), এবং সঃ চাকুরে (৪৫০৲), বি এস-সি (২৮), পাত্রদ্বয়ের জন্য উপযুক্ত ফর্সা পাত্রী চাই। ঐ ভগ্নী (১৮), ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী, দশমমান, গৃহকর্মে নিপুণার জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। লিখুনঃ—বক্স নং ৭৪৪৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২০৫)

পাত্রী পশ্চিমবঙ্গীয় দত্ত কায়স্থ ২৩ বি-এ পাশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ১·৫৭ মিঃ (৫'-২") হাওড়ায় বাড়ি ও তদীয় ভ্রাতা ৩০ ফর্সা সুন্দর স্বাস্থ্য দিল্লিতে ভাল চাকুরীরত। বক্স নং ৭২৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০৮১)

কর্মকার/উচ্চ-অসবর্ণ পাত্রী চাই। পাত্র পঃ বঃ সুদর্শন (৩৪) ১·৭০ মিঃ, ইংলণ্ড সি এ ফাইনাল পরীক্ষার্থী লণ্ডনে চাকুরীরত (৫০০০৲) পাত্রের গ্রাজুয়েট প্রকৃতসুন্দরী বিলেতগমনেচ্ছুক পাত্রী চাই। তদীয় ভগ্নী (২৪) সুশ্রী-যুক্তা, সুবর্ণা, বি-এ পাঠরতার পাত্র চাই। বক্স নং ৭১৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০১৩)

বিক্রমপুরের দত্ত, বি এসসি (অনার্স), হাঃ সেকেণ্ডারির শিক্ষক (৩৮) দোতলা বাড়ী, প্রিন্টিং প্রেস পুত্রের শিক্ষিতা ফর্সা পাত্রী; তাহার ভগ্নী সিনিয়ার ট্রেণ্ড, সঙ্গীত প্রভাকর, শিক্ষিত পাত্র (৩৭) চাই। বক্স নং ৭২৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৩০৬)

মাহিষ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের উচ্চপদে সুউপায়ী ইঞ্জিনীয়ার বর্তমানে বিদেশে পাত্রের (২৮) ও গ্রাজুয়েট বি-টি, প্রকৃত সুন্দরী ফর্সা পাত্রীর (২১) জন্য গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী অন্ততঃ গ্রাজুয়েট পাত্রী ও উচ্চশিক্ষিত পদে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৩০৫ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭৪৩২)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

রেজিষ্টি বিবাহ অফিস এস চ্যাটার্জি গভঃ ম্যারেজ অফিসার ৫ ক্লীক রো কলিঃ-১৪ ফোন: ২৪-৩০৪৩। (সি ৫২১৬)

শিক্ষিত ও সুন্দরী পাত্র-পাত্রী আছে যোগাযোগ করুনঃ বনমালী চক্রবর্তী, ১৪০/৯/১, শিবপুর রোড, মন্দিরতলা, হাওড়া-২। (সি ৭২৮৭)

বারুজীবী পাত্র/পাত্রীর জন্য ২০ পঃ ডাকটিকিটসহ যোগাযোগ করুন। প্রচার সচিব—বারুজীবী কল্যাণ সমিতি। ২৯, রাজেন্দ্রনগর, সাকচী, জামসেদপুর-১। (৭৪১০ এ)

ম্যারেজ ব্যুরো, ২০২ আই এন এ মার্কেট, নিউদিল্লী-২৩। প্রবাসী বাঙ্গালীর বিবাহ সমস্যায় পাত্র-পাত্রীর জন্য পোঃ খামসহ লিখুন। (সি ৭৪৭১)

নব বিবাহ প্রতিষ্ঠান, সি-৬/ই, বসন্ত লেন, নিউদিল্লি-৫৫। পাত্র-পাত্রী প্রচুর। সাক্ষাৎ বৈকাল, ৩টা—৭টা বা লিখুন। (সি ৭৪৮৩)

সর্বস্তরের পাত্র পাত্রীর অব্যর্থ সন্ধান, সত্বর যোগাযোগ, সুফল অনিবার্য, অজিতবাবু, ১৬২, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৭৩৩৪)

বন্ধনী অভিজাত বিবাহ প্রতিষ্ঠান

১নং লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলি-১৬। ২৩-৫৯৪৪। (সি ৬৯৪৮)

সন্ধানী শ্রেষ্ঠ বিবাহ প্রতিষ্ঠান

১১৫ই ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা, ২৪-২২৯৫। (সি ৭২৫৬)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

জমি বাড়ি বিক্রয়

১। বালিগঞ্জ ট্রামডিপোর পিছনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, গরচা রোডে ৫½ কাঠা (১০০'×৪০')

২। ডি গুপ্ত লেন সিঁথি, কলিকাতা-৫০—৫ কাঠা জমির অর্ধেকের উপরে চতুর্দিক উন্মুক্ত নূতন দ্বিতল বাড়ী। দক্ষিণ দিকের দুইটি ফ্ল্যাট। বাগান ব্যবহার করা যাইবে। বাকী দুইটি ফ্ল্যাট ভাড়া আছে। AC ও DC দুই রকম কারেণ্ট, প্রচুর জল।

৩। দীঘার সমুদ্র উপকূলে অভিজাত ব্যারিস্টার পাড়ায় "সৈকতাবাসের" নিকট, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০' ফুট উঁচুতে এক বিঘা জমি, বাড়ি বা হোটেলের উপযুক্ত।

লিখুন, পোস্ট বক্স নং ২১২৪, কলিকাতা-১। (৭৬০৬)

আগরপাড়া উত্তর বাসুদেবপুর বয়লার ফ্যাক্টরীর পূর্ব-দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ৫ কাঠা ও ৭ কাঠা প্লট ১৫০০ ও ১২০০ টাকা কাঠায় বিক্রয়। দীনেশকান্ত রায়, উত্তর বাসুদেবপুর, আগরপাড়া, কলিকাতা-৫৬। (সি ৭৪৫৪)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

বহরমপুরে ১তলা বাড়ী বিক্রয়। সাক্ষাৎঃ ৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে। বি গুপ্ত। ১/৪এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কালীঘাট। (সি ৭২০৮)

টালিগঞ্জে দ্বিতল বাড়ী সম্পূর্ণ খালি নূতন, বাসযুক্ত অবস্থায় বিক্রয়। বক্স নং ৭৪০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও—৪৩১২)

বারুইপুর, ধোপাগাছি বাস স্ট্যাণ্ডের সন্নিকট প্রাচীর বেষ্টিত পুষ্করিণীসমেত ৩ বিঘা জমি বিক্রয়। ৪৬-৩২৮৭, কেঃ পিঃ চৌধুরী। (বিও—৪৩১০)

চিড়িয়ামোড়েতে দ্বিতল ২টী ফ্ল্যাট বিক্রয়। (বসু) ১।৩।৪এ।১এম, দমদম রোড, রেডিও গলি, ৭টা হইতে ১০টা। (বিও—৬১৯)

শিয়ালদা হতে ২০ মিনিটের বাস পথ গোবরাতে ৭½ কাঠা জমি সত্বর বিক্রয়। মোট ১৫০০০ টাকা অথবা দাম দিন। ফোঃ— ৪৪-১৭২০ সঃ—১২-২টা। (বিও—৩৩১)

নর্থ দমদম মিউনিসিপ্যাল এলাকায় এয়ারোড্রম ৩নং ফটকের নিকট ৪॥ কাঠা বাস্তুজমি সত্বর বিক্রয়। বসুমল্লিক, ৩০।৫ নরসিংহ দত্ত রোড, পাওয়ার হাউস, বাস ৫৩, হাওড়া। (সি ৭০৯৬)

তিনদিক খোলা ২১৲ কাঠার কর্নার প্লট ২২/৩এ/২ শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, পাইকপাড়া সত্বর বিক্রয় হবে। ফোন—৪৬-৫৯২০। (সি ৭২৩৪)

দক্ষিণ উত্তর বা মধ্য কলিকাতায় বাড়ী বা ফ্ল্যাট কিনিতে চাই। বক্স নং ৭২৭৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪০৫)

বরানগরে টবিন রোডের নিকট তিন কাঠায় নূতন একতলা বাটী বিক্রয়। বক্স নং ৭২৭৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪০১)

বিরাটী স্টেশনের সন্নিকটে বড় রাস্তার পাশে বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে ছোট শিল্প সংস্থারও উপযোগী ইচ্ছুক ক্রেতা সত্বর লিখুন। বক্স নং ৭৩২৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৪৫)

জমি বিক্রয়—কলিকাতায় সল্ট লেকে চার কাঠা প্লট সরকারী ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিব। পত্রালাপ করুন—বক্স নং ৭১০৫ আনন্দবাজার, কলিকাতা।

দমদম নাগের বাজারের নিকট ২ কাঃ ৪ ছঃ জমির উপর ইলেকট্রিক পাম্প সহ সুন্দর দ্বিতল বাড়ী বিক্রয়। বাস, স্কুল, কলেজ, বাজার তিন হইতে পাঁচ মিনিট। ১০৪, কবি নবীন সেন রোড, দমদম, কলিকাতা-২৮। (সি ৬৪৮৬)

বিক্রয়ঃ—উত্তর কলিকাতায় নর্দার্ন এভিনিউতে ৫০ ফুঃ রাস্তার উপর, বাস রাস্তার পাশে ভদ্র-পরিবেশে ৬খানি শয়নঘর সমেত দোতলা বাড়ী। জল ২৪ ঘণ্টা। বক্স নং ৭০০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯২৮)

বেহালা সেনহাটী কলোনীর পাশে ১৪নং রুটে প্লটে জমি, বাড়ী বিক্রয়। ঘোষ। ৮/৩৬ ফার্ণ রোড, বালিগঞ্জ। (সি ৭২৫১)

সাচ্চৎ সরকার আর্কিটেক্টস আধুনিক বাড়ীর ডিজাইন ও প্ল্যানের জন্য। সংযুক্ত শিবপ্রসাদ বসু অ্যাণ্ড কোং। কিস্তিতে বাড়ী নির্মাণ পরিকল্পনা। তৈরী মূল্যের ৩০% অগ্রিম, আরও ৩০% ৬০ দিনের মধ্যে। বাকীটা ৬০টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ্য। ৭৩বি, আমহার্স্ট রো, কলি-৯, ৩৫-১৬৭৩/২২৫০। (৩৪০৯ এ)

বোলপুরে একটি নূতন দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় আছে। স্টেশন, বাজার ও হাট ২/১ মিনিটের পথ। বক্স নং ৩৬১৩ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৫৪০৭)

গৃহ নির্মাণের যাবতীয় কাজের জন্য—মেসার্স অজিতকুমার নায়ক এণ্ড কোঃ ১৪নং নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২। ৩৫-০৮০২ (৭০৫৭এ)

বিক্রয় : (১) কলিকাতায় ৭নং এসপ্লানেড ইস্টে অবস্থিত লক্ষ্মী ইনসিওরেন্স বিল্ডিং নামে পরিচিত ৫৬২ স্কোঃ মিঃ (৮ কাঃ ৬ ছঃ ১৫ বঃ ফুঃ) জমির উপর আংশিক দ্বিতল এবং আংশিক ত্রিতল ভাড়াটে সমেত বাড়ি। (২) ২২/সি, গোপাল চ্যাটার্জি রোড, কাশীপুর, কলিকাতা-২-এর ব্যাকপারশান ৮৭ স্কোঃ মিঃ (১ কাঃ ৪ ছঃ) খালি জমি। (৩) ২৪-পরগণা জেলার বরানগর থানা অধীন পালপাড়া মৌজায় আর এস দাগ নং ৪২, ৪২/১০০৩ এবং ৪২/১০০৪, বনহুগলিতে ক্রিপলড চিলড্রেনস হাসপাতালের পশ্চিম দিকে ৩৭৫১ স্কোঃ মিঃ (·৯০৮৮ একর) জমি ও পুষ্করিণী। 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হইবে। প্রতি ক্ষেত্রে প্রস্তাব গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫-৩-৭১। বিবরণীর জন্য লিখুনঃ—জোনাল ম্যানেজার, লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, ৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩। (৭২৪৩)

বি কে পাল অ্যাভিনিউ বাস রাস্তার উপরে উত্তম পজিসনে সম্পূর্ণ নূতন অবস্থায় দোতলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ চার-রুমের ফ্ল্যাট বিক্রয় অথবা লীজ দেওয়া হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৭৬২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০৫৯)

দমদম রোডে ছোট প্লটে সুলভে বাস্তু জমি বিক্রয়—এস পাল, ৪৫সি আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ ফোন ৪৭-৪৭৬১। (সি ৭২৩৬)

উত্তর কলিকাতায় রায়বাগান স্ট্রীটে (হেদুয়ার নিকট) মাসিক ১১০০ টাকার ভাড়াটিয়া সমেত চার কাঠা জমিতে দ্বিতল বাড়ী। অনূন মূল্য দুই লক্ষ। বক্স নং ৭৭০৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬০৭)

অফিস-গুদাম-দোকান

গড়িয়ার সরকারী বাস টার্মিনাসের নিকট উত্তম পজিসনে সুসজ্জিত চালু দোকান বিক্রয় আছে। পত্রালাপ করুন। বক্স নং ৭৬০৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

বাড়ী ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

বিবাহ ও উৎসবে বাড়ী

পার্কসার্কাসে ট্রাম বাজার সন্নিকট বি ধর, ৮৮/৩, ঝাউতলা রোড, কলি-১৭। ৪৪-৫৬৫৯। (সি ৬৫৭৩)

পাইক-পাড়া-চিড়িয়ামোড় স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বদা জল প্রিভি কিচেন নূতন ফ্ল্যাট ভাড়া দিব। সুশীলবাবু, ২বি দমদম রোড, রেডিও পল্লী, কলিকাতা-২। (সি ৭২৬৯)

ভাড়া চাই—বেহালা বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দ্বিতল বাড়ী, প্রতিতলা কমপক্ষে ১৫০০ বঃ ফুঃ। সিংটম টি কোং (১৯৪৬) লিঃ, ১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১। (সি ৭২৬২)

গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ-এর নিকট বিবাহ/সামাজিক অনুষ্ঠান/পুনর্মিলন ইত্যাদির জন্য ৬০৫ স্কোঃ মিঃ (৬,৫০০ স্কোয়ার ফুট) আদর্শ স্থান পাওয়া যাইবে। ফোন : ২৪-৫৩৫৬। (৬৪৭০ এ)

ডাইনিং হল-সহ দ্বিতলে তিন রুমের ফ্ল্যাট ২৬/১১, ইছাপুর রোড, হাওড়া, কদমতলায়, বি কাঁড়ার, ফোনঃ ৬৬-৪৫১৬। (সি ৭৪৪০)

হাওড়া কদমতলায় ৬২/১৪, ইছাপুর রোডে ২/৩ কামরার মোজাইক ফ্ল্যাট ভাড়া। "সত্য সাউ" ফোনঃ ৬৭-৩৯৭১। (সি ৭৪১১)

পশ্চিম পুটিয়ারীতে ৪০ নং বাস স্ট্যাণ্ডের নিকট প্রশস্ত উদ্যানসহ ৩ রুমের ফ্ল্যাট ১৪০৲। মিত্র—পঞ্চাননতলা রোড পশ্চিম পুটিয়ারী। (সি ৭৪৩৩)

দ্বিতলে মোজেইক করা (যাদবপুর অঞ্চলে) আলো-হাওয়াযুক্ত তিন কামরার ফ্ল্যাট—ডাইনিং স্পেস, গ্যারাজ ও টেলিফোনের সুবিধা। ভদ্র। ও নিরাপদ পরিবেশ। গ্যারাজের ব্যবস্থা ইচ্ছানুযায়ী। ভাড়া ৩০০ টাকা মাত্র। লিখুন বক্স নং ৭৩১৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

দুই কামরার মোজাইকের ঘর, সুন্দর পরিবেশ, ২৪ ঘণ্টা জল, বাস বাজার ২।৩ মিনিট। ৯৬, গোরক্ষবাসী রোড, নাগেরবাজার, দমদম। ৫৭-৩২৯৫। (সি ৭৪৫৭)

২টি ঘর, বারান্দা/১টি ঘর, স্টোর। পৃথক বা একত্রে। এস সি দাস। ২৬।৬।১, পাঠকপাড়া রোড, বেহালা। (সি ৭৪৪৯)

দোতলায় ২-ঘরের ফ্ল্যাট; স্বামী-স্ত্রীর জন্য; ভাড়া—১১০৲। নির্মল ঘোষ, ২৯/২বি, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, সিঁথি। (সি ৭০৯৪)

দোতলায় ৫ কামরা ফ্ল্যাট ৩০০৲। গভঃ চাকুরি, কোম্পানী লীজ অগ্রাধিকার। ৪২, দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। (সি ৭০৬৫)

বরাহনগরে বাড়ী ৫টি ঘর ১৬০৲, নিয়োগীপাড়া বাস স্টপ। ২৩৬, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বরাহনগর। (সি ৭৪০৪)

বিয়ে বাড়ী—শ্যামবাজারে, ২১ যদু মিত্র লেন ৪ (৭ ঘর, উঠান, ছাদ, ৩ হল ২৪ ঘণ্টা জল) ৫৫-৭৪৯১ সঃ ৮—১২টা। (সি ৬৯৯৪)

শিমুলেতলা—মনোরম স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাড়ী ঘর ভাড়া দেব। ব্যানার্জী, ১৪, সদানন্দ রোড, কলি-২৬। ৪৭-৮০৭৬। (সি ৭৩৬০)

ইণ্টালী সি আই টি রোড বা সংলগ্ন অঞ্চলে ১/২ ঘরের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট চাই। বক্স নং ৭৫৯৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৫০১)

এক ঘরের ভাল ফ্ল্যাট বা সর্ব সুবিধা-যুক্ত একটি ঘর উত্তর/মধ্য কলিকাতায় ব্যাচেলার সরকারী চাকুরিয়া চায়। বক্স নং ৭৫৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৯৪)

গড়িয়া স্টেশন ও বাজার সন্নিকটে (১০ মিঃ) দুই বড় কামরাযুক্ত নতুন মোজায়েক চারটি ফ্ল্যাট ভাড়া ৬০/৮০৲। প্রচুর জল পাকা রাস্তা। চারটি একত্রে নিলে ২৫০৲। বক্স নং ৭৭১৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬২২)

অফিসারের জন্য মধ্য কলিকাতায় তিন কামরার ফ্ল্যাট চাই। বক্স নং ৫০৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬২৬৭)

২ খানা ঘরের ফ্ল্যাট ভাড়া ১১০৲। ননী দে, ৮৭।১৭বি বোসপুকুর রোড, কসবা, রবি পার্ক, কলি ৪২, সর্বসুবিধাযুক্ত। (সি ৭১৬৫)

ব্যক্তিগত

শ্রীমতী রীতি ও শ্রীমান দেবাশিসের শুভবিবাহ আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, "জুসলা হাউসে", ৩/১ ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস, কলিকাতা, যাহা সম্পন্ন হইবার বন্দোবস্ত ছিল, তাহা পাত্রের পিতার বিশেষ অসুস্থতার জন্য স্থগিত রাখা হইল। নিমন্ত্রিতরা মার্জনা করিবেন। শঙ্করনারায়ণ সেন। (সি ৭২১৭)

মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজ—বেহালা। শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী ও অভিভাবকদিগকে অঞ্জলি ও আরতির নির্ঘণ্টে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানাই—সম্পাদক। (সি ৭০৭৯)

ওয়েলিংটন স্কোয়ার/সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড/ধর্মতলা স্ট্রীট অঞ্চলে এ্যামবাসাডার গাড়ী রাখার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক গ্যারেজ ভাড়া লইতে চাই। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। মিঃ মিত্র, ফোন—২২-০০০৫ (অফিস সময়ে)। (৭২৫১)

মোটরকার ও লরী

চালু অবস্থায় অস্টিন এ-৪০ বিক্রয়। ডঃ পি পি সরকার, পি-২৪১, লেক টাউন ব্লক-এ দুপুর ১টা হইতে ৫টা। (সি ৭২৯০)

বিক্রয়—বাতিল ট্যাক্সী, এ্যাম্বাস্যাডার মডেল-৬১। ফোন ৫৫-১৬৬৪ (১টা-৫টা) অনুসন্ধান ২, নিবেদিতা লেন, কলি-৩। (সি ৭২৫৮)

একটি সি জে ৩বি '৬৩ মডেল উইলিস জীপগাড়ী টিপটপ চালু অবস্থায় বিক্রয় হইবে। অনন্তকুমার মাইতি, ২৮বি রতনবাবু রোড, কাশীপুর, কলিকাতা-২। (সি ৭২৩০)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

শ্রীবিদ্যুৎকুমার সাহা (বাবু) ৪' (১৩)

শ্যামবর্ণ, ডান বাহুর উপর কাটা দাগ। গত ৪-১-৭১ হইতে নিরুদ্দেশ। সন্ধান প্রার্থী। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, ১৩৭/১৫ নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড কলিকাতা-১১। ৩৫-৩১৩২। (সি ৭১৬৯)

শিবরাম দে (১৫) ৫' গত ৩-১-৭১ হইতে নিরুদ্দেশ। স্বাস্থ্যবান, কালো, পরনে হাফ প্যাণ্ট ও খয়েরী জামা। কেহ সন্ধান দিলে ৫০৲ পুরস্কার দিব। গোপালচন্দ্র দে, পোঃ—ছাতনা, গ্রাম—ছাতনা, বাঁকুড়া। (সি ৭০৭০)

গত ৩১।১২।৬৯ ৩০বি বাসে একটি রিস্ট ওয়াচ পাওয়া গিয়াছে। প্রমাণসহ লিখুন। বক্স নং ৭৪৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৩৮)

দীপক দে (১৭) ফর্সা, কপালের ডানদিকে

তিল আছে। গড়ন পাতলা, উচ্চতা ৫'-৪" কেহ সন্ধান দিলে পুরস্কৃত করিব। শিবনাথ দে: ১/১বি, গোবিন্দ সরকার লেন, বহুবাজার কলিকাতা। (সি ৭২৬৬)

ছাপাখানা

ছাপাখানার সুবর্ণ সুযোগ

ছাপাখানার পুরানো বার্মা কাঠের কেস, গেলী, র‍্যাক ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় হইবে। ইউরেকা টাইপ ফাউণ্ড্রী, ২১ গিরিবাবু লেন, কলিকাতা-১২। ফোনঃ ৩৪-৩৩৫৬। (৭২৫২)

বিদেশ যাত্রা

শ্রীমান কল্যাণকান্তি দালাল শিবপুর বি-ই কলেজ হইতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য গত ১৪ই জানুয়ারী বিমানযোগে নিউইয়র্ক গিয়াছে। (সি ৭২৬৪)

ক্রয়-বিক্রয়

একটি সুপ্রতিষ্ঠিত করেসপণ্ডেন্স কলেজ লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৭৪৩১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২২৫)

বিক্রয়—স্থায়ী, উত্তম, চালু সিনেমা তারকেশ্বরের সন্নিকটে। কুমার ইলেকট্রিক, ১২, রবীন্দ্র সরণী, কলি-১, ৩৪-৫৬৯০। (সি ৭৬২৪)

দেখাশুনা করার অভাবে পাইকপাড়া এলাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত এ্যাডপলে রোইং কারখানা/অফিস লোকাল স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারস, টেলিফোন, প্রভিন্সিয়াল, ও সেণ্ট্রাল সেলসট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন সহ বিক্রয় আছে। বক্স নং ৭৭০২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬০৩)

জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনা

পাত্র-পাত্রীদের বিবাহ কখন ও কিরূপ হইবে, কিংবা আদৌ বিবাহ হইবে কিনা ও তৎসহ দাম্পত্য জীবনের বিশদ গণনার জন্য জন্মসনতারিখ, সময় ও জন্মস্থানের নাম এবং নিয়মাদির জন্য স্বনাম-ঠিকানা লিখিত পোস্টাল খামসহ লিখুনঃ—জ্যোতির্বিদ ভৃগুশাস্ত্রী পণ্ডিত সমাজপতি, ২ ঢাকুরিয়া কালীবাড়ী লেন, কলি-৩১। (সি ৭৩০৯)

ব্যবসা-বাণিজ্য

ঊষা সোয়িং মেসিন ওয়ার্কস

১৮৩এ, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড কলিকাতা-৩১

অটো/ক্যাপস্টান এবং প্রেস কম্পোনেণ্ট-এর সরবরাহ পাইতে ইচ্ছুক। সরবরাহ করিতে সক্ষম পক্ষগণ বিবরণীর জন্য পারচেজ ডিপার্টমেণ্টের সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন। (৭৬৩১)

ভিজা ঘেস

রাস্তা, বাঁধ তৈয়ারী, নীচু জমি ও পুকুর, ফ্যাক্টরি ইয়ার্ড ইত্যাদি ভরাট করার পক্ষে সবচেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে সস্তা। যোগাযোগ করুন : **ধরম পাল চাধা অ্যাণ্ড সন্স**, ৩, ম্যাডান স্ট্রীট, কলি-১৩, ২৩—৫৩১৮ (৬২৭২এ)

আহার ও বাসস্থান

দঃ কলিঃ ১১০—১৩০৲-য় ট্রাম-বাস-স্টপ সংলগ্ন আহার ও বাসস্থান। ২০৬বি, এস পি মুখার্জী রোড, দোতলা, কলি-২৬। (বিও—৪৩১৪)

মেস ও বোর্ডিং

শিয়ালদহের নিকট উত্তম পজিশনে মহিলাদের মেসে সিট খালি আছে। অনুসন্ধান :—মিসেস বোস, ৪০নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)। (সি ৭২৩৯)

হোটেল ও রেস্তোরাঁ

কারকো

রেখা, পূর্ণিমা, করিম,প্রেমাজিতের গানে, বাচ্চু, নিতাই, পান্নার সঙ্গীতে মুখর, তৎসঙ্গে সুখাদ্য পরিবেশন আমাদের বৈশিষ্ট্য। (সি ৭৩৬১)

রেডিও-গ্রামোফোন

ন্যায্যমূল্যে মেরামত, বদলে নূতন। সস্তায় অল্প ব্যবহৃত রেডিও, চেঞ্জার, টেপরেকর্ড। টেলিরেডিও, নিউমার্কেট, ফুলপটি। (সি ৬৯১০)

তীর্থ ও প্রমোদ ভ্রমণ

ভারত ভ্রমণ সংঘ

লাক্সারি কোচযোগে ১২ দিন ভ্রমণ, নেপাল, পশুপতিনাথধাম ইত্যাদি। আহারাদিসহ—১৪৫৲ টাকা, শুভযাত্রা ১৯শে ফেব্রুয়ারি। অজিত বসু, ৪২বি, বাদুড়বাগান স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ৭১৪৯)

সর্বভারত তীর্থ দর্শন

টুরিস্টকোচ ১। পশুপতিনাথ, নেপাল ১৮৫৲ ২২৫৲ ১৯।২ ২। রামেশ্বর ও দক্ষিণ ভারত ৪২৫৲ ৪৭৫৲ ১২।২, ১৯।২, ৩। দ্বারকা, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ৪৪৫৲ ২৮।২, ৪। বৃন্দাবন, উত্তর ভারত ২২৫৲ ৩২৫৲ ৭।৩। বুকিং চলিতেছে। ঘোষ স্পেশ্যাল, ৩৪, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলি-১। ফোন : ২২-৮৬৬৬। (সি ৭২৪২)

জনতা স্পেশ্যালে আরামে আনন্দে

টুরিস্টকোচে —শিবরাত্রে— পশুপতিনাথ —কাটমাণ্ডু নেপাল ১৯।২—দোলযাত্রায় বৃন্দাবন—উত্তর ভারত ১০।৩। পি-৪০ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস। কলি-১। ফোন-৩৪-৯৫০১। (সি ৭২২১)

কুণ্ডু স্পেশ্যালে

শিবরাত্রিতে—(১) মাদ্রাজ হইতে সুপার ডিলাক্স বাসে দক্ষিণ ভারত—১৫/২। (২) শ্রীশ্রীপশুপতিনাথ—২০/২। দোলযাত্রায়—(৩) দ্বারকাধাম—৪/৩। (৪) বৃন্দাবনধামসহ উত্তর ভারত—৯/৩। ৪০/১ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। ফোন : ২২-৭২৪৭। (৭৪১২ এ)

ব্যানার্জী স্পেশ্যাল

টুরিস্ট কোচে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে (১) শ্রীশ্রীরামেশ্বরধাম, সমগ্র দক্ষিণ ভারত—২০-২-৭১। (২) নেপালে শ্রীশ্রীপশুপতিনাথ ধাম—১৯-২-৭১। পরিচালক—শ্রীস্বপন ব্যানার্জী, যোগাযোগ নীলমণি হালদার এণ্ড কোং, ১১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-১৩। ফোন ২৩-৩৮৮৯। (সি ৭২৫২)

গোস্বামী তীর্থ পরিক্রমণ

মহাপ্রভুর পথে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে চলুন। ১৬।২।৭১। হাওড়া ব্রীজ, কলি-৭। ৩৫-২৬২৬। (সি ৭২৭২)

ভারত তীর্থ দর্শন

টুরিস্টকোচে ভ্রমণ— (১) শিবরাত্রিতে—শ্রীশ্রীরামেশ্বরধাম, সমগ্র দক্ষিণ ভারত—(২) পশুপতিনাথ ধাম (নেপাল)—১৭ ফেব্রুয়ারী। দোলযাত্রায়— (৩) বৃন্দাবন ধাম, উত্তর ভারত (৪) দ্বারকা ধাম, রাজস্থান। ৬ মার্চ। শিবপদ রক্ষিত, ৩৪, স্ট্র্যাণ্ড রোড (তিনতলা), কলিকাতা-১, ফোন: ২২-৩৮৯৯। (৬৮০৭ এ)

জয়রামবাটী-কামারপুকুর-বিষ্ণুপুর যাত্রা ৭।২—বক্রেশ্বর-তারাপীঠ-জয়দেব-ময়ূরাক্ষী-বোলপুরে। জনতা স্পেশ্যাল, পি-৪০ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলি-১। ফোন : ৩৪-৯৫০১। (সি ৭৪০২)

ট্রান্সওয়ার্ল্ড ট্রাভেলস

পশুপতিনাথ (বিমানে) ৪১৫৲, ২১/২, বৃন্দাবনধাম সহ উত্তর ভারত ২৫০৲, ৮ই মার্চ। বুকিং চলিতেছে। ১৬৭/৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩। ফোনঃ ২৪-২৫৪৭। (৪৫৭২ এ)

মুখার্জী স্পেশ্যালে (টুরিস্ট ট্রেনে) ভ্রমণ। দোলে—বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর ভারত। পুরী, কোনারক। ৭/২—(বাসে) কামারপুকুর, বিষ্ণুপুর। ১৩/২—তারাপীঠ, বক্রেশ্বর। ২৪/২বি, সাহানগর রোড। কালীঘাট। (৪৬-৯১৬৩) (সি ৭৬১৩)

বাদ্যযন্ত্র

পালো স্সাপরানি (ইটালী) ৯৬ বেসের একর্ডিয়ান বিক্রয় আছে। মাধবচন্দ্র দাঁ, ১৯পি, মোহনচাঁদ রোড, খিদিরপুর, কলি-২৩। (সি ৭১৬২)

সঙ্গীত-কলা

সরগম্

৭, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলি-৬ উচ্চাঙ্গ—অমিয়রঞ্জন বন্দ্যো। রবীন্দ্র-সঙ্গীত—সুবিনয় রায়, চিত্তপ্রিয় মুখোঃ, অরবিন্দ বিশ্বাস, সুনীল চক্রবর্তী, সুশীল মল্লিক। লোকগীতি—দিনেন্দ্র চৌধুরী। আধুনিক—সুধীন দাশগুপ্ত, সুকুমার মিত্র, অশোক রায়। গীটার—সুনীল গাঙ্গুলী, অভিজিৎ নাথ, লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী। নৃত্য—মণিশংকর। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাক্রম। পরিচালনা—সীমা দাস। সাক্ষাৎ—বিকেল ৬—৮টা, রবিবার সকাল ৯—১১টা। (সি ৭৪৭৮)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

শ্রীনন্দা গুরুগৃহ বিদ্যালয়

(সরকার অনুমোদিত)

শিশুমান হইতে মাধ্যমিক মান পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের থাকা-খাওয়া ও অতি মনোরম ও অনুকূল পরিবেশে পড়াশুনা করানো হইয়া থাকে। আবেদন করুন। অধ্যক্ষ, শ্রীনন্দা, পোঃ বোলপুর। (সি ৭৩৮৭)

ছোটজাগুলিয়া জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল

গ্রাম ও পোস্ট—ছোটজাগুলিয়া জেলা—২৪ পরগনা

তিন বৎসরের জুনিয়র ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন-পত্র আহ্বান করা যাইতেছে। অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ দেওয়া হইবে। বয়স ১৪ হইতে ১৭ বৎসর। শতকরা ৫০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়। বেতন দিতে হয় না। তফশীলি জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা শিথিলযোগ্য। জুনিয়র ডিপ্লোমা পাশ ছাত্ররা চাকুরীর ক্ষেত্রে হায়ার-সেকেণ্ডারীর সমতুল এবং পলিটেকনিকে ভর্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। নিয়মাবলী ও আবেদনপত্রের জন্য ১·০০ (এক টাকার) পোস্টাল অর্ডার সহ অধ্যক্ষের নিকট ১৫।২।৭১ তারিখের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। ছাত্র-নিবাসের ব্যবস্থা আছে। (৭৪৭৪)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা শিক্ষা মন্দির

(বি টি কলেজ)

গ্রাম ও পোঃ আনুড়, জেলা হুগলী

জুলাই ১৯৭১ হইতে বি টি ক্লাসে (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তির জন্য স্নাতক শিক্ষকদের এবং ফ্রেসারদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। পাঁচ টাকা মূল্যের ক্রসড পোস্টাল অর্ডার এবং নিজের নাম ঠিকানা সহ যথোপযুক্ত ডাকটিকিটযুক্ত ৯"×৪" খাম সহ অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট ১৯৭১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দরখাস্ত করিলে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র এবং প্রসপেক্টাস পাঠান হইবে।

অধ্যক্ষ (৭৬৯৯)

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা। সর্বোচ্চ M D H ডিপ্লোমা দেওয়া হয়, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বিনামূল্যে প্রস্পেক্টাসের জন্য লিখুন : Premier Homeopathic Medical college, 184 Sector 19A chandigah, ভারতের বৃহত্তম কলেজ। (২৫১৬)

বিশ্বনাথ মিশন মডার্ন নার্সারী এ্যাণ্ড কে জি স্কুল ১০৭, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া। ভর্তি চলিতেছে। সময় সকাল ৭॥—১১টা। (৫০৮৬)

শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ

গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

জুলাই, ১৯৭১ হইতে আরম্ভমাণ বি, এড (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য পুরুষ ও মহিলা স্নাতকদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। এযাবৎ পরীক্ষার ফল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুরুষ শিক্ষার্থিগণের জন্য ছাত্রাবাস (আসনসংখ্যা সীমিত) আছে। যোগ্যতার ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক ছাত্রকে সরকারী স্টাইপেণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। কলেজ অফিস হইতে ১৲ মূল্যে দরখাস্তের ফরম সংগ্রহ করিতে হইবে অথবা নিজ-নাম-ঠিকানা-লেখা, ০·২০ পয়সা মূল্যের ডাকটিকিটযুক্ত খাম ও অধ্যক্ষ, গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের নামে ১৲ মূল্যের ক্রসড পোস্টাল অর্ডার পাঠাইয়াও ঐ ফরম সংগ্রহ করা যাইবে। মনিঅর্ডারযোগে টাকা গৃহীত হইবে না। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ই মার্চ, ১৯৭১। (৬৩৭৮)

এম-এ, এম-কম, অনার্স ১৯৭০/৭১'র এম-সি-সি সাজেসন। দাম ১৫৲। শিক্ষার্থী বি-এ পার্ট-১।২ সাজেসন। দাম-৩৲। ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি৯ এবং ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, (তেতলা)। (সি ৭২২৬)

আলফা মোটর ট্রেনিং স্কুল

মোটর চালনা শিক্ষা যে কোন সময়ে ভর্তি অবসর সময়েও শিক্ষা দেওয়া হয় ৬০এ, গরচা রোড, কলি-১৯। ফোনঃ ৪৭-৭০৭১, ৪৭-২৯৫৫। (সি ৬৪০০)

ভবানীপুর টিউটোরিয়াল হোম

৭২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড (সেবাসদনের সম্মুখে, কলি-২৬) ফোনঃ— ৪৭-৪৪১৯

স্কুল-ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী, পি-ইউ, বি-এ, বি এস-সি ও বি-কম—পাশ ও অনার্স, এম-এ, এম এস-সি ও এম-কম (রেগুলার ও প্রাইভেট) পরীক্ষার্থীদের কোচিং দেওয়ার সুব্যবস্থা আছে। অভিজ্ঞ ও কৃতী শিক্ষকেরা এবং প্রথম শ্রেণীর কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা পড়ান। ছোট ছোট গ্রুপে ক্লাস হয়। ছাত্রীদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। পাশের হার বরাবরই অতীব সন্তোষজনক। ভর্তি চলিতেছে। সময় :—বেলা ৩টা—রাত্রি ৮টা। সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় ক্লাস। শাখাসমূহ :—৫৯এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড (কালীঘাট, হাজরার মোড়ে, ৪৭-৪৯২৬); ১৯৩, রাসবিহারী এভেন্যু (বালীগঞ্জ, অলেয়ার সামনে); ৩৩এ, মহাত্মা গান্ধী রোড (শিয়ালদহ, স্টেশনের নিকট); ১/ডি, শ্যামলাল স্ট্রীট (শ্যামবাজার, পাঁচমাথার মোড় ও মোহনলাল স্ট্রীটের নিকট) ও ৪৫৫, ডায়মণ্ড হারবার রোড, (বেহালা, ট্রাম ডিপোর পাশে)। (৭৬০৯ এ)

চাকরী চাই। বাংলা মাধ্যমে টেলিফোন অপারেটিং শিখুন। সেণ্ট জুডস, ৪৮, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১৬, ৪৪-৮৮০২। (সি ৭৩২১)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন ভর্তি : ১৯৭১-৭২

১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনে বি এড কোর্সে ভর্তির জন্য অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

ইনস্টিটিউটটি আবাসিক, কিন্তু ডে-স্কলারগণও ভর্তির যোগ্য; এবং এই কোর্সটি পুরুষ ও মহিলা, উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত।

প্রার্থীদের সুঠাম দেহ, উত্তম স্বাস্থ্য থাকিতে হইবে এবং খেলাধুলায় পারদর্শী হইতে হইবে। প্রার্থীর বয়স অনধিক ২৫ বৎসর হওয়া চাই (ডেপুটেড টীচার ও খেলাধুলায় বিশেষ পারদর্শী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিথিলযোগ্য)।

সপ্তাহের কাজের দিন বেলা ১১টা ও বেলা ৩টার মধ্যে ও শনিবার বেলা ১১টা ও বেলা ১টার মধ্যে স্বয়ং আসিয়া নগদ ২৲ টাকা আদায় দিলে কিংবা "দি ইউনিভার্সিটি অফ কল্যাণী"-কে প্রদেয় ২৲ টাকার রেখিত পোস্টাল অর্ডার সহ নিজের নামঠিকানা লেখা ডাকটিকিট (৩৫ পয়সা)যুক্ত ১০"×৪" আকারের খাম পাঠাইলে রেজিস্ট্রারের অফিস, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পোঃ অঃ কল্যাণী, জেলা নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় দরখাস্তের নির্ধারিত ফরম ও প্রসপেক্টাস পাওয়া যাইবে।

শংসাপত্র, মার্কশীট ইত্যাদির যথাযথভাবে প্রত্যায়িত নকলসহ দরখাস্ত ফরম সর্বশেষ ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রারের অফিসে পৌঁছা চাই।

স্বাঃ বি কে বিশ্বাস
অ্যাসিঃ রেজিস্ট্রার (৭৭২৭)

পাবলিক নোটিস

কমিশনার, কমার্সিয়াল ট্যাক্সেজ, ১৪ বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা-১৫ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, ১৯৪১ সালের বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স রুলসের (৬) সাব-রুলের বিধানাবলী অনুসারে নিম্নলিখিত ডিক্লারেশন ফরমগুলি বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স রুলসের ২৭এ রুলের (৪) সাব-রুল অধীনে বাতিল করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স রুলসের ২৭এ(৪) রুল অধীনে যে সকল ডিক্লারেশন ফরম বাতিল করা হইয়াছে তাহাদের ক্রমিক নম্বর এবং যথোপযুক্ত কমার্সিয়াল ট্যাক্স অফিসার কর্তৃক যাহাদিগকে ডিক্লারেশন ফরম ইসু করা হইয়াছিল সেই ডিলার/সংস্থার নাম ও ঠিকানা এবং আর সি নম্বর যথাক্রমে নিম্নরূপঃ—(১) বি/৩—০৭৯৬৫৩ হইতে বি/৩—০৭৯৬৫৫; মেসার্স সুইচ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়ালস, ১০৪ ক্রিস্টোফার রোড, কলিকাতা; বি এইচ/৩৭৭৪এ। (২) বি/৫—১০৫১১৪ হইতে বি/৫—১০৫১১৮ এবং সি—৭৫৫৪০৪ হইতে সি—৭৫৫৪১৬; মেসার্স ভি ডি স্বামী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৮ রিচি রোড, কলিকাতা-১৯; বি এইচ/৪৩৭৪এ। (৩) বি/৫—৭০৪৪৬৬ হইতে বি/৫—৭০৪৪৭৫ এবং বি/৫—৭০৪৭৯৬ হইতে বি/৫—৭০৪৭৯৯; মেসার্স মেঘরাজ মথুরাদাস রাইস মিল, ১১ আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা; সি আর/২৫৮বি। (৪) বি/৫—৭০৪৪৪৪, বি/৫—৭০৪৪৫৪; মেসার্স পুনমচাঁদ রামকিষণ (পি) লিঃ, ১১ আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা; সি আর/২৪বি। (৫) বি/৩—১৪৫৪৩৩ হইতে বি/৩—১৪৫৪৪০; মেসার্স বৈজনাথ শ্রীলাল, ৭১ যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট, কলিকাতা; এম আর/১৪৫বি। (৬) এ—২০১৪৬১ হইতে এ—২০১৪৬৫; মেসার্স বিশ্বেশ্বরলাল কানহাইয়ালাল, ১৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা; এম আর/১৩৭১এ। (৭) বি/৪—৩০৪২৪৮ হইতে বি/৪—৩০৪৩০০; মেসার্স লছমী হার্ডওয়ার স্টোর্স, ১১৩বি মনোহর দাস চক, কলিকাতা; এম আর/২১০৪এ। (৮) বি/৪—৩০৫৩৮৭ হইতে বি/৪—৩০৫৩৮৯ এবং সি-৮৬৯৮৩৬; দি কালকাটা সাপ্লাই কোং, ৬৪বি যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা; এস এইচ/৩৪৫২এ। (৯) বি/৫—১১৪৪০৫ হইতে বি/৫—১১৪৪০৭; ইণ্টারন্যাশনাল টায়ারস কোং, ১৪ গ্যালিফ স্ট্রীট, কলিকাতা; এস এইচ/১৪৬১এ। (১০) বি/৩—৭৯২৯১৪ হইতে বি/৩—৭৯২৯২৫; মেসার্স ভ্যানগার্ড সাইকেল কোং, পি-১৫ বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা; এস এল/৪৩৮১এ। (১১) ডি—৮৬৯৬৪২; মেসার্স প্রসাদ অ্যাণ্ড প্রসাদ, ৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩; এস এল/৪৯২৩এ।
৩৩৪(২) আই পি আর/৭১ (৭৬৯৭)

টেণ্ডার

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, পি ডবলিউ (রোডস), ২৪ পরগণা কনস্ট্রাকশন ডিভিঃ, পি-৫, সি আইটি রোড, ৭ম তল, কলিকাতা-১৪—২৪ পরগণা জেলার নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন, অভিজ্ঞ ও প্রকৃত সরবরাহকারী এবং বর্তমান রুল অনুযায়ী পি ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর ঠিকাদারদের নিকট হইতে ২৯০৪নং বি এফ-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন :—(১) "জয়নগর-মরদা-জীবন মণ্ডলহাট রোড নির্মাণ (১ম হইতে ৪র্থ মাইলে রাস্তার পার্শ্বে পাথরের খোয়া ও কুঁচি সরবরাহ)" এবং (২) "বেড়াচাঁপা হইতে বাদুড়িয়া পর্যন্ত অংশের বন্যাজনিত ক্ষতি (১৯৭০) মেরামত (পাকুড় কোয়ালিটির পাথর খোয়া ও কুঁচি সরবরাহ)"। অনুমিত ব্যয় : (১) ১,৩৪,৪০০ টাকা; (২) ১,৩৩,০২১ টাকা। বায়নার পরিমাণ : (১) ২,৬৮৮ টাকা; (২) ২,৬৬০ টাকা। কার্য সমাপ্তির মেয়াদ : কাজের অর্ডার ইসুর তারিখ হইতে চার মাস। উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে টেণ্ডারের বিস্তারিত কাগজপত্র দেখা যাইবে এবং উক্ত স্থান হইতে ১৯৭১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত (অপরাহ্ন ৪টা পর্যন্ত) উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের সন্তুষ্টিবিধান মত টেণ্ডারদাতার নির্ভরযোগ্য ও সঙ্গতি সম্পর্কে পরিচয়পত্রাদি এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইয়া এবং নির্ধারিত ফী আদায় দিয়া শনিবার মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে এবং অন্যান্য কাজের দিন বেলা ২টা হইতে বেলা ৪টার মধ্যে টেণ্ডার ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্র ইসুর জন্য দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ (বিকাল ৫-৩০টা পর্যন্ত)। টেণ্ডার ১৯৭১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী বেলা ৩টা পর্যন্ত উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক তাঁহার অফিসে গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় তৎকর্তৃক খোলা হইবে।
৩৯০(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭৬৯৫)

সিভিল ওয়ার্কস নির্মাণের মালমসলার জন্য টেণ্ডার

কংক্রিট, ব্রিক ওয়ার্ক, সি আই, জি আই এবং হিউম পাইপিং, স্যানিটারি ফিটিংস, এসবেস্টস রুফিং ইত্যাদি সম্বলিত সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং নির্মাণ কাজের জন্য মালমসলা সরবরাহের জন্য স্বীকৃত সরবরাহকদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ২ (দুই) মাস সময় মধ্যে কলিকাতা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্টগুলির সর্বত্র ১০ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যে মালপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। ইহা প্রকাশের তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিন মধ্যে উপরোক্ত কাজের ধরনের সম্ভাব্য সকল দফা সাইটে ডেলিভারীর জন্য দর পেশ করুন : বক্স নং ৭৭৩৩, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১।

টেণ্ডার

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি ডিভি, কনস্ট্রাকশন বোর্ড ডিরেক্টরেট (পি ডব্লিউ ডি), "বনবাস প্যালেস", বি সি রোড, পোঃ অঃ বর্ধমান—"বর্ধমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ-৯এ টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার্স (১৯৭১) নির্মাণের জন্য কনস্ট্রাকশন বোর্ড এবং পি ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ২য় শ্রেণীর ঠিকাদার ও প্রকৃত অভিজ্ঞ বাহিরের ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত বরাদ্দ : ৮৮,৩৮৩ টাকা। বায়নার পরিমাণ : ১,৭৬৮ টাকা। কনস্ট্রাকশন বোর্ড ডিরেক্টরেটের যে সমস্ত ঠিকাদার ৫০,০০০ টাকার স্থায়ী জামীন জমা রাখিয়াছেন, তাঁহারা বায়নার টাকা জমা দেওয়া হইতে রেহাই পাইবেন। অন্যান্যদের টি আর ফরম নং ৭ অধীনে ট্রেজারী বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে অথবা উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অনুকূলে যথাযথভাবে দায়াবদ্ধ করিয়া এন ডি সি মারফত আবশ্যক বায়নার টাকা জমা দিতে হইবে। কাজের তফসিল, শর্তাদি, স্পেসিফিকেশন, বিশদ টেণ্ডার নোটিস ইত্যাদি উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার/একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ক্যালকাটা ডিভিসন-১, কনস্ট্রাকশন বোর্ড ডিরেক্টরেট (পি ডবলিউ ডি), পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩-এর অফিসে দেখা যাইবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত হালসময়ের আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের সার্টিফিকেট দেখাইয়া প্রতি প্রস্থ নগদ ১০ টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে সকল কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে টেণ্ডারের কাগজপত্র উক্ত অফিসারের নিকট পাওয়া যাইবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং উহার অব্যবহিত পর প্রকাশ্যে খোলা হইবে।
৩৯১(২) আই পি আর/৭১ (৭৬৯৬)

টেণ্ডার

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভরনরস এস্টেটস, পশ্চিমবঙ্গ, ২ লারকিন লেন, কলিকাতা-১, "কলিকাতার রাজভবনের মেন বিল্ডিং-এর বহিরাংশের বিশেষ মেরামত"-এর জন্য পি ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ২য় শ্রেণীর ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডবলু বি ২৯১১(২) নং ফরমে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। কাজটির অনুমিত ব্যয় : ৬১,০৯১ টাকা। বায়নার পরিমাণ : অনুমিত ব্যয়ের ২½% অথবা স্থায়ী জমা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ : কাজের অর্ডারের তারিখ হইতে তিন মাস। উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে অফিস চলার কালে টেণ্ডারের কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিবরণী দেখা যাইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্র পাইতে হইলে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখের মধ্যে আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের হালসময়ের বৈধ শংসাপত্র দাখিল করিতে হইবে। ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্তৃক তাঁহার অফিসে টেণ্ডার গৃহীত হইবে।
৩৮৮(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৭৬৯৪)

টেণ্ডার নোটিস

স্টেট ফিসারিজ ডেভেলপমেণ্ট কর-পোরেশন লিঃ, ৪৩নং সেক্সপীয়ার সরণী, কলিকাতা-১৭, ২৪ পরগণায় মহারাজগঞ্জে মৎস্য চাষের যোগ্য পুকুর তৈয়ারীর জন্য প্রকৃত ও সঙ্গতিসম্পন্ন কন্ট্রাকটারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছে। ১৭-২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার লওয়া হইবে। উক্ত অফিসে টেণ্ডার ফরম ও কার্যের বিবরণাদি পাওয়া যাইবে। কাজের আনুমানিক মূল্য যথাক্রমে ৮৪,৯৫৯, ৮৭,১২৭ ও ৭১,৬৩৭ টাকা। (৭৬০৮)

টেণ্ডার নোটিশ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব, পুরানো কাগজ, রেকর্ড, সংবাদপত্র ইত্যাদি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট হইতে এক বৎসরের চুক্তিতে, ১৯৭১ সালের জন্য পর্ষদের নির্দিষ্ট ফরমে (৫৲ টাকা মূল্যে প্রাপ্তব্য) টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। শীল-মোহর যুক্ত টেণ্ডার গ্রহণ করিবার শেষ তারিখঃ—৮/২/৭১ ইং। (৭৬২৬)

পশ্চিমবঙ্গের মাটিগাড়ায় (রেলওয়ে স্টেশন শিলিগুড়ি) মাল্টিপারপাস ডেয়ারির জন্য মাল সরবরাহ ও প্ল্যাণ্ট সংস্থাপনের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে পশ্চিমবঙ্গের মিল্ক কমিশনার মারফৎ সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং ঐগুলি ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ১০ম তল, কলিকাতা—১ ঠিকানাস্থিত পশ্চিমবঙ্গের মিল্ক কমিশনারের অফিসে গৃহীত হইবে। টেণ্ডার ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টায় এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারগণ কর্তৃক টেণ্ডারদাতাদের উপস্থিতিতে খোলা হইবে। উপরোক্ত দ্রব্য/প্ল্যাণ্ট/সরঞ্জাম টেণ্ডার সিডিউলে নির্দেশিত মত ডেলিভারি দিতে হইবে এবং সংস্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেকটি বাবদ ২৫৲ টাকা আদায় দিয়া ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, কলিকাতা ঠিকানাস্থ পশ্চিমবঙ্গের মিল্ক কমিশনারের অফিসের পারচেজ সেকশনের কাউণ্টারে সপ্তাহের কাজের দিনে বেলা ২টা পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১২টা পর্যন্ত টেণ্ডার সিডিউল এবং অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার খোলার তারিখে টেণ্ডার ফরম বিক্রয় করা হইবে না। পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের মিল্ক কমিশনারের অফিস কর্তৃক ইস্যু করা ১৪ নং টেণ্ডার নোটিশের সংশোধনক্রমে এই বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা হইল।
৩৮৯(৩)আইপিআর/এ/৭১ (৭৬৯৩)

টেন্ডার

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ফেব্রুয়ারি হইতে মার্চ ১৯৭১ সময়ে (১) মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (২) বেশ কিছু পরিমাণ লেবরেটরি কেমিক্যালস, দ্রব্যাদি, ফার্নিচার ক্রয় করিবার এবং (৩) কতগুলি যন্ত্রপাতি ও ফার্নিচার মেরামত করাইবার সম্ভাবনা আছে—সবগুলিই কলেজ নোটিস বোর্ডে সময়ে সময়ে ঘোষণার প্রত্যুত্তরের ভিত্তিতে হইবে। মাল বিক্রয়ে অথবা মেরামতের কাজ হাতে লইতে আগ্রহী ব্যক্তি ও ফার্মসমূহ কলেজ বিল্ডিংএ স্ব স্ব বিজ্ঞান বিভাগের নোটিস বোর্ডে বেলা ১টা হইতে ২টার মধ্যে ঐরূপ ঘোষণা দেখার ব্যবস্থা করিতে পারেন। অন্যান্য বিবরণ জানার জন্য তাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান বিভাগের কেয়ারটেকারদের হেড এবং কলেজের লাইব্রেরীয়ানের সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন। দরপত্র, অনুসন্ধান ইত্যাদি সম্বলিত খাম স্ব স্ব বিভাগীয় হেড-এর শিরোনামে পাঠাইতে হইবে।

৩৪৭(২)আইপিআর/এ/৭১ (৭৬৯২)

টেলিগ্রাফ চেক অফিস, কলিকাতা-১

১-৪-৭১ হইতে ৩১-৩-৭২ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য নিম্নোক্তগুলি ক্রয়ের নিমিত্ত চীফ অ্যাকাউন্টস অফিসার ১০-৩-৭১ তারিখের মধ্যে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন:—(১) টেলিগ্রাফ ফরম এবং অন্যান্য ছাঁট কাগজ; (২) ঝাঁটাইয়া ফেলা কাগজ, গালার মোহর লাগান বা না লাগান ছেঁড়া খাম ইত্যাদি; (৩) বাজে কাগজ (নষ্ট করার যোগ্য পুরাতন রেকর্ড) এবং (৪) বোর্ড (রেজিস্টারের মলাট)। প্রথম পর্যায়ের কাগজ মাসে প্রায় ১৩৫ কুইনটাল জমা হয় এবং (২), (৩) ও (৪) ২৫ কুইনটাল এবং বৎসরে সমস্ত কাগজ আনুমানিক ১৯০০ কুইনটাল জমা হয়। কলিকাতা-১ অধীন ৩৩ ডালহৌসি স্কোয়ারস্থিত (দক্ষিণ), টেলিগ্রাফ চেক অফিসের চীফ অ্যাকাউন্টস অফিসারের অফিসে প্রকৃত ডিলারগণ আবেদন করিলে টেন্ডারের বিস্তারিত শর্তাবলী পাওয়া যাইবে।

ডি এ ডি পি—৭১০(৬৮৭)/৭০ (৭৩২০)

দরপত্রের নোটিস

কলিকাতাস্থ কোল বোর্ডের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীদের জন্য গ্রীষ্মকালীন উর্দি, যথা—১২৪টি (আনুঃ) সাদা ড্রিল কোট ও প্যান্ট সরবরাহের নিমিত্ত প্রকৃত ফার্মসমূহের নিকট হইতে সীল-করা দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। নমুনা, ডেলিভারির তফসিল সহ "১৯৭১ সালের জন্য গ্রীষ্মকালীন উর্দি সরবরাহ" কথাগুলি উপরেলিখিত দরপত্র নিম্নে উল্লেখিত অফিসারের নিকট ১৮-২-৭১ তারিখে অথবা তাহার পূর্বে পৌঁছা চাই।

এম. চ্যাটার্জী
অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি,
কোল বোর্ড,
১০, আর এন মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-১
(৭৩১৪)

দরপত্রের নোটিস

কলিকাতাস্থ কোল বোর্ডের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীদের জন্য ৬০ জোড়া কালো কাবুলী চপ্পল সরবরাহের নিমিত্ত প্রকৃত ফার্মসমূহের নিকট হইতে সীল-করা দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। নমুনা, ডেলিভারির তফসিল সহ ১৯৭১ সালের জন্য "কাবুলী চপ্পল সরবরাহ" কথাগুলি উপরেলিখিত দরপত্র নিম্নে উল্লেখিত অফিসারের নিকট ২০-২-৭১ তারিখে অথবা তাহার পূর্বে পৌঁছা চাই।

এম. চ্যাটার্জী
অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি
কোল বোর্ড,
১০, আর এন মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-১
(৭৩১৫)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার

১-৪-৭১ হইতে ৩১-৩-৭২ তারিখ পর্যন্ত ধানবাদে রেলওয়ে হাসপাতালে গরুর খাঁটি দুধ সরবরাহের জন্য সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কলিকাতায় এই রেলওয়ের চিফ ক্যাশিয়ারের নিকট অথবা ধানবাদে ডিভিসনাল ক্যাশিয়ারের নিকট প্রতিটি বাবদ ২, টাকা (অফেরত-যোগ্য) আদায় দিলে ও প্রাপ্ত রসিদ দেখাইলে ১১-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত কাজের দিনে বেলা ১০টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে ধানবাদস্থিত ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসারের নিকট টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। ২৪-২-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ৪টার সময় খোলা হইবে। বায়নার পরিমাণ ১০০০, টাকা।

ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসার/
ধানবাদ
জি ১০|৯|পিআরও|মিসে—৪০ (৭৫০৯)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার

১-৪-৭১ হইতে ৩১-৩-৭২ তারিখ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত স্টেশনে কনজারভেন্সি কাজের জন্য নিম্নোক্তগুলি সরবরাহের নিমিত্ত সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে:—

বারওয়াডি — প্রত্যহ আট ঘণ্টার জন্য দুইটি শক্তসমর্থ মহিষ ও দুইজন পূর্ণ-বয়স্ক গাড়োয়ান—রেলওয়ে স্টেশন ও কলোনি হইতে জঞ্জাল ও মলমূত্রাদি অপসারণ এবং রেলওয়ের প্রয়োজনানুযায়ী সেগুলি যথাযথস্থানে ট্রেঞ্চিং ও ডাম্পিং-এর জন্য। কলিকাতাস্থ এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট অথবা ধানবাদস্থ ডিভিঃ ক্যাশিয়ার/বুকিং ক্লার্কের নিকট প্রত্যেকটির জন্য ২, টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইলে ১১-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন বেলা ১০টা ও বেলা ৩টার মধ্যে ধানবাদস্থ ডিভিঃ মেডিক্যাল অফিসারের নিকট টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বায়নার পরিমাণ ২০০, টাকা। টেন্ডার ২৪-২-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে ও সেইদিন বিকাল ৪টায় খোলা হইবে।

ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট/
ধানবাদ
জি ১০|১২|পিআরও|ডিএইচএন—২৯ (৭৫০৮)

ট্রেন বাতিল করা সম্পর্কে

বাঘা যতীন ও গড়িয়ার মধ্যে কিমি ৯/৩০-৩২-তে নিউ ক্যানাল ব্রিজের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ সার্ভিস গার্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে কাজ শেষ করার নিমিত্ত ৩০-১-৭১ তারিখ ঘঃ ২৩-৩০টা হইতে ৩১-১-৭১ তারিখ ঘঃ ৪টা পর্যন্ত এবং ৬-২-৭১ তারিখ ঘঃ ২৩-৩০টা হইতে ৭-২-৭১ তারিখ ঘঃ ৪টা পর্যন্ত কার্যকর ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হইবে। উহার ফলে এস ডি ১২৮ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড-হারবার লোকাল—যাহার ঘঃ ২৩-৩০টায় শিয়ালদহ সাউথ হইতে ছাড়িবার কথা তাহা ৩০-১-৭১ তারিখে এবং ৬-২-৭১ তারিখে বাতিল করা হইবে এবং এস ডি ১০১ আপ ডায়মন্ডহারবার-শিয়ালদহ লোকাল—যাহার ঘঃ ২-৪২টায় ডায়মন্ডহারবার হইতে ছাড়িবার কথা তাহাও ৩১-১-৭১ তারিখে এবং ৭-২-৭১ তারিখে বাতিল করা হইবে। নিরাপদে ট্রেন চলাচলের জন্য ইহা আবশ্যিক এবং ইহার ফলে যাত্রীদের যে অসুবিধা হইবে তাহার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে।

ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট/শিয়ালদহ
জি ১০/৩/পিআরও/এসডিএএইচ—৭২ (৭৬৮৩)

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস

সরাইঘাট ব্রিজের নিকট আমিনগাঁও-এর তীরে ভিড়ানো একটি জলযানের ড্রাই ডকিং ও বড়রকমের মেরামতীর জন্য শিপ-বিল্ডিং ও রিপেয়ারিং ফার্মসমূহের নিকট হইতে সীল-করা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। জলযানটি ও ইহার মেরামতীর বিস্তারিত বিবরণ টেন্ডারের কাগজপত্রে পাওয়া যাইবে। টেন্ডার ১৭-২-১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে ও সেইদিন বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে।

অফেরতযোগ্য ৫ টাকা (পাঁচ টাকা) আদায় দিলে ১৭-২-১৯৭১ তারিখ বেলা ১১টা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিতের নিকট টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

চীফ মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার
এন এফ রেলওয়ে, মালিগাঁও,
গৌহাটি-১১
ডি ৫/১০২ (৭৬৮১)

বিক্রয়-বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যাক্ট (১৮৯০-এর ৯)-এর ৫৫ এবং ৫৬ ধারা অনুযায়ী এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, যে-সব বেওয়ারিশ ধুককরা মালপত্র, পার্সেল ইত্যাদি তিন মাসের অধিককাল রেলওয়ে প্রশাসনের হেপাজতে পড়িয়া আছে—এই নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে রেলওয়ের সমস্ত পাওনা চুকাইয়া দিয়া এবং মূল রসিদ দেখাইয়া সেগুলির ডেলিভারী না লইলে ডিব্রুগড় টাউনস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসে ২৪-২-৭১ তারিখ হইতে এবং শিলিগুড়ি টাউনস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসে ১৭-২-৭১ তারিখ হইতে সেইগুলি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে।

বিক্রেয় মালপত্রগুলির বিশদ তালিকা যথাক্রমে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমারঃ সুপার/ডিব্রুগড় টাউন, গুডস ক্লার্ক ইন চার্জ, লস্ট প্রপার্টি অফিস, ডিব্রুগড় টাউন এবং এরিয়া অফিসার/নিউ জলপাইগুড়ি, ইন-স্পেক্টর-ইন-চার্জ, লস্ট প্রপার্টি অফিস, শিলিগুড়ি টাউন নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

বিক্রয়ের শর্ত

১। অবশ্য নগদ আদায়ের ভিত্তিতে বিক্রয় হইবে।
২। বিক্রীত মালপত্র অবশ্যই অবিলম্বে অপসারণ করিতে হইবে।
৩। ডাক বিতর্কমূলক হইলে দ্রব্যাদি পুনর্বিক্রীত হইবে।
৪। ডাক অসন্তোষজনক মনে হইলে রেলওয়ে যে কোন ডাক প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন অথবা কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন স্তরে যে-কোন মাল বিক্রয় হইতে প্রত্যাহার করিতে পারেন।

রেলওয়ে

৫। নীলাম ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

—চীফ কমার্শিয়াল সুপার/ক্লেমস
এন এফ রেলওয়ে, মালিগাঁও,
গৌহাটি-১১
ডি ৫/১২-২ (৭৬৮০)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার

শালিমার রেলওয়ে রক্ষীবাহিনীর জন্য বিল্ডিং নির্মাণ (প্রথম পর্যায়)।

খড়্গপুরস্থিত ডিভিসনাল ক্যাশিয়ারের অফিসে ১৬-২-৭১ হইতে ২-৩-৭১ তারিখের মধ্যে কাজের দিনে ৫, টাকা আদায় দিয়া প্রাপ্ত রসিদ দেখাইয়া প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে বায়না বাবদ ৫৬০৫, টাকা সহ সীলকরা টেন্ডার ৩-৩-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং খোলা হইবে।

ডিভিসনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট (এঞ্জিনিয়ারিং)
খড়্গপুর
পি আর|এস ই|পি এ|১|এঞ্জিঃ—১৭৫ (৭৬৮৭)

গুডস ট্রাফিক বুকিংয়ের উপর বিধিনিষেধ

শালিমার ও আর্মেনিয়ান ঘাট হইতে ওয়াগেয়ার হইয়া পৌঁছে এরূপ স্টেশন-সমূহের জন্য 'স্মলস' সমেত যাবতীয় গুডস ট্রাফিকের বুকিং এখন হইতে ৫ দিনের জন্য গৃহীত হইবে না।

চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট
পি আর|এস ই|পি এ|১|কপস—৮০ (৭৭৬৬)

ঔষধ ও চিকিৎসক

কোষবৃদ্ধি ব্যথাহীন আরোগ্য। রোগীরা ৪৫ বৎসর পরেও ভাল। কে. এদলজী, ২৭৫ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা। (সি ৬৭৩৬)

শ্বেতী, বাত ও ফাইলেরিয়া রোগে স্বল্প ব্যয়ে এবং সহজসাধ্য পদ্ধতিতে দ্রুত নিরাময়ের জন্য এ কে. এণ্টারপ্রাইজ, ফ্ল্যাট ৬-ডি, ১২, রোল্যান্ড রোড, কলি-কাতা-২০, ফোন : ৪৭-৪৭৩২। (সি ৬৩৯৪)

চাঁদনী ক্লিনিক। ১২৮, মহম্মদপুর, (ইস্ট ব্লকের পিছনে) R K Puram, নিউদিল্লী-২২। অর্শ, ভগন্দর, ফিসার অপারেশন ছাড়া স্থায়ী আরোগ্য। অপারেশনের পরেও। ছুটি—রবি—সকাল ৮-১১টা। (সি ৭৪৬২)

ঋণ-লগ্নী

প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রতিষ্ঠানের ৮০০০, টাকার ঋণের প্রয়োজন বক্স নং ৭৩০৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭৪৩৫)

অতি অল্প সুদে ধানী জমি, বাড়ী, সিনেমা, কারখানা, কোলীয়ারী অথবা ব্যবসায় সত্বর ঋণের প্রয়োজনে লিখুন। বক্স নং ৭২৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪২৫)

আলো ও পাখা

কয়েকটি ডি সি পাখা বিক্রয় আছে। শঙ্করবাবু। ২ রিফিউজ লেন, ৩৫-০৬০৭ (সকালে) কলি-১২। (সি ৭২৭৮)

বন্দুক ও অস্ত্রাদি

বন্দুক, রিভলবার, পিস্তল ও রাইফেল বিক্রয়/ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। এ সি কুন্ডু এন্ড কোং, গান মেকার্স, ১৭০, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ (২৩-৫৬১৩) (সি ৭২১১)

বিবিধ

প্রচুর রাবিশ আছে। সেনবাবু, ৩১, প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রীট, ৩৩-৩১৮৪ (অফিস টাইমে ২৩-০৩৪৪)। (বি ৩—৬১৬)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

নীলামের বিজ্ঞপ্তি

বার্ষিক লাইসেন্স ফী আদায় দিয়া লাইসেন্স কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে ৫ বৎসরের জন্য কর্পোরেশনের নিম্ন-লিখিত পুষ্করিণীগুলিতে মাছের চাষ করা ও মাছ ধরার জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর সম্পর্কে কলিকাতা-১৩ অধীন ৫, এস এন ব্যানার্জি রোডস্থ সেন্ট্রাল মিউনি-সিপ্যাল অফিস বিল্ডিংসে ১৯৭১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বেলা ৩টায় যে প্রকাশ্য নীলাম অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাতে ইচ্ছুক ডাকদাতাগণকে এতদ্দ্বারা আহ্বান করা যাইতেছে:—

(ক) টালা পার্কস্থিত পুষ্করিণী,
(খ) লাউডন স্কোয়ার স্থিত পুষ্করিণী।

ইচ্ছুক ডাকদাতাগণকে নীলামের নির্ধারিত তারিখের অন্তত দুই দিন পূর্বে প্রত্যেক পুষ্করিণীর জন্য বায়নার টাকা হিসাবে নগদ ২০০, টাকা চীফ ভ্যালুয়ার অ্যান্ড সার্ভেয়ারের মারফৎ কর্পোরেশন ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে; অন্যথায় নীলামে কোন ডাক গ্রাহ্য হইবে না।

প্রত্যেক পুষ্করিণীর জন্য প্রাথমিক লাইসেন্স ফী-এর নিমিত্ত এই ডাক হইবে।

নীলাম ও লাইসেন্সের শর্তাবলী যে কোন দিন অফিসের কার্যকালে কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ভ্যালুয়ার অ্যান্ড সার্ভেয়ারের অফিসে দেখা যাইবে।

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
২৯-১-১৯৭১
(৭৬৯১/২)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিতগুলির জন্য দুই প্রস্থে টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং উহা প্রতিটির পার্শ্বে লিখিত তারিখে বেলা ১২টা পর্যন্ত দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে। প্রতি টেন্ডার দুই প্রস্থে খামে ভরিয়া সীল করিয়া উপরে "......................জন্য টেন্ডার" কথাগুলি লিখিয়া কিপার অফ রেকর্ডসের নিকট হইতে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও টেন্ডার ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

টেন্ডারের নাম	অনুমিত বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ	টেন্ডার ফরম সহ স্পেসিফিকেশনের দাম	টেন্ডার খোলার তারিখ
১। চারু অ্যাভিনিউয়ের নিকট (টালিগঞ্জ) ৮"×৬"×১২" ব্যাসের একটি টিউব-ওয়েল বসানো ...	৬৭,০০০, টাকা	৯৭৫, টাকা	প্রতি প্রস্থ ২০, টাকা	১৫-২-৭১
২। কালী টেম্পল রোডের বাঁধের উপর কর্পোরেশনের বাড়তি জমিতে সাধারণের শৌচাগার, প্রস্রাবাগার এবং স্নানাগার নির্মাণ	৯৩,৬০৪, টাকা	২,০৪০, টাকা	প্রতি প্রস্থ ২০, টাকা	১৫-২-৭১
৩। ১লা এপ্রিল ১৯৭১ হইতে ৩১শে মার্চ ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে ঝামা খোয়া ও ইঁটের খোয়া সরবরাহ ও ডেলিভারি ...	১,২০,০০০, টাকা	৭৫০, এল এস	প্রতি প্রস্থ ২০, টাকা	১৮-২-৭১
৪। ১৯৭১-৭২ বৎসরের জন্য মোটরগাড়ি ও লরির জন্য টায়ার, টিউব ও ফ্ল্যাপ সরবরাহ ও ডেলিভারি ...	৫·০০ লক্ষ টাকা আনুমানিক	১,৫০০, টাকা	প্রতি প্রস্থ ৪০, টাকা	২৪-২-৭১

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
২৯।১।৭১
(৭৬৯১/১)

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

দ্রব্যাবলীর জন্য টেন্ডার নোটিস নং এস/১৬/৭০

নিম্নলিখিত দ্রব্যাবলী সরবরাহের জন্য টেন্ডার ৪ নং স্তম্ভে উল্লেখিত তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত এন এফ রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার্স, গৌহাটি-১১ ঠিকানায় গৃহীত হইবে এবং সেইদিনই বেলা ৩টায় খোলা হইবে। নিম্নের ২ নং স্তম্ভে উল্লেখিত টেন্ডারের কাগজপত্র/ড্রয়িং-এর মূল্য (অফেরতযোগ্য) নগদে বা মনিঅর্ডারযোগে আদায় দিলে এন এফ রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার্স, গৌহাটি-১১ ঠিকানাস্থ নিম্নবর্ণিতের নিকট অথবা ডিস্ট্রিক্ট কনট্রোলার অফ স্টোর্স, এন এফ রেলওয়ে, ১১ কনভেন্ট লেন, কলি-কাতা-১৫ ঠিকানায় (কেবল কলিকাতা ফার্মের জন্য) টেন্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে।

ক্রঃ নং	টেন্ডার নং ও টেন্ডারের মূল্য	দ্রব্যাবলীর বিবরণ ও পরিমাণ	দাখিলের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪
১।	এস/ওটি/৮৮/৭০ ৩, টাকা	এস এম অয়্যার গ্যালভানাইজড ৮ এস ডব্লিউ জি=১৬·৫০ মেঃ/টঃ	২৪-২-৭১
২।	এস/ওটি/৮৯/৭০ ৩, টাকা	রিভেট এম এস স্ন্যাপ হেড ৪০ মিঃ মিঃ×১২ মিঃ মিঃ=১৮,৭০০ কেজি	২৫-২-৭১
৩।	এস/ওটি/৯০/৭০ ৫, টাকা	ব্রেক ব্লক সি আই—বি জি-এর জন্য =৫৫৩৮টি	২৬-২-৭১
৪।	এস/ওটি/৯১/৭০ ৩, টাকা	বোল্টু এম এস ব্ল্যাক হেক্সাঃ হেড রাউন্ড বডি—মায় হেক্সাঃ নাট ৫০ মিঃ মিঃ×এম ১৬=১৮,৭৭৯ কেজি	২৭-২-৭১
৫।	এস/ওটি/৯২/৭০ ৩, টাকা	বোল্টু এম এস হেক্সাঃ হেড রাউন্ড বডি মায় হেক্সাঃ নাট সাইজঃ— (ক) ⅜"×২·⅜" ('পি' মার্ক) =২৩,৫৪০টি (খ) —ঐ— —ঐ— ('কিউ' মার্ক) =৩,৪৪০টি	১-৩-৭১
৬।	এস/ওটি/৯৩/৭০ ৩, টাকা	গাইড বোল্টু—স্কোয়ার হেড—আইআর এস ড্রইং অনুযায়ী=৩১০০টি	২-৩-৭১
৭।	এস/ওটি/৯৪/৭০ ৩, টাকা	পশমী জার্সি খাকী 'ভি' গলা—শোল্ডার স্ট্র্যাপের জন্য স্লিট সহ=১৪০০টি	৩-৩-৭১

কন্ট্রোলার অব স্টোরস
এন এফ রেলওয়ে, মালিগাঁও
ডি/৫/১২—২ (৭৬৮২)

আন্ডারটেকিং অফ দি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি লিমিটেড

(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)
১২, আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা—১

টেন্ডার নং পি ২/১/৭১

ট্র্যাকশনের উদ্দেশ্যে বর্তমান ট্রান্সফরমার না বদলাইয়া বর্তমান ৬ ফেজ রোটারি কনভার্টারের স্থলে সিলিকন ডায়োড রেক্টিফায়ার ডিজাইন, সরবরাহ এবং কমিশন করার জন্য সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

প্ল্যান্টের বিবরণী — (৫০০ কে ডব্লু—৮টি
(৭৫০ কে ডব্লু—৬টি
এ সি ভোল্টেজ—৪১২
ডি সি ভোল্টেজ—৫৫০

চেয়ারম্যান, টেন্ডার কমিটি, ১২ আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-১ ঠিকানায় সাধারণ শর্তাবলী পাওয়া যাইবে।

টেন্ডার প্রদত্ত মোট পরিমাণের ২ শতাংশ বায়না বাবদ কোটেশনের সহিত জমা দিতে হইবে।

টেন্ডার নম্বর এবং দাখিলের শেষ তারিখ উল্লেখ করিয়া টেন্ডার কমিটির চেয়ারম্যানের শিরোনামে উক্ত ঠিকানায় ৩১শে মার্চ ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টার মধ্যে টেন্ডার দাখিল করিতে হইবে।

এ কে দত্ত
অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
(৭৩১৬)

বাগদেবী আরাধনা

নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের কাছ থেকেও আমরা সরস্বতী পূজার আমন্ত্রণ পেয়েছি:

আদর্শ সঙ্ঘ (১৭ বি রায়পুর ইসট রোড, যাদবপুর); জে পি জে ইউ হোসটেলের (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্রবৃন্দ; দি ওলড দক্ষিণ কলকাতা তরুণ সঙ্ঘ (নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন—সতীশ মুখার্জি রোডের সংগমস্থল); মাতঙ্গিনী হাজরা বাহিনী (৯৮।১ বি মুক্তারামবাবু স্ট্রিট); কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ক্যানটিন কর্মচারীবৃন্দ (বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ); শিবপুর শিক্ষালয়, (৪৬এ।১১ শিবপুর রোড); সাধনা পাঠাগার (শ্রীরামপুর); সুভাষ সংঘ (সুরেন্দ্রলাল পাইন লেন); নিউ স্যাটারডে ক্লাব (১৫এ মদন দত্ত লেন); সর্বজনীন সরস্বতীপূজা (যাদবপুর, কালীবাড়ি লেন); বিদ্যার্থী মণিমেলা (নবদ্বীপ); ইউনাইটেড ইনডাসট্রিয়াল ব্যাংক (৭ ওয়েলেসলি প্লেস); সেনট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস (রেডক্রশ প্লেস, কলকাতা-১); রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতি (৫৬।১ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিট); ওপালস হসপিটাল স্টাফ রিকরিয়েশন ক্লাব (রামপুর); বঙ্গবাসী কলেজ স্কুল—ছাত্রবৃন্দ (৮।১ সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার); প্রাথমিক চিকিৎসা-স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ—মুচিপাড়া ও হেয়ার স্ট্রিট শাখা (৫।১ ওয়েলেসলি প্লেস); সেবা ভারতী বিদ্যায়তন—ছাত্রবৃন্দ; নেতাজী সংঘ (সেলিমপুর লেন)।

শরৎ স্মৃতি পাঠাগার (২৬বি, মহানির্বাণ রোড); বীণাপাণি পর্দা বালিকা বিদ্যালয় (৪৬।২এ, বিডন রো); কুরচি তরুণ সংঘ পাঠাগার, বর্ধমান; কমলা হাই স্কুল (২৮, ডবলু সি ব্যানার্জি স্ট্রিট); আরট ডিসপ্লে (৫৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট); রবীন্দ্রায়ন (৫৪, জাগৃত পল্লী, দেশপ্রিয়নগর); মায়ের মন্দির (কাসুন্দিয়া, হাওড়া); সংঘশ্রী (রামপুরহাট); মাজিদা জন বিদ্যাভবন (উচ্চ),-বর্ধমান; হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার (রাজবলহাট); আদি মহাকালী পাঠশালা (৩৫সি, কৈলাস বসু স্ট্রিট); লাপুড় বীণাপাণি গ্রন্থাগার (রামসাগর); গারডেন-রিচ সর্বজনীন পূজো (উমেশ নিয়োগী রোড); আশীষ স্মৃতি সংঘ (সিদ্ধিনাথ চ্যাটার্জি রোড, বেহালা); হিরণ লাইব্রেরি (১১, বিডন স্ট্রিট); শ্যামপুকুর পল্লী-মঙ্গল সমিতি, মহিলা বিভাগ (১৪এ, শিবশঙ্কর মল্লিক লেন); বেলেঘাটা প্রগতি সংসদ (১, অবিনাশচন্দ্র ব্যানারজি লেন); শতদল সঙ্ঘ (২৩ নমবর গলির মুক্তাঙ্গন, বেনিয়াপাড়া লেন); হরিশ স্মৃতি সঙ্ঘ ও পাঠাগার (৫, হরিশ সিকদার রোড); কুলবনী হাই স্কুল; গেঁওখালী উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়; শ্রীবরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়; ভোঁপুর যজ্ঞেশ্বর বিদ্যাপীঠ; মনোহর জুনিয়ার হাই স্কুল (১৬০, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, সালিখা); হাওড়া সাহিত্য চয়ন সঙ্ঘ (১৯৩, নেতাজী সুভাষ রোড); নালন্দা সংস্কৃতি (কদমতলা); বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়; তুস্তাদামদি বনমালী বিদ্যামন্দির; সপ্তা-নন্দের মেলা (রবীন্দ্র সরণী, বাঁপুড়া); চাঁপাডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়; পাঁচথুপী ত্রৈলোক্যনাথ মাধ্যমিক বিদ্যালয়; যাত্রা-শিল্পী সঙ্ঘ (১১৭, রবীন্দ্র সরণী); সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরি (পাত্রসায়রের, বাঁকুড়া); শরৎকুমারী পাঠাগার (খাজুরী বালিচক, দশগ্রাম, মেদিনীপুর); সবুজ সঙ্ঘ (বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর); কালা-পাথর কল্যাণ সঙ্ঘ; আর বি আর স্পোরটিং ক্লাব (৯।৩, রতনবাবু রোড, কাশীপুর); মাকড়দহ শিশু সঙ্ঘ (হাওড়া); বনগ্রাম সাব-রেজিসটারি অফিসের দলিল লেখক ও কর্মীরা; সরোজিনী নাইডু কলেজ—ছাত্রী সংসদ; অযোধ্যা উচ্চ বিদ্যালয়—ছাত্রছাত্রীবৃন্দ; আলিপুর ডাকঘর মজলিস; শ্রীমা মহিলা সমিতি (সালকিয়া, হাওড়া); অভিনব অগ্রণী পত্রিকা—সাহিত্যিক গোষ্ঠী (৮০, বৈষ্ণবপাড়া লেন, হাওড়া-১); বৈদ্যনাথ ইনসটিটিউশন; মেট্রোপলিটান ইনসটি-টিউশন (মেন)—ছাত্রবৃন্দ; মানিকতলা উচ্চ বিদ্যালয়; পুটিয়ারী ব্রজমোহন তিওয়াড়ি ইনসটিটিউশন; কালকাটা ইনসিওরেন্স স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব (২৪, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলি-১২) সাহাপুর মনীন্দ্র পাঠাগার;

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে সরস্বতী পূজা

আনন্দবাজার সংস্থার কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে (৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট) সরস্বতী-পূজার আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠান সূচী: পূর্বাহ্ণে—অর্চনা ও পুষ্পাঞ্জলি, মধ্যাহ্ন থেকে—প্রসাদ বিতরণ, সায়াহ্নে—আরতি ও বিচিত্রা-নুষ্ঠান। শিল্পী-তালিকায় রয়েছেন সর্বশ্রী হিমাংশু বিশ্বাস, হাসি বিশ্বাস, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। রামায়ণ-গান—মলন ওঝা। নৃত্য—রেখা বাঈ ও পুষ্পা বাঈ।

আজও আকাশ মেঘলা থাকবে

স্টাফ রিপোর্টার

আজ, রবিবার সরস্বতী পূজার দিনে কলকাতার আকাশ প্রায়ই মেঘলা থাকবে। দু এক পশলা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে। আবহাওয়ার এই পূর্বাভাস।

বিদ্যাস্থানে বাধা, তবু আজ বাণীবন্দনা

বিশেষ প্রতিনিধি

বিদ্যাস্থানে প্রবল বাধা। বিদ্যাদেবীর মন্দিরে পড়েছে চাবি। তবু তার মধ্যেও এবার চলছে বাণীবন্দনা। প্রতি বছরের মত 'সাড়ম্বরে' এবং 'মহা সমারোহে'। সারা বছর যাদের অনধ্যায়, পরীক্ষায় টুকতে দিতে হবে যাদের ন্যূনতম দাবি, তারাও দেখছি এবারও বেশ কিছুদিন আগে থেকে কোমর এবং প্যানডেল বাঁধছে। চাঁদার খাতা হাতে দরজায় করাঘাত এবারও কমেনি। দুনিয়া যেমন চলছিল তেমনি চলছে। সরস্বতীর আবাহন যেমন হুতোমের আমল থেকে চলে আসছিল তেমনি চলছে। শুধু এবারের বৈশিষ্ট্য, যে দেবীর আরাধনা সেই 'বিদ্যাটুকু' অবশ্য এতদিন নামেমাত্র টিঁকে ছিল ইসকুল কলেজ নামক 'হেভি ইনডাসট্রিতে', টিউটোরিয়াল হোমে, অধ্যাপকদের অব্যর্থ এবং আশুফলপ্রদ মেড ইজি ও সিওর সাকসেস বটিকা-গুলিতে। কিন্তু এ বছর সেসব স্থানেও লক আউট।

*

তবু তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে। হৃদয়ে ভক্তি না থাক চাঁদা তুলবার মত বাহুতে শক্তি থাকলেই পৌত্তলিকেরা খুশী। তাছাড়া সরস্বতী পুজোর একটা মস্তবড় সুবিধে মূলধনী লগনি যাকে বলে ক্যাপিটাল ইনভেসটমেনট অত্যন্ত কম। না কম বললে ঠিক বলা হয় না—অর্থনীতির ভাষায় হাইলি ইলাসটিক। বাড়ালে বাড়ে কমালে কমে। ক্ষুদ্র বৃহৎ ও মাঝারি সব রকম উদ্যোগই চলতে পারে পাশাপাশি। এইতো আমার টেবিলেই জমে উঠেছে 'ধন্য-বাদের সঙ্গে গৃহীত হইল' লেখা ডজনখানেক চাঁদার রসিদ। অনেকে পাঁচশ পয়সা চাঁদাতেই সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে। সর্বোচ্চ চাঁদা দিয়েছি এক টাকা। এই রাই কুড়িয়ে যদি কারও বেল হয় হোক, বেল না হয়ে সুপারি হলেও ক্ষতি নেই। এ কারণে আজ শিবময় কাশীর মত প্রতিমাময় কলকাতা। যেদিকে তাকাও সেদিকে প্যানডেল, বড়, ছোট, মাঝারি। এক-দিকে এই বহুধাবিভক্তিরও একটা সার্থকতা আছে। যত মত তত পথের মত যত 'বয়েজ ক্লাব' তত বেশী আত্মস্বাতন্ত্র্য। বিকেন্দ্রীকরণের একটা সুবিধে তাতে ওয়ারকার আরটিজান হয়ে ওঠে। মণ্ডপসজ্জায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত রূপরুচি বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পায়। পথের মোড়ে মোড়ে অনেক ছোট ছোট প্রায় নাম-গোত্রহীন অনেক মণ্ডপসজ্জা দেখা যাবে যা ডেকরেটরের কমারশিয়াল হস্তস্পর্শে স্পৃষ্ট নয়। অথচ সুন্দর—বন্যেরা যেমন বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

*

অতীত সব সময়ই মধুর। 'একদা ছিল আজ আর নাই' এই খেদোক্তি চিরকালের। সত্যি অতীতে অনেক কিছু ছিল, বাহুতে শক্তি ছিল, হৃদয়ে ভক্তি ছিল, বচনে আরও বিনয় ছিল, আচরণে আরও নিষ্ঠা ছিল। এখনও মনে পড়ে সরস্বতী পুজোর আগের বিনিদ্র হিমেল রাত। খবরের কাগজে ভুষো কালি মাখিয়ে পাহাড় তৈরি করছি সারা রাত ধরে। কেউ জোড়া দিচ্ছে লাল নীল কাগজের শিকল। আবার শেষ রাতে জমিদার বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে ফুল চুরি করে এনেছি। মাঘের শীতের ভোরে স্নান হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিত মশাইর উদাত্ত গলায় অঞ্জলির মন্ত্র: ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ......।

এখনও তো সেই সরস্বতীর মন্দিরেই সেবাইতি করে গেলাম। লেখনী ও মস্যাধারের কল্যাণেই জীবন ও জীবিকা। কিন্তু এখন আর সরস্বতী পুজোর দিন বাসন্তীরঙে বসন রাঙাতে ইচ্ছা করে না; মন তো আর রাঙাতেই পারি না। এখনও দেবীর কাছে কৃতাঞ্জলি হই কিন্তু আর আগের মত আপ্লুত হতে পারি না। মাইক্রোফোনের ক ল ক ল নিনাদে আমাদের হৃদয়ের অর্ধোচ্চারিত আকুতি বার বার চাপা পড়ে যায়।

ষষ্ঠ টেস্ট

ইংলনডের ৪৭০ রানে ইনিংস শেষ

এডিলেড, ৩০ জানুয়ারি—ষষ্ঠ টেসট ম্যাচে আজ দ্বিতীয় দিনে বাকি ৮ উইকেটে ১৯৪ রান যোগ করে ইংলনড ৪৭০ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করেছে। দিনের শেষে অসট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস শুরু করে ৯০ মিনিট খেলে বিনা উইকেটে ৫০ রান তোলে। অধি-নায়ক লরি ৮ রানে এবং স্ট্যাকপোল ৪১ রানে অপরাজিত আছেন।

প্রথম দিন ইংলনড ২ উইকেটের বিনিময়ে ২৭৬ রান করেছিল। এই সন্তোষজনক পরিস্থিতির মধ্যে গত-দিনের অপরাজিত ব্যাটসম্যান কেন ফ্লেচার (৭৫) ও এ নট (০) এইদিন খেলা শুরু করতে এসে অল্প সময়ের মধ্যে উভয়েই আউট হয়ে যান।

তখন দলের রানসংখ্যা হয় ২৮৯। ঐ সময়ে দলের ত্রাণকর্তা হিসাবে এগিয়ে এলেন ডলিভেরা ও হ্যাম-শায়ার। তাঁরা পঞ্চম উইকেট জুটিতে ৯৬ রান যোগ করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ইংলনডের ৪ উইকেটে ৩৫৭ রান হয়। ডলিভেরা ৪৭ রান ও হ্যামশায়ার ৫০ রান করেন। চা-পানের সময় ইংলনডের ৭ উইকেটে ৪৫৪ রান ওঠে। কিন্তু চা-পানের বিরতির পর ২০ মিনিটের মধ্যে ইংলনডের বাকি তিনটি উইকেট মাত্র ১২ রানে পড়ে যায়। অবশ্য অসট্রেলিয়ার ফিলডস-ম্যানরা দু একটি ক্যাচ ফেলে না দিলে ইংলনডের পক্ষে এত বেশি রান তোলা কঠিন হত। অসট্রেলিয়ার পেস বোলার লিলি ৮৪ রানে ৫টি উইকেট দখল করে প্রশংসা অর্জন করেন।

অসট্রেলিয়ার ইনিংস শুরু করেন লরি ও স্ট্যাকপোল। উভয়েই ৯০ মিনিট খেলে যথাক্রমে ৮ ও ৪১ রান করেন।

স্কোর

ইংলনড—প্রথম ইনিংস

জি বয়কট রান আউট	৫৮
জে এডরিচ ক স্টাকপোল ব লিলি	১৩০
কে ফ্লেচার ব টমসন	৮০
এ নট ক রেডপাথ ব লিলি	৭
বি ডি ডলিভেরা ক মারশ ব চ্যাপেল	৪৭
জে হ্যামপশায়ার ক লিলি ব জি চ্যাপেল	৫৫
আর ইলিংওয়ারথ ক লিলি	২৪
জে স্নো ক লিলি	৩৮
পি লেভার ক টমসন	৫
ডি আনডারউড নট আউট	১
বি উইলিস ক ওয়ালটারস ব লিলি	৪
অতিরিক্ত	২১
মোট	৪৭০

উইকেট পতন—১।১০৭, ২।২৭৬, ৩।২৮৯, ৪।২৮৯, ৫।৩৮৫, ৬।৪০২, ৭।৪৫৪, ৮।৪৬৪, ৯।৪৬৬

বোলিং—টমসন ৩০-৬-৯৪-২; লিলি ২৮-৩-০-৮৪-৫; ওয়ালটারস ৯-২-২৯-০; জি চ্যাপেল ১৮-১-৫৪-২; গ্লীসন ১৯-১-৭৮-০; ম্যালেট ২০-১-৬৩-০; স্ট্যাকপোল ১২-২-৪৭-০।

অসট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

কে স্ট্যাকপোল ব্যাটিং	৪১
ডবলিউ লরি ব্যাটিং	৮
অতিরিক্ত	১
(বিনা উইঃ)	৫০

বোলিং—স্নো ৭-২-৩২-০; লেভার ৬-০-১৩-০; আনডারউড ২-০-৪-০; উইলিস ১-১-০-০।

—রয়টার

ভারতীয় ক্রিকেট দল সোমবার রওনা হবে

বোমবাই, ৩০ জানুয়ারি—১ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েসট ইনডিজ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বোমবাই থেকে যাত্রা করবে। ভারতীয় দলকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোরড এক ভোজসভার আয়োজন করেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকার বলেন যে, ভ্রমণের সময় ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা প্রত্যেকে দেশের মান ও সুনাম রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয়রা কোন সময়েই এইরূপ কোন আচরণ করবেন না যাতে দেশের অসম্মান হতে পারে।

দলের ১৬ জন সভ্য আজ নিজ নিজ জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা সোমবার বিমানে সকাল ৮টার সময় লনডনের দিকে যাত্রা করবেন। লনডন থেকে জামাইকার কিংসটন শহরে যাবেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দল এক সপ্তাহ নেট প্রাকটিস করে আজই বিশ্রাম করছেন। নেট প্রাকটিসের সময় বিজয় মানজেরেকার উপস্থিত থেকে নির্দেশ দেন। তিনি ফিল্ডিংও করেছেন।

অধিনায়ক ওয়াড়েকার ও মানজেরেকার বলেন: খেলোয়াড়রা প্রত্যেকেই বেশ সুস্থ ও কর্মক্ষম আছেন। মানজেরেকারের মতে ডুরানীকে এখনও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ন্যাটা ব্যাটসম্যান বলা চলে। ওয়াড়েকার মনে করেন স্পিন বোলাররা প্রত্যেকেই বিশ্বকাপের বলে খ্যাতি পেতে পারেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

ইলিংওয়ারথের ক্ষমা প্রার্থনা

এডিলেড, ৩০ জানুয়ারি—গতকাল বয়কট রান আউট হওয়ায় ব্যাট ছুঁড়ে বিরক্তি প্রকাশ করে মাঠে যে অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দেন তার জন্যে আজ ইংলনড দলের অধিনায়ক ইলিংওয়ারথ অসট্রেলিয়ান আমপায়ার ম্যাকস ও কোনেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইংলনড দলের ম্যানেজার ডেভিড ক্লার্ক বলেন, "ইলিংওয়ারথ বয়কটের আচরণের জন্যে বয়কটের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।"

—রয়টার

ডুরানড সেমিফাইনালে

ইসট বেঙ্গল-মফৎলাল ম্যাচ গোলশূন্য

দিল্লি অফিস

ইসটবেঙ্গল—০ : মফৎলাল—০

৩০ জানুয়ারি—আজ ইসট-বেঙ্গল ও মফৎলাল গ্রুপ অফ মিলস দলের মধ্যে ডুরানড কাপের প্রথম সেমিফাইনাল খেলা গোলশূন্য-ভাবে শেষ হয়। সোমবার খেলাটি আবার অনুষ্ঠিত হবে।

বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় নিয়ে গড়া শক্তিশালী ইসটবেঙ্গলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মফৎলাল দলেরই আংশিক প্রাধান্য প্রকাশ পায়। তবে দুই দলের খেলোয়াড়ই দৈহিক শক্তির পরিচয় দেওয়ায় খেলার মাধুর্য নষ্ট হয়।

ইসটবেঙ্গলের পুরোভাগের সংঘবদ্ধ আক্রমণধারা প্রতিরোধে মফৎলালের ফারনানডেজ, বালকৃষ্ণন এবং বাবুলের বিশ্বাসের দৃঢ়তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ করে তারা হাবিব ও শ্যাম থাপার বিপজ্জনক অনেকগুলি আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন। মফৎলালের পুরোভাগে ভূপীন্দার সিং রাওয়াৎ, টিকারাম ও অমর বাহাদুর মাঝে মাঝে আক্রমণের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারেন না।

রাওয়াতের একটি গোলোপযোগী সুযোগ এবং ইসটবেঙ্গলের দুটি করনার কিক ব্যর্থ হবার পর স্বপন সেনগুপ্তের তীব্র সট অল্পের জন্য ব্যর্থ হয়। বিরতির কিছু আগে অমর বাহাদুর ও ইসটবেঙ্গলের রক্ষণভাগের একজনের খেলোয়াড়ের মধ্যে ঘুসো-ঘুষি আরম্ভের উপক্রম হয়। ফলে খেলার উত্তেজনা বাড়ে এবং সাময়িক-ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

ইসটবেঙ্গল—কে সরকার; সুধীর কর্মকার, পি সিংহ, নাইম ও শান্ত মিত্র; কানন গুহ (সমরেশ চৌধুরী) ও কাজল মুখারজি; স্বপন সেনগুপ্ত, অশোক চ্যাটার্জি, হাবিব ও শ্যাম থাপা।

মফৎলাল—সালধানা; ফারনানডেজ, বালকৃষ্ণন, রাও ও বাবুল বিশ্বাস; রণজিৎ থাপা ও নাইডু; হরিকৃষ্ণ থাপা, ভূপীন্দার সিং রাওয়াৎ, টিকা রাম ও অমর বাহাদুর।

রেফারি—টি এন লাউ।

রবিবারের সেমিফাইনাল

মোহন বাগান : মহমেডান স্পোরটিং

কলকাতা রেস

জ্যাকপটে ক্যারেড ওভার

অশ্বঘোষ

অশ্বঘোষের আশংকা সত্যে পরিণত হয়েছে। শনিবারের রেসে বিপর্যয় ঘটেছে। জ্যাকপটের শেষ বাজি কেউ মেলাতে পারেননি—অথচ আশ্চর্য, শেষ লেগের 'নেচারস গীফট' অশ্ব-ঘোষের দ্বিতীয় নির্বাচিত অশ্ব ছিল। এদিনে সত্যি বলতে কি, অশ্বঘোষণার ৪টি দ্বিতীয় নির্বাচনের ঘোড়া জয়ী হয়েছে: প্রিনসেস আলেকজানদ্রা, হু ইজ শী, ভলেনটারি, নেচারস গীফট। অশ্বঘোষ দুঃখিত যে, উল্লিখিত অশ্ব-চতুষ্টয়কে প্রথম নির্বাচনে সে দিতে পারেনি।

এদিনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা জকি টমাসের হ্যাট্রিক। এদিনে দুটি কুইনেলা অশ্বঘোষিত ছিল।

ফলাফল

১ম বাজী ॥ প্রিনসেস আলেক-জানদ্রা, শেডি কড, ক্যাসিনোরয়েল। উঃ ৩২ টাঃ কুইঃ ৫৭·৫০ পঃ।

২য় বাজী ॥ মেনি উইশেস, রোহিণী, গোলডেন আরমার। উঃ ২৯ টাঃ প্লেঃ ২৬ টাঃ ১৪ টাঃ কুইঃ ৫৯·৫০ পঃ।

৩য় বাজী ॥ বীচ ক্র্যাফট, সোলার চাইম, কারটেন কল। উঃ ২০ টাঃ প্লেঃ ১৪ টাঃ ২১ টাঃ কুইঃ ৪৬ টাঃ।

৪র্থ বাজী ॥ হু ইজ শী, ইসটারন বয়, কিংস হুসার। উঃ ১২১ টাঃ প্লেঃ ২৩ টাঃ ১০ টাঃ ১৭ টাঃ, কুইঃ ১০৫ টাঃ।

৫ম বাজী ॥ স্কারলেট প্রিনস, ডিয়ার হারট, মিঃ মরিশাস। উঃ ৫১ টাঃ কুইঃ ১৩০ টাঃ।

৬ষ্ঠ বাজী ॥ স্যার ল্যানডলট, কেরালশ্রী, গোলডবনড। উঃ ৩৪ টাঃ কুইঃ ৭৭ টাঃ।

৭ম বাজী ॥ ভলেনটারি, দি সেনে-টার, ত্রিমূর্তি। উঃ ৩৩ টাঃ প্লেঃ ১৩ টাঃ ১২ টাঃ ২০ টাঃ।

৮ম বাজী ॥ নেচারস গীফট, সাউথ প্যাসিফিক, দি পেনিটেনট। উঃ ৬২ টাঃ প্লেঃ ২০ টাঃ ১৯ টাঃ ১১ টাঃ কুইঃ ১৮৭ টাঃ।

১ম ডাবল: ২৭৮·৫০ পঃ। ২য় ডাবল: ১৯০·৫০ পঃ। ৩য় ডাবল: ২০১ টাঃ। টি টি ৭৪ টিকিটেঃ ১২৭৮ টাঃ। জ্যাকপট: (ক্যারেড ওভার) ১৩ টিকিটে ৬৪০৮ টাঃ। সামনের রেসে ১৩১৯৩৫ টাকা জ্যাক-পটে ক্যারেড ওভার হয়েছে।

আজ বাণী বন্দনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষায়তনগুলিতে, বিশেষ করে বিদ্যালয়গুলিতে শনিবার থেকেই ছুটির হাওয়া শুরু হয়েছে, চলবে সোমবার পর্যন্ত। অনেকের দুঃখ, পুজোর দিনটা রবিবার পড়ে যাওয়ায় ছুটিটা মার গেল।

প্রতিমা, অঙ্গসজ্জা, মণ্ডপসজ্জা ও ভবানীপুরের শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে ৭৭ পল্লীর প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে সম্পূর্ণ কাগজ দিয়ে, বাগ-মারির ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিমাটি থার্মোপোল দিয়ে তৈরি করেছেন শ্রীঅরূপ রায়। কোথাও আবার বাঁশের টুকরা দিয়ে।

অন্য বছরের তুলনায় পুজোর বাজারও একটু চড়া। ফলমূলের আমদানি ভাল হলেও ফলের বাজার কিছুটা আক্রা। রজনীগন্ধার ডজন দু টাকায় উঠেছে।

বসন্ত পঞ্চমীতে এবারের আবহাওয়াতেও ব্যতিক্রম। শীতটা তুলনায় বেশি, সঙ্গে হিমেল হাওয়া। সরস্বতী পুজোয় সাধারণত এ রকম শীত থাকে না।

ডানলপ স্পোর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল ক্লাব সাহাগঞ্জ

বার্ষিক স্পোর্টস ১৯৭১

অনিবার্য কারণে বার্ষিক স্পোর্টস ধার্য তারিখ রবিবার ৭ই ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে রবিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। অসুবিধা ঘটার জন্য আমরা দুঃখিত। (৭৬৬৬)

রবিবার—৩১ জানুয়ারি

বেতার বার্তা

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্‌; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সেতার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশ-সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ পুলিন পাল— বন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—সানাই ও খেয়াল, আলহোসেন ও সহশিল্পীবৃন্দ ও অম্বরীশ শর্মা; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পুরাচাত (বাং ও ইং); ৭-১৫ দেবী বিদ্যাদায়িনী : নির্বাচিত ভক্তিমূলক গান, পরিবেশনা—সপ্তসুর; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ প্রতিমা মুখোঃ—রবীন্দ্র-সংগীত; ৮টা ছায়া চট্টোঃ—লোকগীতি; ৮-১৫ দীপংকর চট্টোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ গিরিজা দেবী—ভৈরবী ঠুংরী; ৮-৪৫ সন্তোষকুমার ঘোষ—নজরুলগীতি ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ সংগীত শিক্ষার আসর, পরিচালনা—পঙ্কজকুমার মল্লিক; ৯-৩০ শিশুমহল; ৯-৪৫ দীপক মিত্র—আধুনিক (শরট ওয়েভে); ১০টা রবিবাসরীয় : প্রভাতী—সংগীতানুষ্ঠান, ভি আর অথভালে—উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত; ১০-৫০ বিসমিল্লা খাঁ—সানাই; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, দীপক মিত্র—ভক্তিমূলক গান; ১২-৪৫ বিদ্যুৎ বন্দ্যোঃ—গীটার (লঘু সুর); ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা ধর্মতেজ : বাংলা নাটিকা, কাহিনী—দিলীপকুমার সেনগুপ্ত; ১-৩০ সুগম সংগীত—শান্তা সাকসেনা; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ বিদ্যুৎ বন্দোঃ—গীটার (রবীন্দ্র-সংগীতের সুর); ২টা মালঞ্চ; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ অনুরোধের আসর; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, গৌতমকুমার সরকার—খেয়াল; ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর, বাণীবন্দনা : ভক্তিমূলক গান; ৬টা বিদ্যুৎ বন্দ্যোঃ—গীটার; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ শ্রীভবন—অমর বাণী, নানা কথা, জননী—নাটক: রচনা—মনোরঞ্জন বিশ্বাস; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা সবিনয় নিবেদন (শ্রোতাদের চিঠির উত্তর); ৮-১৫ এ মাসের গান—'এক মুঠো ধুলো তুলে নাও' রচনা—শিবদাস বন্দ্যোঃ, শিল্পী—উৎপলা গোস্বামী, পূরবী দত্ত, তরুণ বন্দ্যোঃ, রীন বন্দ্যোঃ ও অংশুমান রায়; ৮-২০ বিদ্যুৎ বন্দোঃ—গীটার (লঘু সুর); ৮-৩০ প্রতিমা মুখোঃ—রবীন্দ্র-সংগীত; ৮-৪৫ দীপংকর চট্টোঃ—আধুনিক; ৯টা গিরিজা দেবী—খেয়াল ও ঠুংরী; ৯-৩০ ছায়াছবির গান; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা—সন্তোষ-কুমার ঘোষ—লোকগীতি (শরট ওয়েভে); ১০-৩০ সারস্বত মঞ্জরী—সংগীতালেখ্য, রচনা—বাণীকুমার, সুর—পঙ্কজকুমার মল্লিক; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৭-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ সংস্কৃত শিক্ষা; ৮-৪৫ ইউ এন পারসপেকটিভ; ৯টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ ১২-১৫ সময় সংকেত কলিং অল চিলড্রেন; ১২-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ, সং; ১টা পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১-৪০ মিউজিক্যাল ব্যাণ্ড বকস্‌; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং); ৬-১০ গিরিজা দেবী—খেয়াল; ৬-৩০ গৌতমকুমার সরকার—ঠুংরী; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা সাঁওতালী অনুষ্ঠান, ছোট পরিবার সুখী পরিবার : সাঁওতালী কথিকা, সাঁওতালী লোকগীতি—সুকু সোরেন ও সহশিল্পী-বৃন্দ; ৭-১৫ ইংরেজী কথিকা, সং; ৭-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৭-৫০ ভজন, পরিবেশনা—'সপ্তসুর'; ৮টা ছায়া চট্টো—আধুনিক; ৮-১৫ পুলিন পাল—সেতার; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান, অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ ঘটনা প্রবাহ (দিল্লি থেকে); ১০টা পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ অনুরোধের আসর (উচ্চাঙ্গ সংগীত); ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি। অন্যান্য অনুষ্ঠান কলকাতা ক-এর অনুরূপ।

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

৩০-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০ টাকা টিকিট নং C-036787
প্রত্যেকটি ৫০ টাকার কুড়িটি পুরস্কার

1. F-061301	2. C-046654	3. B-208295	4. E-035968
5. F-214251	6. B-036574	7. F-132734	8. B-245962
9. B-393893	10. E-110663	11. B-397008	12. A-190144
13. F-119803	14. B-372695	15. F-369643	16. E-135466
17. E-400430	18. B-236371	19. A-358716	20. F-075324

আজই আপনার টিকিট কিনুন। যে টিকিট আপনি কিনিবেন, তাহাতে দৈনিক খেলায় পুরস্কার এবং ১৫-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠেয় প্রধান খেলায় ১১,০০,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার এবং ৩,০০,০০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার এবং শত শত অন্যান্য পুরস্কার পাইতে পারেন।

দ্রষ্টব্য : নম্বরের কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

ডিরেক্টর অব পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ : চণ্ডীগড়

এখন আপনি কাশি ও গলাব্যথার জীবাণু দ্রুত বিনাশ করতে পারেন

দু'ভাবে কার্যকর

ডেকোয়াডিন

দ্রুত ও নিশ্চিত আরাম দেয়।

একমাত্র ডেকোয়াডিনেতেই রয়েছে সত্যিকারের ফলপ্রদ ডেকোয়ালীনিয়াম ক্লোরাইড যা
(১) কয়েক সেকেণ্ডেই গলাব্যথা সারিয়ে দেয় ও
(২) অনেকক্ষণ পর্যন্ত আরাম দেয়।
ডেকোয়াডিন স্ট্রিপ-প্যাকে পাওয়া যায়।
কাশি ও গলাব্যথা থেকে নিশ্চিত ও দ্রুত আরাম দেয়
ডেকোয়াডিন অ্যান্টিসেপটিক লজেন্স তৈরী করেছেন গ্ল্যাক্সো

দিনপঞ্জিকা

আজ পঞ্চমী : শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা
শ্রীপঞ্চমী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ১৭ মাঘ ১৩৭৭ (১১ মাঘ ১৮৯২ শক), ৩১ জানুয়ারি ১৯৭১, ৩ জেলহজ্জ। পঞ্চমী দিবা ঘঃ ১২।৫২ মিঃ পর্যন্ত। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘঃ ১১।৪৮ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২০।২০ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১৯।৪৬ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ তিথ্যামৃতযোগ ও নক্ষত্রামৃতযোগ পশ্চিমে নাস্তি। শ্রীশ্রীপঞ্চমী। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র মাঘ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ১৭ মাঘ ১৩৭৭ (১১ মাঘ ১৮৯২ শক), ৩১ জানুয়ারি ১৯৭১, ৩ জেলহজ্জ। পঞ্চমী সন্ধ্যা ঘঃ ৬।১।১৯ সেঃ পর্যন্ত। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘঃ ৪।৪৩।২৮ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২২।৬ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১৭।৫৮ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ তিথ্যামৃতযোগ ও নক্ষত্রামৃতযোগ পশ্চিমে নাস্তি। শ্রীপঞ্চমী। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী সরস্বতী পূজা। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র মাঘ (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি ভাঁটা আরম্ভ
রবিবার	২-৩৯	২-৫৭	৭-৫	৭-০

পূজা উপলক্ষে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

কলকাতার গোরাচাঁদ বসু রোডের গোরাচাঁদ বালক সংঘ শনিবার তাঁদের প্রতিমার আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীবৈদ্যনাথ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

টেণ্ডার নোটিস

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, আর্বান ড্রেনেজ ডিভিশন, ৩৫, গোপাল-নগর রোড, কলিঃ-২৭ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, "টালীর নালার উন্নয়ন সম্পর্কে কালীঘাটে টালীর নালার উপর প্রি-স্ট্রেসড কংক্রীট রোড ব্রিজ পুনর্নির্মাণ" কাজের জন্য অনুমিত ব্যয় পূর্বে বিজ্ঞাপিত মত ১৩,৩৭,৬২১ টাকার স্থলে ১৩,৮৭,৭৭৩ টাকা পড়িতে হইবে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত রহিল।

—ডব্লিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) অ্যাড ৩৯৭(৩)/আই পি আর/৭১—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেণ্টিসেস অ্যাক্ট প্রয়োগ

নোটিস

পশ্চিমবঙ্গের স্টেট অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ অ্যাডভাইসার ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেণ্টিসেস অ্যাক্টের আওতাধীন সমস্ত শিল্প সংস্থার অবগতির জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, উক্ত আইনের ৮(৩) ধারা অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ সেসনে অ্যাপ্রেণ্টিস নিয়োগ বেশ কিছু সময় আগে করিতে হইবে, যাহাতে (ক) যোগ্যতা ও কারিগরী যোগ্যতার সার্টিফিকেট (যদি থাকে) এবং (খ) তফসিলি জাতি/উপজাতির সার্টিফিকেটের (যদি থাকে) প্রত্যায়িত নকল সহ তিন প্রস্থে নির্ধারিত ফরমে অ্যাপ্রেণ্টিসশিপের কণ্ট্রাক্ট মনোনয়নের অব্যবহিত পরেই (১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিলের পরে নহে) এই অফিসে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দাখিল করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের স্টেট অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ অ্যাডভাইসার ট্রেনিংয়ের জন্য ঐরূপ সমস্ত সংস্থার—বিশেষ করিয়া যাঁহারা তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপিত মত পুরা কোটা অ্যাপ্রেণ্টিস নিয়োগ করেন না, তাঁহাদের দৃষ্টি আবার ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেণ্টিসেস অ্যাক্টের ৩০ এবং ৩১ ধারার বর্ণিত শাস্তিমূলক বিধানের প্রতিও আকর্ষণ করা যাইতেছে এবং সেই হেতু ১৯৭১ সনের ৫ এপ্রিল তারিখের পূর্বে পুরা কোটা অ্যাপ্রেণ্টিস নিয়োগ করার জন্য তাঁহাদিগকে পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে। উপরোক্ত তারিখের পর প্রাপ্ত কণ্ট্রাক্ট ফরম চলতি সেসনে রেজিস্টারী করা নাও হইতে পারে।

যে সকল সংস্থা অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম (যাহা ১৯৬১ সালের এই আইন অনুসারে **বাধ্যতামূলক**) এখনও কার্যকর করেন নাই, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহাদিগকে কতজন অ্যাপ্রেণ্টিস নিয়োগ করিতে হইবে, তাহা যাহাতে স্টেট অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ অ্যাডভাইসার তাঁহাদিগকে জানাইতে সক্ষম হন, তজ্জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রেডে তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত কর্মীর (অদক্ষ বাদে) একটি তালিকা তাঁহারা যেন অবিলম্বে ৬৭, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, ৪র্থ তল, কলিকাতা-১ ঠিকানায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাডিঃ ডিরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রীজ (ট্রেনিং)-এর অফিসে পেশ করেন।

সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের অবগতির জন্য আরও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, অ্যাপ্রেণ্টিস নিয়োগ সম্পর্কিত নিয়োগকর্তার দায়িত্ব এবং অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ ট্রেনিং গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত ও যথেষ্ট সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া যাইতেছে না এবং সেইহেতু আবশ্যক সংখ্যক অ্যাপ্রেণ্টিস নিয়োগ করা যায় নাই—এই অজুহাত ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেণ্টিসেস অ্যাক্ট অনুযায়ী **"আইনতঃ গ্রাহ্য"** নহে।

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেণ্টিসেস অ্যাক্ট অনুসারে অ্যাপ্রেণ্টিস নিয়োগ সম্পর্কে যে-কোন তথ্য বা সাহায্যের জন্য যে এলাকায় ফ্যাক্টরীটি অবস্থিত, তথাকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যাল অথবা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অথবা **কলিকাতা-১ অধীন ৬৭, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটস্থিত (৪র্থ তল) পশ্চিমবঙ্গের স্টেট অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ অ্যাডভাইসার**-এর অফিসে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ অ্যাডভাইসারের সহিত যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

—ডব্লিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) অ্যাড নং ৩৮৪(৫) আই পি আর/এ/৭১—

উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে ডাঃ আর্ল এস্ স্লোন্‌স-এর অসাধারণ "তাপ-ক্রিয়া" ফর্মূলা যা উপশম করে

পেশীর ব্যথা

স্লোন্‌স্ বাম আস্তে ঘষে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিকই টের পাবেন এর আরামদায়ক তাপ ব্যথা বার করে আনছে। এর জোরালো উপাদানগুলি পেশীর গভীরে গিয়ে তাপ উৎপাদন করে, যার ফলে রক্ত-চলাচল বেড়ে গিয়ে চট্ করে আপনার ব্যথার উপশম হয়। এই হল ডাঃ স্লোন্‌স্-এর অসাধারণ "তাপ-ক্রিয়া" ফর্মূলার কাজের ধারা।

স্লোন্‌স্ বাম তেলতেলে নয়, এ থেকে দাগ ধরে না। এতে সেই "তাপ-ক্রিয়া" আছে, যা স্লোন্‌স্ লিনিমেণ্টকে ৭৫ বছরের ওপর ধরে জগৎ-বিখ্যাত করে রেখেছে।

৩টি সাইজে পাওয়া যায় : ৫ গ্রাম টিন। ১০ গ্রাম আর ৩৫ গ্রাম শিশি।

স্লোন্‌স্ বাম ও স্লোন্‌স্ লিনিমেণ্ট

অসাধারণ ব্যথা-উপশমকারী "তাপ-ক্রিয়া"।

জগৎ বিখ্যাত ব্যথা-উপশমকারী, ব্যবহার হয়ে আসছে ৭৫ বছরের ওপর

Warner Lambert Products Division of Warner Hindustan Ltd. SB-41

এবারের নির্বাচনে সর্বজয়ী হওয়া যায় কী করে!

এইত—সামনেই আছে এস্‌কর্ট্‌সের অনুপম উপহার

প্রতি ছয়টি রাজদূতের সঙ্গে ব্যাটারী চালিত ফ্রী পাওয়ার!

পেজ পোর্টেবল লাউডস্পিকার অবশ্যম্ভাবী বিজয়াভিমুখে আপনার গ্যারাণ্টি!

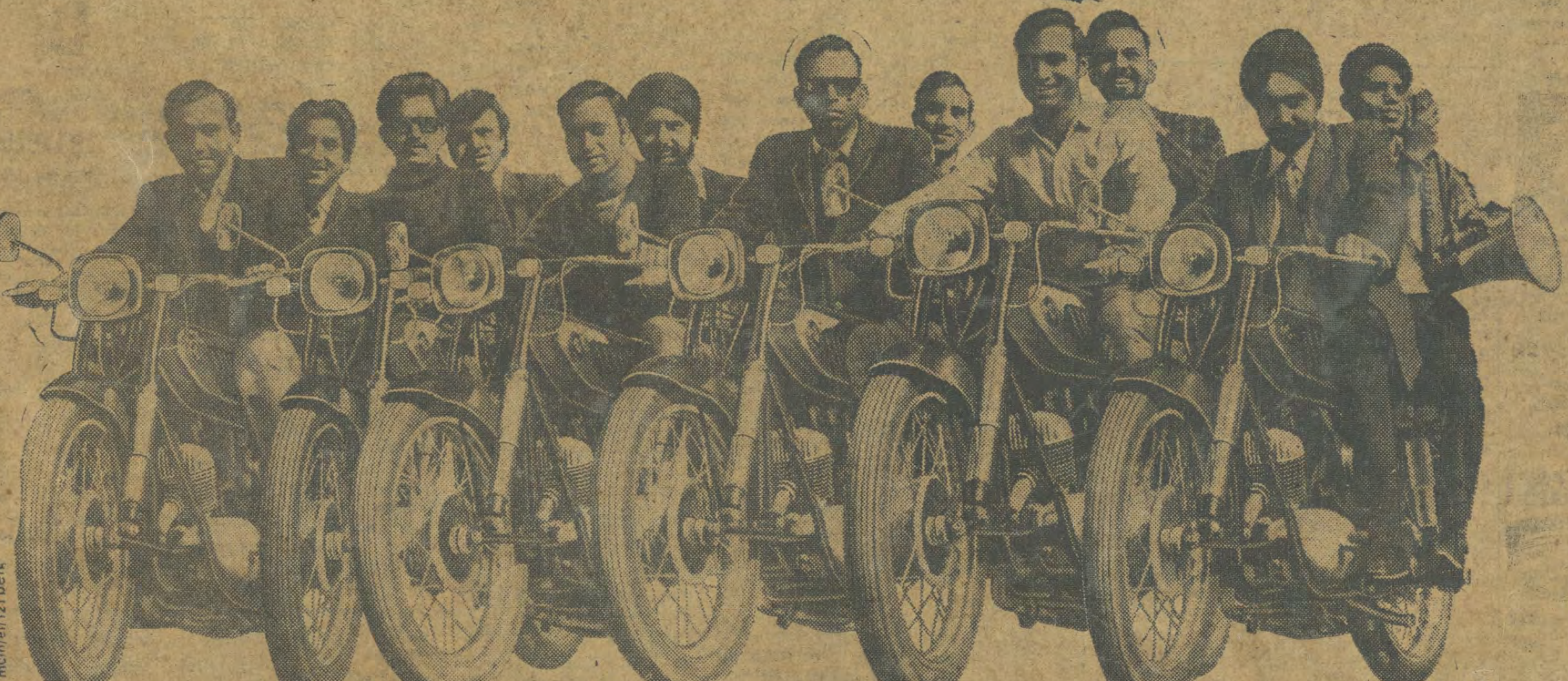

জনসাধারণের কাছে পৌছান

গন্তব্যস্থানে অতি অল্প সময়ে পৌছান, দ্রুত গতি, দিক পরিবর্তন ক্ষমতা, গতি বর্ধন শক্তি—এ সবের জন্যই রাজদূত আপনাকে সর্বপ্রকারের রাস্তা দিয়ে দেশের দুরূহ থেকে-দুরূহ স্থানে পৌছাতে পারে—যেখানে এমনিতে চার চাকার বাহকগুলিরও যাওয়া কঠিন।

অল্পের চেয়েও অল্পে কার্যোদ্ধারের জন্য

ছয়টি মোটর সাইকেল বারজনকে নিয়ে যেতে পারে। তবে আপনি যা খরচ করছেন তা বাঁচাবেন যখন নিজের পয়সাটি রাজদূত চালিত শক্তির উপর লাগাবেন। রাজদূত বেঙ্গার কার্যকরী থাকবার জন্য আপনার কাছে কদাচই কিছু চাইবে। তা ছাড়া এও জানাবেন, এর কখনও কোন চালকের প্রয়োজন হয় না। যে কেউ সাইকেল চালাতে জানে সপ্তাহের মধ্যে অনায়াসে মোটর সাইকেল চালাতে পারে।

সম্পূর্ণ তৈরী ক্যাম্পেন ইউনিট

জনসাধারণকে জানাবার ব্যাটরী চালিত ফ্রী পাওয়ার পেজ পদ্ধতি। অর্ডার করা প্রতি ছয়টি মোটর সাইকেলের সঙ্গে আপনার সন্দেশ বিনামূল্যে পৌছবার জনাই। তা ছাড়া একটি প্রশস্ত ও সুন্দর সাইড-র‍্যাক কেরিয়র প্রতিটি ক্যাম্পেনের জন্যও আছে এর সাথে আপনার নির্বাচন সাহিত্য সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য।

এই সব সুবিধাগুলি আপনার জন্য আছে এবারের নির্বাচনের শেষাবধি।

আপনার নিকটতম রাজদূত বিক্রেতার সঙ্গে আজই কথা বলুন।

Rajdoot® -শ্রেষ্ঠতম দুই চাকার বাহক

Escorts Limited

mcm/el/121 ben

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সাহেব দাদু

বিমল কর

আমি খানিকটা শীত-কাতুরে; সকালের দিকে যতক্ষণ পারি রোদে বসে থাকি, রোদে বসেই চা খাই, কাগজ-টাগজ পড়ি। আমাদের এদিকটা হালে গড়ে উঠছে বলে বাড়ি-ঘরের চাপাচাপি কম, আলো বাতাসের অভাব বড় নেই। কপাল গুণে আমার বাড়িটায় বারান্দা আছে দক্ষিণে, পরে খানিকটা ফাঁকা জমি রয়েছে, সামান্য কিছু গাছপালাও এদিক-ওদিকে। শীতের সকালটা আমার তাই মন্দ কাটে না। তবে এখন, সরস্বতী পুজোর দিন এগিয়ে এসেছে বলে বারান্দায় বসে রোদ পোয়ানোর জন্যেই রোজই কিছু খেসারত দিতে হচ্ছে; বাচ্চাকাচ্চাগুলো সরাসরি আমার কাছে এসে চাঁদার খাতা মেলে ধরছে। কী জানি কেন তাদের ধারণা, আমার কাছে সরাসরি আসাটাই লাভজনক।

সকাল থেকে কত রকমের বাচ্চা-কাচ্চাই যে আসে : মাঝারী, হাফ-মাঝারী, পুচকে! দলের মধ্যে এমনও দু-চারজন থাকে, যাদের কোমরে প্যান্টটাও সব সময় ঠিক থাকে না। ছুটি-ছাটার দিন ভিড়টা আরও বাড়ে। এটা এখন চলবে—সরস্বতী পুজোর দিন পর্যন্ত।

ছেলেগুলোর আসা-যাওয়া, চাঁদা আদায়, আকুলি-বিকুলি দেখতে দেখতে নিজেদের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে যায় আমাদের সাহেব-দাদুকে। সরস্বতী পুজোর চাঁদা আদায় আর সাহেব-দাদু—এ দুটোর মধ্যে এমন এক সম্পর্ক ছেলেবেলা থেকে আমার মনে জড়িয়ে গেছে যে, একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা আমি ভাবতেই পারি না।

গল্পটা আমাদের ছেলেবেলার, বয়স যখন বারোতেরোর কাছাকাছি। আমরা ছিলাম মফস্বল শহরের ছেলে, তাও আবার বাংলা দেশের নয়, তবে বাংলা দেশের প্রায় গায়ে গায়েই। শহরটাকে রেল-শহর বলা যায়, আবার এমনি শহর বলতেও আটকায় না। আমাদের বাড়ির দিকটাকে লোকে বলত তেঁতুল-পাড়া। বিশাল একটা তেঁতুল গাছ পাড়ার প্রায় মুখে পড়ত বলে কিনা জানি না। জায়গাটা খুব সুন্দর ছিল—একদিকে নতুন রেল কোয়ার্টার্স, অন্যদিকে কয়েকটা পুরোনো বাংলো বাড়ি, দু-চারটে দোতলা বাড়ি, পাথর-বাঁধানো রাস্তা, ফাঁকা মাঠ-ঘাট, ব্রাঞ্চ লাইনের রেল লাইন, সাহেবদের কবরখানা, আরও কত কী! দূরে একটা চাঁদমারিও ছিল। এমন কি গ্রেগারী সাহেবদের একটা দোকানও ছিল এক-পাশে—খাঁটি সাহেবী দোকান, কোলিয়ারীর সাহেব-সুবোদের জন্যে। সেটা অবশ্য অন্য রকম দোকান, আমাদের বাজার-পাড়ার মতন মোটেই নয়।

আমাদের হাইস্কুলটা ছিল অনেকটা দূরে, মাইল দেড়েক প্রায়। স্কুলে খুব বড় করে সরস্বতী পুজো হত, কিন্তু সেখানে আমাদের মতন বাচ্চাকাচ্চাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। শুধু অঞ্জলি দেওয়া আর প্রসাদ নেওয়া কারই বা ভাল লাগে! আমরা তাই আমাদের পাড়ায় নিজেদের পুজো করতাম। তা চার পাঁচটা পুজো হত, সবই বাচ্চাদের।

পুজোর হই-হুল্লোড় আনন্দ তো ছিলই আমাদের, তারই সঙ্গে ছিল আর-একটা মজা—সাহেব-দাদুর কাছ থেকে চাঁদা আদায়।

পুরোনো একটা বড় বাংলো বাড়ি ছিল সাহেব-দাদুদের, বাড়িটার চৌহদ্দি কম ছিল না, তারের বেড়া, বেড়ার গায়ে করবী ঝোপ, অনেকখানি মাঠ-মতন জমি, নানা রকম গাছ। একটা মস্ত দোলনা ঝোলাত একপাশে। সাহেব-দাদু ছিলেন আমাদের পাড়ার সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তি। শুধু আমাদের পাড়ারই বা বলি কেন, গোটা শহরটারই। সাহেব-দাদু আমাদের পাড়ার লোক এটা আমাদের ভীষণ গর্বের বিষয় ছিল!

সাহেব-দাদু বিন্দুমাত্র সাহেব ছিলেন না, তবু লোকে তাঁকে সাহেব বলত। বোধহয় তাঁর গায়ের রঙ আর চেহারার জন্যে। অন্য একটা কারণও হতে পারে—সাহেব-দাদু যুদ্ধে গিয়েছিলেন ডাক্তার হিসেবে, চোদ্দ-সালের যুদ্ধে। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর থেকেই তিনি এ-শহরে। রেল, কোলিয়ারী, শহর—সব জায়গাতেই তাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ঘটেছিল। রেল আর কোলিয়ারীর সাহেব-সুবোরা পর্যন্ত তাঁকে খাতির করত। আমাদের নতুন হাইস্কুলের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন; মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন অনেক বছর। আরও কত কী। এখন তাঁর যথেষ্ট বয়েস হয়ে যাওয়ায় সবই ছেড়ে দিয়েছেন, বাইরে এক রকম বেরোনই না। তাঁর এক ছেলে ডাক্তার, অন্য ছেলে কোলিয়ারীতে ম্যানেজার, জামাইরাও কম নয়।

সরস্বতী পুজোর মরশুম পড়লেই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়ে উঠত সাহেব-দাদুর কাছ থেকে চাঁদা আদায়। সেটাই সবচেয়ে মজার ছিল, আনন্দের ছিল।

চাঁদা আদায় শুরু হয়ে যাবার পর প্রথম প্রথম আমরা সাহেব-দাদুর বাংলো বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করলেও তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম না। দূর থেকে নজর করে নিতাম। তারপর একদিন পাঁচ সাতজন বাচ্চা মিলে ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম।

বাংলো বাড়ির বাইরের টানা বারান্দার ওপর সাহেব-দাদু বসে থাকতেন, খানিকটা রোদ, খানিকটা ছায়া থাকত ওখানে। সারাটা শীত তাঁকে সকালের দিকে ওই জায়গায় দেখতে পাওয়া যেত।

......কই, জিভ বার কর, আরও...... হাঁ কর বড় করে। দেখি—দেখি।"

ফটক খুলে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতাম। খুব যে একটা সহজ করে সাহস করে পা ফেলতে পারতাম তা নয়, একজন অন্যজনকে সামনে ঠেলতাম, আর আমাদের হাফ্ প্যান্টের বেল্ট কিংবা বোতাম ঠিক করতাম।

মস্ত কাঠচাঁপা গাছটার কাছে আসতেই হয়ত অমিয়কাকার সঙ্গে দেখা, সাহেব-দাদুর বড় ছেলে, ডাক্তার। অমিয়কাকা ডিসপেনসারীতে যাচ্ছেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন : 'কীরে, চাঁদা! যা যা—চলে যা, ওই তো বাবা বসে আছেন।'

অমিয়কাকার হাসির মর্মটা আমরা বুঝতাম।

আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে, এক-জন অন্যজনকে সামনে এগিয়ে দিতে দিতে আমরা বারান্দার সিঁড়িতে এসে দাঁড়াতাম।

ততক্ষণে সাহেব-দাদুর চোখ আমাদের দিকে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু এমনভাবে তিনি অন্যদিকে তাকাতেন যেন আমাদের নজর করেননি।

সিঁড়ি উঠে বারান্দায় গিয়ে আমরা দাঁড়াতাম। সামান্য তফাতে সাহেব-দাদু। গায়ের রঙ কী ফরসা, মাথার চুল একেবারে সাদা, পরনে ধুতি, গায়ে জামার ওপর তুষ চাদর। সাবেকী কালো রঙের আর্ম-চেয়ারে সাহেব-দাদু পিঠ হেলিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর পায়ের দিকে বুড়ো কুকুরটা রোদে গা ঢেলে ঘুমোচ্ছে। জেগে উঠলেও চেঁচামেচি সে করত না যেন সেটা অকারণ পরিশ্রম।

সাহেব-দাদুর আর্ম-চেয়ারের এক-দিকে একটা ছোট মতন তে-থাকা। তার পায়ে চাকা লাগানো, ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়। থাকের ওপর কাগজ-টাগজ, দু-একটা বই, চশমার খাপ, দেশলাই-টেশলাই।

সাহেব-দাদু আমাদের দিকে এবার এমন একটা চোখ করে তাকাতেন, যেন মনে হত, তিনি জিজ্ঞেস করছেন, 'তোরা কে?' চোখে সামান্য কৃত্রিম ভ্রূকুটিও থাকত।

আমরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতাম; তারপর টপাটপ একটা করে প্রণাম সেরে ফেলতাম দাদুর পা ছুঁয়ে।

দাদু একবার পিঠটা সামান্য সোজা করে বসতেন, কোলের ওপর চশমা।

"দাদু—!"

"উঁ!"

"আমাদের সরস্বতী পুজো......"

"তোরা কোন্ দল?"

"আমরা এ-পাড়ার।'

"কোথায় তোদের পুজো?"

'রেল কোয়ার্টারে। শিমুল গাছটার কাছে আমরা পুজো করি।"

"ও!" দাদু এবার আমাদের সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলতেন, "লাইন করে দাঁড়া।"

আমরা জানতাম সাহেব-দাদু কী কী বলবেন, আর আমাদের কী কী করতে হবে। লাইন দিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে যেতাম, ঠিক স্কুলে ড্রিল ক্লাসের মতন।

দাদু হাত বাড়িয়ে পাশের সেই তে-থাকা থেকে কাগজ পেনসিল তুলে নিতেন। পাশেই দাদুর সেই বিখ্যাত পাউচ্। দাদু পাকিয়ে সিগারেট খেতেন বলে তাঁর হাতের কাছে সিগারেটের কাগজ আর পাউচ্ থাকত। তবে আমরা যে পাউচ্‌টার দিকে লুব্ধ চোখে তাকাতাম সেটা পুরোনো, তার মধ্যে সিকি, আধুলি, টাকা নিয়ে দাদু বসে থাকেন।

কাগজ পেনসিল কোলের কাছে টেনে নিয়ে দাদু আমাদের লাইনের প্রথম ছেলেটাকে ডাকতেন। "নাম বল্?"

"ভোলা।"

"ভোলানাথ?"

'ডাক নাম ভোলা; ভালো নাম সুশান্ত।'

"চুপ কর বেটা! ভোলা নামে পোষাচ্ছে না—আবার সুশান্ত। বাপের নাম বল?"

'শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী।'

"তুই সতীশের ছেলে?" দাদু একবার ভোলার চেহারাটা নজর করে নিলেন। "নে মাপে দাঁড়া।"

মাপে দাঁড়ানোটা কী আমরা জানতাম। কাছেই বারান্দার থামে বেশ মোটা মোটা করে ফুট ইঞ্চির মাপ দেওয়া আছে পেনসিলের। দাদু এসব আগেভাগেই তৈরী করিয়ে বসে থাকেন।

ভোলা থামের দিকে মাপ দিতে চলে গেল। আমাদের মধ্যে একজন গেল মাপটা দেখতে।

দাদু ভোলার দিকে তাকিয়ে। "কত?"

যে মাপ দেখছিল সে বলল, "তিন ফুট দশ ইঞ্চি।"

"ঠিক করে বল্, মাপ বাড়াবি না।"

"না দাদু, ঠিক বলছি, একেবারে তিন ফুট দশ ইঞ্চি।"

মাথার মাপটা দেওয়া হয়ে গেল ভোলার। দাদু নামের পাশে লিখে ফেললেন মাপটা।

এরপর ওজন। আমরা জানতাম। পুরোনো আমলের একটা ওজন-যন্ত্র দাদুর কাছাকাছি রাখা রয়েছে। ভোলা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কত হচ্ছে রে?"

আমাদের মধ্যে একজন ঝুঁকে পড়ে কাঁটা দেখতে দেখতে বলল, "বিয়াল্লিশ দাদু।"

"ঠিক করে বল্? নো চুরি। ভাল করে কাঁটা দেখ।"

"চল্লিশের একটু বেশি দাদু।"

দাদু তফাত থেকেই তাকালেন, যেন আমাদের মুখ দেখে বুঝে নিলেন ওজন বাড়াচ্ছি কিনা, তারপর লিখে নিলেন বিয়াল্লিশ পাউন্ড।

ওজন-যন্ত্র থেকে নেমে এল ভোলা। মাথার মাপ আর ওজন দেবার সময় যতটা আগ্রহ দেখিয়েছিল ভোলা এবার আর ততটা আগ্রহ নেই। আমাদের দিকে কাঁচুমাচু মুখে তাকিয়ে তার প্যান্টটা ঠিক করে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

দাদু ডাকলেন। "কাছে আয়।"

ভোলা যাব কি যাব না করে দাদুর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। দাদু হাত বাড়িয়ে তাঁর সেই তে-থাকার ওপর থেকে একটা পাতলা শু-হর্ন তুলে নিলেন। শু-হর্নটা কাচের গ্লাসে ডোবানো ছিল, গ্লাসের মধ্যে ওষুধ-মেশানো জল। ওটা শু-হর্ন হয়ত নয়, কিন্তু দেখতে ওই রকম লাগত।

"কাম হিয়ার ভোলা। জলদি..."

পা পা করে ভোলা কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। তার মুখের অবস্থাটা তখন ভাল নয়, হাত দুটো কোমরের কাছে।

দাদুর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই; হাতে সেই শু-হর্নের মতন চামচটা। "হাঁ কর, বড় করে হাঁ করবি, যেন বড় বড় রসগোল্লা খাচ্ছিস......নে হাঁ কর।"

ভোলা হাঁ করল।

"সকালে দাঁত মেজেছিস?"

মাথা হেলালো ভোলা।

"কি দিয়ে মেজেছিস?"

"মাজন দিয়ে।"

"নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করে মাজবি।...কই, জিভ বার কর, আরও... হাঁ কর বড় করে। দেখি—দেখি।" দাদু ভোলার টনসিল দেখতে দেখতে অন্য কাজে ব্যস্ত হলেন, আমরা লক্ষ করতে লাগলাম। ডান হাতে চামচ নিয়ে দাদু ভোলার গলা দেখছেন—আর তাঁর বাঁ হাতটা আস্তে আস্তে ভোলার হাঁটুর দিকে এগুচ্ছে। ভোলার হাত কোমরের কাছে খুব সতর্ক হয়ে রয়েছে।

এবার দাদু হাঁক ছাড়লেন। "হাত

৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আমরা কতদূর এগোলাম

যে কোনও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রথম পরিচায়ক সেই দেশের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয়। বলা হয় যে আমরা গরীব কেননা আমরা গরীব। ব্যাপারটা খুবই ইণ্টারেস্টিং। অর্থনৈতিক পরিভাষায় একে বলা হয় 'বিষচক্র'। বলা হয় আমরা গরীব বলে আমাদের আয় কম, আয় কম বলে আমাদের উৎপাদন কম, উৎপাদন কম বলে আমাদের ভোগ কম আর ভোগ কম বলেই আমরা গরীব।

এই বিষচক্রকে ভাঙতে হলে আয় বাড়াতে হবে। জাতীয় আয় বাড়লেই মাথা পিছু আয় বাড়বে। আয় বাড়ার অর্থ হল উৎপাদন বাড়া এবং তার অর্থ ভোগ বাড়া আর ভোগ বাড়া মানেই আমাদের জীবনধারণের মান বাড়া অর্থাৎ আমরা দারিদ্র্যমুক্ত।

মুখ্যতঃ জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েই আমাদের প্রতিটি পরিকল্পনা তৈরী হয়। এ বিষয়ে আমাদের অগ্রগতিও খুবই লক্ষণীয়। ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে জাতীয় আয় ছিল ৮৮৫০ কোটি টাকা (১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে) ১৯৬৭-৬৮ সালে তা অনেক বেশী বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯, ৩৭৭ কোটি টাকা (বর্তমান দামের ভিত্তিতে)। তবে শুধু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি দেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি সহজে বোঝা যায় না। সুষম অর্থ-ব্যবস্থার মূল কারণ হ'ল আয়ের সুষম বণ্টন। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ করা হয় যে, জাতীয় আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি হলেও দেশের জনসাধারণের মধ্যে তার সুষমবণ্টন এখনও অর্জিত হয়নি। কথাটা মিথ্যা নয়। কেননা ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে মাথা-পিছু আয় ছিল মাত্র ২৪৭.৫ টাকা (১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে) সেখানে ১৯৬৭-৬৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫৪২.৯ টাকায় (বর্তমান দামের ভিত্তিতে)। এর থেকেই বোঝা যায় যে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে অগ্রগতি জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় মোটেই সন্তোষজনক নয়। অবশ্য তেমনি একথাও বলা ঠিক হবে না যে, পরিকল্পনার ফলে গরীব আরও গরীব এবং ধনী আরও ধনী হয়েছে। ধনী যে আরও ধনী হয়েছে তার সমর্থন মেলে অধুনা প্রকাশিত মহলানবীশ কমিটির রিপোরটে। কিন্তু গরীবের অবস্থাও কিছু ভাল হয়েছে এও তথ্য-প্রমাণিত। তবে যতটা ভাল হওয়ার কথা ছিল তা নিশ্চয় হয়নি।

অর্থনৈতিক তত্ত্বের অনেকগুলি সত্যের মধ্যে একটি সত্য হ'ল এই যে দেশ যতই অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয় ততই প্রথমে কৃষিতে, পরে শিল্পে এবং সবশেষে ব্যবসাবাণিজ্য ও অন্যান্য সেবামূলক কার্য দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। আমাদের দেশ যে ক্রমশঃ উন্নতিশীল তা এই অর্থনৈতিক সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। নীচের ছকটিতে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের বিভিন্ন সূত্রের অংশ একসঙ্গে দেখানো হ'ল।

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান সূত্র	১৯৫০-৫১ সাল	১৯৬৬-৬৭ সাল
১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য	৫১.৩	৪৯.২
২। খনি ও বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শিল্প	১৬.০	২০.২
৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	১৭.৭	১৫.৪
৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য	১৫.০	১৫.২
	১০০.০	১০০.০

এর থেকেই বোঝা যায় যে, মোট জাতীয় আয়ে কৃষি ও অনুরূপ কার্যের অংশ হ্রাস পেয়ে খনি ও শিল্পের অংশ কিছুটা বাড়তির দিকে। দেশে যে শিল্পের প্রসার ঘটছে এটাই তার অর্থ। তবে সঙ্গে সঙ্গে মোট জাতীয় আয় অর্জনে কৃষি ও অনুরূপ কার্যেরই প্রাধান্য রয়েছে এবং শিল্পবাণিজ্য ও অন্যান্য সেবামূলক কার্যের অংশ এখনও সে খুব বেশী নয় এর অর্থই হল জীবনযাত্রার মান এখনও আমাদের খুব উঁচুতে নয়।

—কুমারেশ ঘোষ

দূরের ভাবনা — আলোকচিত্র : চিত্রজিৎ ঘোষ

বাবুদের কলকাতায় বাগ্দেবী

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

দেবী বাকের সঙ্গে বাবুদের কলকাতার যে কখনো সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে তা' অন্যে পরে কা কথা—দেবতারাও বোধহয় জানতেন না।

সরস্বতীর আরেক নাম হল বাক। এই বাগ্দেবী সূর্য-কুবের-বরুণ ইত্যাদি দেবতাদের মত প্রাচীন। অর্থাৎ বৈদিক। সেকালের সকল বৈদিক দেবতারা আজ আমাদের কাছে তেমন আর পুজো পান না, কেবল দু একটি ছাড়া। সেই দু একটির ভেতর দেবী বাক হলেন প্রধান। বৈদিক যুগ থেকে একবারে একাল পর্যন্ত একটানা পুজো পেয়ে এসেছেন, এমনি হল এ'র মহিমা! মোটকথা, পুজো-অর্চনার ইতিহাসে দেবী বাক্ হলেন এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

তবে কেমন করে যে এ অঘটন ঘটল, তা বলা কঠিন। হয়ত অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। দেখানো যায় অনেক কারণ। এবং অন্যতম যুক্তি হিসাবে দেবীর চরিত্রকে কেউ যদি পেশ করেন, তখন তাঁকেও আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। বৈদিক সূত্রে পাওয়া কাহিনী থেকে জানা যায় যে, দেবী বাক্ ছিলেন রোমাণ্টিক ধরনের নায়িকা। ছলা-কলা পটিয়সী। দেবকুল এবং গন্ধর্বকুল এই দেবকন্যাকে নিয়ে যে ভাবে টানাটানি করেছিলেন তা একালের উপন্যাসকেও হার মানায়। আর সেকালের বাবু কাহিনীর উপযুক্ত নায়িকা যে তিনি তাতে আর সন্দেহ কি!

বৈদিক দেবতারা মধু খেতে খুব ভালোবাসতেন। তবে ঐ স্বাদুতম পানীয়কেও উপেক্ষা করতেন যদি তাঁরা হাতের কাছে এক পাত্র সোম পেতেন। সোমের ওপর দেবতাদের লোলুপতা ছিল ভীষণ। আর যেহেতু এ বস্তুটি তাঁদের আয়ত্তে ছিল না, তাই সোমের প্রতি আসক্তি যেন খুব বেশিমাত্রায় প্রকাশ পেত।

সোম ছিল গন্ধর্বদের আয়ত্তে। তারা বুঝত এর মহিমা। তাই সযত্নে ও সতর্কতায় এ পানীয়কে তারা রক্ষা করত। কোনো মূল্যেই তারা প্রস্তুত ছিল না এটিকে দেবতাদের কাছে সমর্পন করতে। ওদিকে দেবতারা এটিকে সংগ্রহের জন্য ছিলেন বেপরোয়া। তাই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। জমে উঠল নাটক।

দেবতারা ছিলেন কৌশলী। তাঁরা চাইলেন কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে। সুন্দরী বাককে নিয়ে ফাঁদিলেন তাঁরা একটি খেলা। গন্ধর্বদের কাছ থেকে সোম নিয়ে আসার জন্য অনেক তালিম দিয়ে পাঠালেন তাঁরা নিপুণিকা বাককে।

বাক গেলেন। এবং গেলেন ত গেলেনই। কিছুতেই ফিরে আসেন না। দেবতাদের প্রতীক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকল। শেষ পর্যন্ত বাককে না ফিরতে দেখে দেবতাদের বেরোতে হল সদলবলে। গিয়ে দেখেন উল্টো ব্যাপার। গন্ধর্বদের সংসর্গ ছেড়ে বাক আসতে অনিচ্ছুক। ঐ অনিচ্ছুক নারীকে ঘরে ফেরানোই তখন দেবতাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। বাককে মোহিত করার জন দেবতারা আরম্ভ করল নাচ-গান। শেষ পর্যন্ত নাচ-গানে রমণীর মন ভুলল। এবং বাক ঘরে ফিরে এলেন।

উপসংহার সম্পর্কে আবার ভিন্ন-পাঠও পাওয়া যায়। সে বিবরণ আরো রোমাঞ্চকর। তা থেকে জানা যায়, সুরা-সুরের কোনো পক্ষই বাককে ছাড়তে রাজি ছিলেন না। এখানে অসুর অর্থে গন্ধর্বরা। তারা বাককে নিজেদের কাছে রাখতে চাইল। আর দেবতারা এ দাবী মানেন কি করে? যাই হোক, শেষপর্যন্ত ঠিক হল যে বাক হবেন স্বয়ম্বরা। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা মতন তিনি যে কোনো এক পক্ষে যাবেন। আর সেই পক্ষেই তিনি যাবেন যে পক্ষকে তিনি ভালোবাসবেন।

ব্যস, নারীর ভালোবাসা জয় করতে দু পক্ষই নেমে পড়লেন। অসুরেরা ছিল জ্ঞানে বড়ো। রমণীর মন ভোলাতে তাঁরা বুনতে আরম্ভ করলেন তত্ত্বকথার জাল। আর দেবতারা? তাঁরা আরম্ভ করলেন নাচগান। এক-দিকে শুকনো জ্ঞানের আলোচনা, আর অন্যদিকে সরস নাচ-গানের জমজমাট আসর! এখন নারীর মন কোন্‌দিকে যাবে তা সহজেই অনুমেয়।—বাগ্দেবী মোহিত হয়ে সঙ্গীত কুশলী দেবতাদের গলাতেই মালা পরিয়ে দিলেন। ফিরে এলেন দেবলোকে।

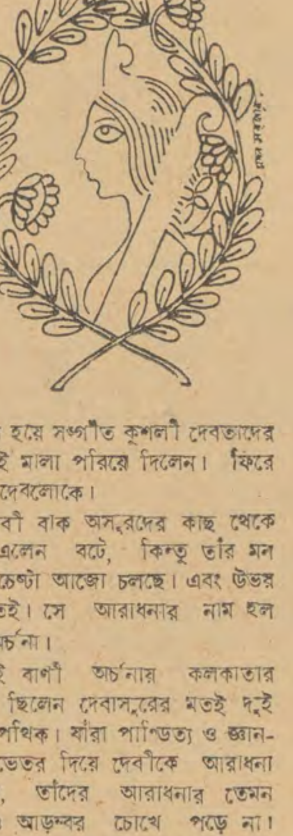

দেবী বাক অসুরদের কাছ থেকে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন জয়ের চেষ্টা আজো চলছে। এবং উভয় রীতিতেই। সে আরাধনার নাম হল বাণী-অর্চনা।

এই বাণী অর্চনায় কলকাতার বাবুরা ছিলেন দেবাসুরের মতই দুই পথের পথিক। যাঁরা পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-চর্চার ভেতর দিয়ে দেবীকে আরাধনা করতেন, তাঁদের আরাধনার তেমন খবর ও আড়ম্বর চোখে পড়ে না। যাঁরা নাচ-গানের জমাট আসর বসাতেন, কলকাতাবাসীদের নজর পড়ত সেদিকে।

কলকাতা বরাবরই হুজুকের জায়গা। সুতরাং সরস্বতী পুজোও এক হুজুগ।—প্রতিমা যখন থেকে একমেটে হচ্ছে, তখন থেকেই সাড়া পড়ে যায় পাড়ায় পাড়ায়। খইচুরের মতন ফেটে পড়ছে আমোদ। পুরনো পোশাকের বদলে তাই নতুন পোশাকের আয়োজন দেখা গেল। ডুরে উড়ুনি, রবারের জুতো, নিনু আর মলমলের পিরান বিদায় নিল। অঙ্গে উঠল চায়না কোট, পায়ে স্টকিং। আখড়াই ও হাফ-আখড়াইয়ের দলে সাড়া পড়ে গেল।

সেকালে বাবুদের বাড়িতে বাড়িতে অনেক পুজো হলেও, বাবুরা যে-সব জায়গায় গানের আসর বসাতেন, সেই বিশেষ বিশেষ পল্লীতে এবং বাবুদের অনুগৃহীত জীবন্তদেবীদের বাড়িতেই পুজো হত সব থেকে জাঁক করে। সোনাগাছি, বাগবাজার, সিমলে, মেছো-বাজার, গরাণহাটা, বাঁশতলা, মাথাঘষা, চোরবাগান, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চাঁপাতলা, জানবাজার প্রভৃতি পীঠস্থানগুলি উঠত ঝলমলিয়ে। চারিদিকে কেবল দেখা যেত খরচ আর খরচ! টাঁকে টাঁকে ঘুরত টাকা। আর সেই টাকা দেখে প্রলুব্ধ হয়ে আসত-গাঁটকাটারা। ফলে, শহরে চুরি-ডাকাতির মাত্রা একটু বেড়ে যেত। আরম্ভ হত রাহাজানি ও সিঁদকাটা। দু-দশটা খুনও হত। ওদিকে 'মানি-মার্কেটের' তাপমাত্রা হু হু করে ওপরের দিকে উঠত।

পুজোর আগে-পরে কয়েকটি সরস চিত্র সকলেরই চোখে পড়ত। দেখা দিত বামুনবাড়ির পুরুতদের ছবি। আর কারিগরেরা ত' প্রথমের দিকে দেখা দিত নায়কের ভূমিকায়। রঙ বেরঙের চ্যাঙারি মাথায় করে এ বাড়ি ও বাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াত বামুন পুরুতের দল। কারিগরেরা দৌড়তেন প্রতিমার ফরমাশে। আর একালের মত সেকালেও কুমোরটুলি ছিল প্রতিমা কেনাবেচার প্রধান কেন্দ্র। নগদ মূল্যে সরস্বতীরা বিক্রীত হতেন। তারপর মুটের মাথায় উঠে বাবুদের বাড়ি রওনা দিতেন। কখনো কখনো প্রতিমার জন্য এমন চাহিদা আসত যে কারিগরেরা যোগান দিতে পারতেন না। দায়ে পড়ে অবিক্রীত দো মেটে জগদ্ধাত্রীকে এই হিড়িকে বিক্রি করে বেশ দু পয়সা লুঠতেন। হাতী-সিংহ ছেঁটে দিয়ে, চার হাতের দু হাত কেটে আর ঘাড়টি একটু হেলিয়ে দিয়ে জগদ্ধাত্রী হতেন সরস্বতী। তার ওপর ডাকের সাজ পরলে ত কথাই ছিল না! —সেকালের কলকাতায় ডাকের সাজের ভীষণ চাহিদা ছিল। সোলার পদ্ম-ফুল বিক্রি হত অঢেল। গাঁদা ফুলের দোকানে দেখা দিত ভীষণ ভিড়। আর মিঠাইকরেরা হিমসিম খেতেন মিষ্টির যোগান দিতে।

সকাল থেকে আরো নানা দৃশ্য দেখা যেত। দেখা যেত, ঢুলীরা ঢোল কাঁসি ও সানাই কলাচ্ছে। আচার্য বামুন আর মালীরা গাঁদাফুল, বেল পাতা, সোলার পদ্ম, দুর্বো সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে। মিঠাইঅলা ব্রাহ্মণ, ময়দাঅলা খোট্টা, ফুলুরি-চেনাচুর-অলা মুসলমান, সন্দেশ-বীরখণ্ডী অলা ময়রা, দৈ অলা গোপ আর মদওয়ালা শুঁড়িদের এক-দণ্ডও অবকাশ ছিল না নিঃশ্বাস ফেলবার।

তখন স্কুল-কলেজ তেমন তৈরী হয়নি। তাই ছাত্রদের পুজোর চল তেমন ব্যাপক ছিল না। আর টোল বাড়ি বা চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদের তেমন ভিড় না-থাকায় পণ্ডিতমশাইরা নিজেরাই আয়োজন করতেন পুজোর। এ পুজোর একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হল কিছু প্রাপ্তি সম্ভাবনা। এ পণ্ডিতদের উপাধি ছিল 'বর্ণমালা নিন্দিত', আর চৈতন হার মানাতো 'আর্কফলা'কেও।

তবে সেকালে সব থেকে মজার পুজো ছিল ব্রাহ্মদের। ব্রাহ্ম

৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অসময়

ফিস্ ফিস্ করে ডাকলাম 'টিটু'; ও চোখ বুজে ছিল। আবার ডাকলাম 'টিটু, সন্দীপ'। এবার ও চোখ খুলল, 'ও তুমি, আমি ভেবে-ছিলাম, কেউ এলই না বুঝি আমার প্রসাদ নিয়ে'। আমি শব্দ না করে হাসলাম। 'তুই ভারি বোকা, তা কি হয় নাকি? যে-করেই হোক আসবই আসব। এই নে। উঠে বসতে পারবি'? ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল, 'তিলের নাড়ু দিয়েছে? মুগের জালা কি ফল্গা মেখেছে? মা যদি খৈ দিয়ে শুকনো মুড়কি পাঠিয়ে দেয়, হে মা কালী!' আমি ওর কথায় হেসে ফেললাম। 'যা যা নৈবেদ্য ছিল সব দিয়েছে তবে তুমি কি সব খাবে? মানে সব খাওয়া কি ভাল? আমি বলছিলাম কি মুগের-জালাটা নাই বা খেলে, শশাটাও বাদ দাও। বাকীগুলো খাও' বলে ওর হাতে সরস্বতী পুজোর প্রসাদগুলি তুলে দিলাম। আমার আপত্তি অনুযায়ী টিটু কতগুলি জিনিস বাদ দিয়ে খেল। ওর মুখ দেখে তখন একটুও বুঝিনি যে এই ত্যাগ স্বীকারে ওর বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয়েছে। পরে শুনে-ছিলাম এ-সম্পর্কে ওর মৃদু অনুযোগ, 'জানো, তপনদা আমাকে সব প্রসাদ খেতে দেয়নি'। কিন্তু আমি যে তখনও আশা করেছিলাম যে, ডাক্তারবাবুরা জবাব দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, অলৌকিক একটা কিছু ঘটবে, যাতে এই ছোট্ট মানুষটা ভাল হয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে। ওর বারো বছরের কচি কৈশোর সবুজ তারুণ্য ছুঁয়ে জ্বলন্ত যৌবনে ফুটে উঠবে। রোজ কাগজ খুললেই মনে হত লিউকোমিয়ার একটা ওষুধ আবিষ্কারের খবর আজ দেখব!

নাইট নার্স কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'আপনি ওর কাজিন', জিজ্ঞাসা করলেন। আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। 'আজ সন্ধ্যে থেকেই কী কী প্রসাদ দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছে, বলছিল' সিসটার বললেন। শুনে টিটু খুশি হয়ে বড় বড় ক্লান্ত ও বিষণ্ণ চোখ মেলে হাসল। ওর চোখের তলায় একটু কালি পড়েছে। ও প্রত্যেকটা জিনিস কপালে ছুঁইয়ে খাচ্ছিল। যেগুলি খেল না, সেগুলিকেও কপালে ছোঁয়াল। ওর খাওয়া দেখতে দেখতে বললাম, 'তোমার ক্রিকেট ব্যাট আর ঘুড়িগুলি সব মা-মণি বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। রঞ্জু অনেক ঘুড়ি কেটেছে। সেগুলিও একসঙ্গে রেখে দিয়েছে। তুমি বাড়ি গেলে ওড়াবে।'

ও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর সবাইর কথা জিগ্যেস করল, হঠাৎ জিগ্যেস করল, আচ্ছা, টাকীতে যেতে হলে কি সেই টয় ট্রেনে চড়তে হয়?

—এখন বড় ট্রেন চলে। বললাম।

—ঈস্। দেখেছ আমি বড় হবার আগেই কেমন ভাল জিনিসগুলি ফুরিয়ে যাচ্ছে। ও বলল।

—তাতে কী, তোমাকে অন্য জায়গায় ঐ ট্রেন চড়াব। দেখো। বললাম।

—তুমি রাত্রে থাকবে তো? প্রশ্ন করল। থাকব শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমার ওখানে রাত্রে থাকাটা বে-আইনী। সারা রাত সতর্ক থাকতে হবে। মেট্রন কখন রাউণ্ডে বেরোন কে জানে। কেবিনের বাইরের বেঞ্চিটায় শুয়ে শুয়ে চারতলার নীচের চওড়া রাজপথের যানবাহন চলাচল কমে আসছে দেখছিলাম। মধ্যরাত্রির পরে দু-একটা ফূর্তিবাজ ফিটন যাচ্ছিল। হঠাৎ নাইট নার্স ছুটে এসে বলল, 'মেট্রন আসছেন; পালান'। আমি করিডোরের শেষে যে বাথরুমটা ছিল, তাতে ঢুকে পড়লাম। বিরাট বাথ-রুমটা ভর্তি সারি সারি অসংখ্য বেড-প্যান। বোধ হয় তখনো পরিষ্কার করা হয়নি। নাকে রুমাল চেপে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, হঠাৎ নাইট নার্সের গলা শুনলাম 'চলে আসুন, ও-কে'। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল। এক সময় আলো ফুটল। আমার ফেরার সময়। টিটু ঘুমোচ্ছিল। ওর কপালে হাত রাখতেই চোখ মেলে চাইল, 'যাচ্ছ। বিকেলে কে কে আসবে?' চাপা স্বরে বললাম 'সবাই। আমি এখন যাচ্ছি।'

এর কিছুদিন পরে টিটু চির-কিশোর থেকেই চলে গেল। সবাই জানত ও চলে যাবে। আজ অনেক-দিন পরে, আমার মনে প্রায়ই একটা প্রশ্ন দোলে ওঠে। রাত্রিবেলা হাস-পাতালে থাকাটা নিশ্চয়ই বে-আইনী। কিন্তু ডাক্তার যে-কিশোরকে জবাব দিয়ে গেছেন, তাকে তার প্রিয় কিছু খাদ্য থেকে বঞ্চিত করাটাও কি ন্যায়-সঙ্গত? আমি, কেন জানি, আজও বুঝতে পারি না কোনটা প্রকৃত অপরাধ!

—অনিরুদ্ধ কর

"আমি কাল তাকে দেখলাম", অনাদি চায়ের দোকানে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, "যদিও সে দেখা দিতে চায়নি। কেউ যাতে দেখে না ফেলে সেজন্য সে সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। আমাকে অবশ্য সে দেখতে পায়নি।"

আমি সুবীরকে আস্তে আস্তে বললাম, "বোধ হয় অনাদির ভূতপূর্ব কোনো প্রেম কাহিনীই হবে। জ্বালালো!" সুবীর বলল, "চুপ করো না কেন, শুনে যাও, কতক্ষণেরই বা মামলা?"

কিন্তু তারপরই বুঝলাম ব্যাপারটা অনাদির ভূতপূর্ব বা অভূতপূর্ব কোনো প্রেম কাহিনীই নয়। ব্যাপারটা একজন সগুম্ফ ভদ্রলোককে নিয়ে।

"নিত্যগোপালবাবুকে আমি দেখতে পাচ্ছি। তিনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। দেখতে পাচ্ছি তাঁর পুরনো পাঞ্জাবীর অংশ। রিফু করা হয়েছিল কখনো, কিন্তু তারপরও পোকায় কেটেছে, সেগুলোকে আর রিফু করানো হয়নি। তাঁর হাতে একদা বিভিন্ন রকম সোনার ঘড়ি ঝকঝক করত এবারে একেবারেই ঘড়ি দেখতে পেলাম না। হাতে আঙটিও ঝকঝক করত, এবং বছর পোনের আগেকার কথা বলছি, তখন এক হাতে তিনি যতগুলি আঙটি পরতেন তার দাম ত্রিশ হাজার টাকার উপরে হত। আমরা হাঁ করে থাকতাম তাঁর দিকে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকতাম। কখনো কখনো শুনতে পেতাম তিনি এক রাত্রে দু'হাজার টাকা খরচ করে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের পার্টি দিয়েছেন। শুনে আমাদের মনের ভেতরটা কেমন করে উঠত। দুঃখ হত, রাগ হত। কখনো শুনতাম রেসে এগারো হাজার টাকা জিতেছেন এবং তারপর কয়েকদিন তাঁর বাড়িতে চলত সুরার এবং আনুষঙ্গিকের বেপরোয়া ব্যবহার।

"প্রতিটি গাড়িই তাঁর ছিল চকচকে ঝকঝকে। এক বছরের বেশি তিনি কোনো গাড়িই রাখতেন না। সব সমেত বোধ হয় পাঁচখানা গাড়ি ছিল। এ'র সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছিল, কেন না আমার বাবা ছিলেন এ'র শিক্ষক। অবশ্য কেবল বাবাই যে একমাত্র শিক্ষক ছিলেন তা নয়, আরো অনেকে ছিলেন। কিন্তু নিত্যগোপালবাবু অন্যের কাছ থেকে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি নিজেই নিজের শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলেন। নিত্যগোপালবাবু ছিলেন আমার চাইতে বছর পাঁচেকের বড়। বাবার সঙ্গে আমি অনেকবারই তাঁর উত্তর কোলকাতার বাড়িতে গিয়েছি। বেশির ভাগ সময়েই কোনো উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে। কখনো জন্মদিন, কখনো কারুর উপনয়ন বা বিয়ে উপলক্ষে। একবার গিয়েছিলাম একটা ছোট চিতাবাঘ শিকার করার পর সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে। চিতাটি নেহাতই ছোট ছিল। কিন্তু সেই উপলক্ষে যে ভোজের আয়োজন হয়েছিল তার তুলনা হয় না। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন, আর কেউ মোটরগাড়িতে, কেউ বা ঘোড়ার গাড়িতে এসে উপস্থিত হচ্ছিলেন। এমন সময় নিত্যগোপালবাবুর অন্য একজন গৃহ-শিক্ষক, সুরেশবাবু এলেন রিকশোয় করে। রিকশোয় সুরেশবাবুকে আসতে দেখে হঠাৎ নিত্যগোপালবাবু একেবারে যেন ক্ষেপে গেলেন। বললেন, সুরেশবাবু! আপনি রিকশোয় চড়েন? এর চাইতে হেঁটে আসা ভাল। রিকশোয় চড়া হচ্ছে মনুষ্যত্বের অবমাননা। আমি মশাই বহু দেশ ঘুরেছি, ইউরোপ, আমেরিকার অন্তত ষোলটি দেশ আমার নিজের চোখে দেখা। সেখানে কেউ রিকশা চড়ে না। আমি রিকশোয় চড়ি না, এবং মরে গেলেও চড়ব না কখনো। কারুরই চড়া উচিত নয়।

"আমার তখন প্রচণ্ড রাগ হয়ে গিয়েছিল নিত্যগোপালবাবুর উপর।" অনাদি বলতে লাগল, "রিকশোয় লোকে কেন চড়ে তা উনি জানবেন কেমন করে? নিজের গাড়ি আছে জুড়ি আছে, তাঁর রিকশোয় চড়ার দরকারই বা কি? তাছাড়া ইউরোপ আমেরিকায় যা সম্ভব তা আমাদের দেশে কি সম্ভব? দুটো আলাদা পরিবেশ, আলাদা সভ্যতা। তাছাড়া দুম করে রিকশোয় ওঠা বন্ধ করা কি যায়? কোলকাতায় জল জমে যায় রাস্তায়—সেখানে যখন কিছু চলে না তখন রিকশোই সচল। এসব কথা আমার তখন মনে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু চুপ করে যেতে হয়েছিল। এসব কথা আমাদের বলা সাজত না।

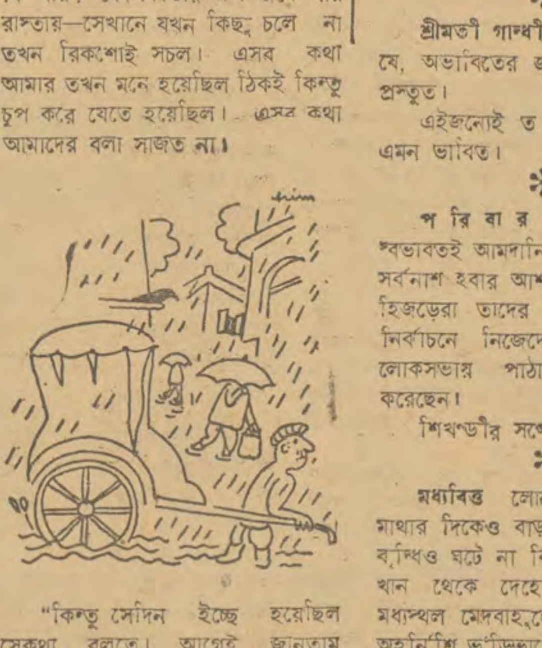

"কিন্তু সেদিন ইচ্ছে হয়েছিল সেকথা বলতে। আগেই জানতাম নিত্যগোপালবাবুদের পুরনো আর কিছু নেই। আগেই জানতাম তাঁদের সেই বাড়ি নেই, সেই গাড়ি নেই, তাঁর সেইসব বন্ধুবান্ধবও আর নেই। এখন আর শিকারে যান না। সে বন্দুক রাইফেল নেই, সে মেজাজ নেই। এসবই জানতাম—এবং মনে মনে ভাবতাম, বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমন ফল। কিন্তু তাঁকে সেদিন যে অবস্থায় দেখলাম সে অবস্থায় কখনো দেখব ভাবিনি!"

"কোন্ অবস্থায়?" আমরা প্রশ্ন করলাম।

অনাদি বলল, "দেখলাম একটা রিকশোয় জড়ো সড়ো হয়ে পরদায় ঢেকে বসে রয়েছেন। আমার কাছ থেকে দশ ফুট দূর দিয়ে দিয়ে তিনি আসছেন। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, 'কি নিত্যবাবু রিকশোয় নাকি মরে গেলেও উঠবেন না কখনো?' কিন্তু চেপে গেলাম।"

সুবীর বলল, "এমন সুযোগটা ছেড়ে দিলে?"

অনাদি বলল, "বাধ্য হয়ে দিলাম ভাই, বাধ্য হয়ে দিলাম, আমি কি ছেড়ে দিতাম নাকি তাঁকে—দিতাম ঠিকই দু-একটা ঝালঝাল কথা শুনিয়ে। কিন্তু কি করব আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখান থেকে কথাটা ঠিক জুতসই শোনাত না!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কোন জায়গায় ছিলে?"

অনাদি বলল, "একটা ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে!"

—সনাতন গোস্বামী

অম্ল-বিম্ল

শিবরাম চক্রবর্তী

আদালতের বিচারে বলদহানি হওয়ায় তার দলের কোনও বলহানি হয়েছে বলে শ্রীমতী গান্ধী মনে করেন না।

সরকারী জোয়াল তাঁদের ঘাড়েই যখন—বলদ গেল ত কী?

✻

শ্রীমতী গান্ধী আরও জানিয়েছেন যে, অভাবিতের জন্যে সর্বদাই তিনি প্রস্তুত।

এইজন্যেই ত তাঁকে নিয়ে সবাই এমন ভাবিত।

✻

প রি বা র পরিকল্পনার ফলে স্বভাবতই আমদানি হ্রাস পেয়ে ব্যবসার সর্বনাশ হবার আশঙ্কায় মোরাদাবাদের হিজড়েরা তাদের একজনকে আগামী নির্বাচনে নিজেদের প্রতিনিধি করে লোকসভায় পাঠাবেন বলে স্থির করেছেন।

শিখণ্ডীর সঙ্গে লড়াই এবার!

✻

মধ্যবিত্ত লোকের লক্ষণ এই: মাথার দিকেও বাড় নেই, আর পদ-বৃদ্ধিও ঘটে না বিশেষ। কেবল মাঝখান থেকে দেহের বি-শ্রীবৃদ্ধি হয়ে মধ্যস্থল মেদবাহুল্যে ফেঁপে ওঠে। অহর্নিশ ভুঁড়িভারে কাতর। মধ্যবিত্ত মানেই মধ্যবৃত্ত।

খেয়েদেয়ে ফতুর ত! সেই ভরি ভোজনের বৃত্তান্ত!

✻

পেনাং থেকে এক শ মাইল দক্ষিণে উল্লেখযোগ্য রোড টু পিকিং রাস্তার ধারে এক জলাভূমিতে আজ দুই জাতের হাজার হাজার ব্যাঙ (বোধ করি তারা জাতি সঙ্ঘের সদস্য নয়) পরস্পরের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াইয়ে শত শত হতাহত হয়েছে বলে জানা গেল।

লড়াইটা কী নিয়ে? গদি না আধুলি?

✻

অমিতাভ চৌধুরীর মত অমন ছড়া লিখতে পারো না তুমি?—চিঠি দিয়ে শুধিয়েছে আমার বোন শ্রীময়ী সরস্বতী ওরফে পুতুল মিত্র।

ও'র মতন ছড়াতে কেউ পারে না তা সত্যি; কিন্তু আমার মত বিছানার গড়াতেই কি কেউ পারে (সত্যি বললে, কারও মতই আমি কিছু পারিনে।)?

✻

দীর্ঘজীবন লাভের প্রয়াসে সেকালের লোকেরা জীবনের প্রতিপর্বে একটি করে নবীনার পানিগ্রহণ করতেন। একালে সেই বামার স্থলেই নাকি এখন জীবনবীমা—তাতেও সেই একই ফল দেখা যায় নাকি।

আয় আর আয়ু বাড়াবার পলিসি?

✻

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী আদক: "দামোদর পরিকল্পনা সম্বন্ধে যাহা জান তাহা লিখ—এই প্রশ্নের জবাবে একটি ছেলে তার পরীক্ষার খাতায় লিখেছে দেখলাম—'সরকারী পরিবার পরিকল্পনার মতই হুবহু।' এক কথায় সাফ!"

ঠিক কথাই। পরিবার পরিকল্পনার পুত্রকন্যা-নিয়ন্ত্রণে যেমন দুটি বা তিনটি হলেই যথেষ্ট, তারপর আর না, ব্যস। দামোদরের বন্যাও তেমনি বছরে দুটি তিনটি হলেই ঢের (তবে এখানেও নিরোধের দরকার।)।

✻

শ্রীগৌর দত্ত: 'বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষায় চলেছি কাঁজনায়, বেপাড়ার ছেলেরা পথ আ ট কা লো—কোন্ পার্টির? কাদের নাম করা যায় বলুন? ওদের পার্টির না হলেই ত ধরে পেটোবে, চাই কি পেটোর ঘায় খতম করে দিতেও পারে, বলে দিলাম—তাই—সত্যি কথাই—বরযাত্রী পার্টি। তবুও ভয় ছিল, সহযাত্রী হতে চায় যদি?'

এই বাজারে? মা ফলাহেষু কদাচন!

✻

কুমারী মানসী দাস: আমাদের দাদুদিদার পঞ্চাশতম বিবাহ বার্ষিকীতে আমার দিদি গীতা দু শিশি কলপ উপহার দিল, যাতে তাঁদের পক্ককেশের পরিবর্তন হয়ে যৌবনের দিনগুলিতে ফিরে গিয়ে নবোদ্যমে লাগতে পারেন আবার।

তাঁদের শিরোধার্য হয়েছে আশা করি?

✻

শ্রীপ্রেমময় দা শ গু প্ত: 'দুজন লোককে আমার বাড়ির সামনে চুরি করে ইলেকট্রিকের তার কাটতে দেখে বের হয়ে হাত জোড় করে বললাম, দেখুন অন্য দিন আপনাদের তার কাটলে হয় না? লোক দুটি এতে বিরক্ত হয়ে বলল, কবে কখন তার কাটব না কাটব তার পরামর্শ কি আপনার থেকে নিতে হবে নাকি? 'না, তা বলছি না, বলছিলাম কি, কাল আমার বিয়ে কি না!' এতে লোক দুটি আরও বিরক্ত হয়ে বলল, সে কথা আগে বলতে কী হয়েছিল!......মেয়ের বিয়ে দেবার আর দিন পেলেন না? এবং তারা আরও বিরক্ত।

বিয়ের আমন্ত্রণের ভাষায় বললে কথাটা তারা রাখত আশা করি!

✻

শ্রীমলয় দাশগুপ্ত: 'আমার বন্ধু বলল, সে একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখেছে...চিড়িয়াখানার হাতীকে রোজ ল্যাংগোট পরাতে হবে। হাতাহাতির কাজ তো—তাই আবেদন করব কিনা ভাবছি।'

আর, মর্জিমাফিক করলেই কি হবে? কাজটা দর্জিমাফিক হওয়া চাই বোধহয়।

✻

শ্রীসুধীর ভৌমিক ও মমতা ভৌমিক: 'আমাদের ছোট্ট মেয়ে মিঠু কাঁদতে ধরলে ঘুমপাড়ানী গান, আয় চাঁদ, জুজু বুড়োর ভয়—কিছুতেই থামতে চায় না। সেদিনও সে কাঁদছিল আর একটা মিছিল যাচ্ছিল—চলছে চলবে......চলবে না চলবে না ইত্যাদি হাঁকতে হাঁকতে। শুনেই মিঠু একেবারে চুপ। তারপর থেকে কাঁদলেই 'চলছে চলবে না' শুনিয়ে দিলেই সে তক্ষুনি চুপ করে যায়।'

যুগোপযোগী মেয়ে যখন!

✻

শ্রীরণজিৎকুমার সাহা ও দিলীপ সাহা:

'শিক্ষকের বাড়ি গিয়ে দেখি তাঁর ঘরে তালা। পাশের ঘরের ভাড়াটে বললেন, তিনি মোড়ে গেছেন। শুনে মনটা ভারী খারাপ হল। কিন্তু তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চিড়িয়ার মোড়ে যেতেই না তাঁর দেখা পেয়ে যেমন অবাক তেমনি খুশী হয়ে গেলাম। সেই ভাড়াটে ভদ্রলোকের এ কেমনতর রসিকতা। এখনো তার রহস্য আমি টের পাইনি।

রহস্য—রসিকতা নয়, সত্য কথাই। তোমরাও মোড়ে গেলে বলেই তাঁর দেখা পেলে ভাই!

✻

শ্রীরঞ্জনকুমার বিশ্বাস:

শিক্ষক—বলত সাহারা কেমন এবং কোথায়?

ছাত্র—আজ্ঞে, খুব ভাল স্যার!

শিক্ষক (ক্রুদ্ধ)—কী বললে? ভাল!

ছাত্র—হ্যাঁ স্যার, আমাদের পুব পাড়ায় সাহারা থাকে। ভারী ভাল লোক তারা।

আলোচনা

অদৃশ্য কালির নেপথ্যে

[গত সংখ্যায় প্রকাশিত ৬৮ বাপুজী কলোনী, পোঃ ইছাপুর, নবাবগঞ্জ, ২৪ পরগণা, ঠিকানার জনৈক পরিমল ভট্টাচার্যের উল্লিখিত প্রবন্ধ সম্পর্কে নিম্নলিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগের সত্যতাও প্রমাণ করেছেন তিনি।]

গত ১০ই মাঘের (২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭১) আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় আলোচনী বিভাগে পরিমল ভট্টাচার্য মশাই তাঁর "অদৃশ্য কালির কথা" রচনাটি প্রকাশ করে যে চরম অসাধুতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা মেলা সত্যিই ভার। ২৪শে জানুয়ারীর আনন্দবাজারে প্রকাশিত ও উপরে উল্লিখিত রচনাটি পরিমলবাবু আমার রচিত এবং ১৩৭৭-এর ভাদ্র সংখ্যার মাসিক "শিশুসাথী"তে প্রকাশিত "অদৃশ্য কালি" প্রবন্ধটিকে হুবহু নকল করেছেন মাত্র। অবশ্য তিনি তাঁর রচনার শিরোনামটির একটু পরিবর্তন করেছেন, এছাড়া রচনাটির একটি মাত্র স্থানে কেবল "তোমরার" পরিবর্তে "যে কেউ" কথা ব্যবহার করেছেন। আর যা করেছেন তা হল আমার রচিত "অদৃশ্য কালি" প্রবন্ধটির শেষের সাত আটটি লাইন তাঁর রচনায় বাদ দিয়েছেন।

ভবদীয়
তরুণকুমার রায়,
৩০ প্রতাপাদিত্য রোড,
কলকাতা-২৬।

বাবুদের কলকাতায় বাগ্দেবী

ক পৃষ্ঠার পর

শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্ম অন্নপ্রাশন ও ব্রাহ্ম উপনয়ন যখন চলছিল, তখন এক আধজন যে ব্রাহ্ম-সরস্বতী পুজো চালাবে না—তা কি কখনো হয়! তাঁরা বাগ্দেবীর চুড়োর ওপর লিখে দিতেন 'ওঁ তৎসৎ'। পৌত্তলিকদের মতন ঢাক ঢোল বাজানো এ'রা মোটেই পছন্দ করতেন না। পরিবর্তে মায়ের কাছে এ'রা বাজাতে ভালোবাসতেন পিয়ানো ও হারমোনিয়াম।

কিন্তু এ সব চলত রাতে। দিনের বেলা সহর কলকাতা সাধারণত মুখর হয়ে থাকত ছোট ছোট বিদ্যার্থীদের উপস্থিতিতে। এরা দোয়াত কলম নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করত। পুষ্পাঞ্জলি দিত। বীরখণ্ডী আর কুলের দিকে তাকিয়ে থাকত লোলুপ দৃষ্টিতে। তখনো কলকাতায় বাগান ছিল। বাগান ভরা আমগাছে মুকুল আসত। নতুন কাপড়ের কোরা গন্ধ, আম্রমুকুলের গন্ধ এবং আসন্ন বসন্তের রমণীয় বাতাসে সমস্ত পরিবেশটা কেমন যেন স্বর্গীয় হয়ে উঠত। ধূপ-দীপ ঘন্টা ও ঢাক-ঢোলের গন্ধে-শব্দে ছেলেরা থাকত আপ্লুত হয়ে। আর এইভাবেই গড়িয়ে যেত সারাদিনটুকু। সন্ধ্যের আগে কেল্লা থেকে যেমনি তোপ পড়ত অমনি সারা পটভূমি বদলে যেত। মই-কাঁধে মুটেরা দেখা দিত একে একে। একটি একটি করে জ্বলে উঠত গ্যাসের আলো। সন্ধ্যার পথ চকিত হয়ে উঠত বাবুদের গাড়ির ঘোড়ার ক্ষুরে।

তারপর? তারপর বাবুদের রাত। দেবী বাক যেখানে বসে আছেন, সেখানে তাঁর সামনের আসরে একে একে জ্বলে উঠল আলো। জ্বলল ঝাড় লণ্ঠন। রোশনাইয়ে ধাঁধা লেগে গেল চারদিকে। আর ঠিক এমন সময় 'বাবুদের কোচম্যানেরা কপিধ্বজ জুড়ে আনলে। বাবুরা সসৌন্দর্যে তাহাতে আরোহণ কল্লেন। তকমাপরা আরদালীরা শ্বেত চামর কাঁধে ঝুলিয়ে পেছনে উঠলো, দু একজন কেনা রাজার আশাসোঁটাবরদারেরা কোচবাকসে বসল। লোকের ভিড়, গাড়ির শব্দ ও সইসের 'সামনেওয়ালা, সরুড়ওয়ালা' চীৎকারে রাস্তা দুর্গম করে তুল্ল।'

তা দুর্গম হোক। সব পথ যখন রোমে পৌঁছেছে, তখন বাবুরা তাঁদের রমণীয় পরিবেশে গিয়ে কেন পৌঁছুবেন না?

বাবুদের কল্যাণে রাতের শ্রীপঞ্চমী ভিন্ন আকার ধারণ করল। গোলাপজল ও আতরে তার অভিষেক হল। কোথাও বসল পাঁচালি, আবার কোথাও বা গোপাল উড়ের যাত্রা! বাদ রইলেন না কবিঅলরাও। আর আখড়াই, হাফ-আখড়াই তো আছেই। 'তাল তাড়াঠেকায় সঙ্গত রাখতে গিয়ে বাবুরা পানপাত্র নিয়ে আরম্ভ করলেন নাচতে। কেউ ধরল বিদ্যাসুন্দরের গান, 'মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুন'—, আবার কেউ বা ঝুমুরে গাইল 'কেমন মাসীর বোন্‌গো তুমি দেও দেখি আজ গেঁথে মালা!' বাহার রাগিণীতে ও খেমটা তালে গুপ্ত কবির গানও গাওয়া হল—'দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছ, রাত পোয়ানো ভার। হোলো পূর্ণিমেতে অমাবস্যে, তেরো শহর অন্ধকার ॥'

এরকম আনন্দে বাবুরা যখন উতরোল, তখন কিছু কিছু বেলেল্লাপনা তাঁদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত। এই রকম এক শ্রীপঞ্চমী রাতে দশজন ফ্রেন্ড নিয়ে চিৎপুর রোডের এক বাবু যখন প্লবমান, হঠাৎ এক রক্ষিতার জন্য তাঁর মন কেমন করে উঠল। বেরিয়ে এলেন তিনি দরজা খুলে। এবং দরজার সামনেই দেখা হয়ে গেল বাবার সঙ্গে।

পুত্রের এ আচরণ দেখে বুড়ো বাবা থ। হয়ত তিনি পুত্রকে অভিসম্পাৎ করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন, শ্রীপঞ্চমীর পবিত্র রাতে এ কেমন বেহায়াপনা? হায়, কি অধঃপতন!

বুড়ো বাবা বেচারি দেবী বাক্‌কে নিজের অজ্ঞাতে অসুরদের পথে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তিনি সরস্বতীকে জানতেন বাণী-বিদ্যাদায়িনী বলে। জ্ঞানের দেবী বলে। কিন্তু তাঁর ছেলে?—ছেলেও নিজের অজ্ঞাতে একটি পথ ধরেছিল। দেবতাদের পথ। সোমের প্রতি তার অনুরাগ দেবতাদের মতই ছিল তীব্র।'

হায়! কোথায় বৈদিক যুগের দেবতারা, আর কোথায় কলকাতার বাবুরা। এ'রা যে দেবী বাককে নিয়ে একই সাধনায় নামবেন, তা কে জানত? তবে দেবতাদের সাধনায় দেবী ঘরে ফিরেছিলেন, আর বাবুদের সাধনায়? এ সাধনায় তিনি হয়েছিলেন দেশান্তরী, এটুকুই যা তফাৎ!

সাহেব দাদু

ক পৃষ্ঠার পর

তোল ভোলানাথ, মাথার ওপর দু-হাত তুলে দাঁড়া। জল্‌দি......।"

ভোলা বাঁ হাতটা তুলল, ডান হাতটা আর কিছুতেই তোলে না। দাদু আবার তাড়া দিলেন, "হাত তোল, দু হাত—"

মুখ হাঁ করে জিভ বের করে ভোলা দাঁড়িয়ে, একটা হাত মাথার ওপর তোলা, অন্য হাতটা উঠি উঠি করেও উঠছে না। আমরা দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি। হাসবার যো নেই। দাদুর কাছে এইটে শেষ পরীক্ষা, পাশ করতে না পারলে চাঁদা কমে যাবে; ভীষণভাবে কমে যাবে।

"কী রে, হাত উঠছে না কেন?" দাদু এক ধমক দিলেন, "হাতে বাত হয়েছে। তোল্ শিগ্গী। গুলি চেক্ না হলে এক আনার বেশি চাঁদা পাবি না।"

ভোলা বারান্দার এদিক ওদিক তাকিয়ে ডান হাতটাও তুলল সামান্য। দাদু ততক্ষণে তাঁর বাঁ হাতটা ভোলার হাঁটুর কাছে নিয়ে গেছেন।

তারপরেই ভোলা তড়াক করে লাফ মেরে ছিটকে গেল।

দাদু চেঁচিয়ে উঠলেন, "শালা লজ্জা। তোর বাপ-কাকা-দাদা আমায় দিয়ে চেক্ করালো, আর তোর শালা লজ্জা। আয় এদিকে। আয়—।"

ভোলা আবার পা পা করে এগিয়ে এল। আবার ছিটকে সরে গেল। দাদুর গালাগাল শুনতে হল আবার।

বার কয়েক এই রকম হবার পর ভোলার ফাঁড়া কাটল, তারপর শুরু হল জগুর ফাঁড়া। সেই হাইট্ দেখা, ওজন মাপা, গলা দেখা, তারপর দাদুর ভাষায় 'গুলি চেকিং'।

পুরো দলটা যখন স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিয়ে হাঁফ ছাড়লাম, দাদু তাঁর পাউচ্ থেকে হিসেব করে চার পাঁচটা টাকা দিয়ে দিলেন। আমরা নাচতে নাচতে চলে এলুম।

কিন্তু ওরই মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটে যেত। দাদু যে অত কাণ্ড করে সব লিখতেন দেখতেন—এটা নেহাতই মজা করার জন্যে নয়। কোথাও কোনো ছেলের শরীর স্বাস্থ্যের গোলমাল দেখলে তিনি লোক পাঠিয়ে তার বাবা-কাকা কাউকে না কাউকে ডেকে আনাতেন। কী করতে হবে না করতে হবে বলে দিতেন। খাওয়া দাওয়া কিংবা টনিকের পরামর্শ দিতেন।

দাদুর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক ছিল। আমাদের হাইস্কুল তৈরী হবার পর দাদু শুধু তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন না, নিজের হাতে ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন বছরে দুবার করে। বসন্তের টিকে দিয়ে দিতেন। এমন কি আমাদের বাবা-কাকা-দাদাদেরও যে তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন—এটাও সত্যি। পঁচিশ বছর আগে এ-শহরে রেল-হাসপাতাল ছিল না, কোনো আপদ বিপদ সামলানোর জন্যে যা ছিল তাকে ঠিক হাসপাতালও বলা যায় না। দাদু রেলের ডাক্তার না হয়েও তার কোনো কোনো কাজ করে দিতেন, রেল তার স্বীকৃতি এবং মূল্য দিত। বোধ হয় যুদ্ধ ফেরত ডাক্তার বলেই সাহেবী আমলে রেল এসব ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। রেলের চাকরিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষাও দাদু করতেন।

আজন্মের এই অভ্যেস দাদুর বোধ হয় যায়নি। তাছাড়া সব কিছু ছেড়েছুড়ে তিনি যখন ঘরে বন্দী হয়ে গেলেন তখনও তাঁর মনের মধ্যে হয়ত এই চিন্তাটা জুড়ে থাকত: বাচ্চা-কাচ্চারা কেমন আছে, তাদের শরীর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকছে কি না। হয়ত [illegible]

কিন্তু তাঁর সেই আগ্রহ মেটাবার উপায় ছিল না। সরস্বতী পুজোর সময়েই সেটা খানিকটা মিটত। দাদুর কাছ থেকে বেশী বেশী চাঁদার লোভে আমরা সবাই গিয়ে হাজির হতাম। এ-পাড়া সে-পাড়া থেকেও ছেলেরা আসত। কুড়ি বাইশটা দিন দাদুর চাঁদা দেওয়া আর স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলত। তারপর আবার ফাঁকা হয়ে যেত তাঁর বারান্দা।

দাদু যে-বছর মারা গেলেন সে-বছর আমাদের সরস্বতী পুজো বন্ধ থাকেনি, যথারীতি হয়েছিল। কিন্তু সেই বছরটায় আমরা রোজই একবার করে দাদুর বাংলো বাড়ির বাইরে গিয়ে ঘোরাঘুরি করেছি—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি—বারান্দাটা ফাঁকা, সেই কালো আর্ম চেয়ারটা নেই, দাদুও নেই। মাঝে মাঝে শীতের রোদের মধ্যে করবীর বেড়ার আড়াল থেকে হঠাৎ কেমন মনে হত, দাদু যেন আবার বারান্দায় এসে বসেছেন। আমরা কেমন যেন হয়ে যেতুম। তারপর দেখতে পেতাম—বারান্দা ফাঁকা। আমাদের মনও কেমন ফাঁকা হয়ে যেত। অন্যদিকে চলে যেতে যেতে সবাই বড় বড় নিশ্বাস ফেলতাম। দাদুর জন্যে আমাদের গলা ভারী হয়ে এলে ঢোক গিলতাম, আর উদাস চোখে দেখতাম, শীতের মরা বাতাসে পাতা উড়তে উড়তে দূরে চলে যাচ্ছে।

সংস্কৃত শেখার খেসারত এবং পুরস্কার

আশিস মজুমদার

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে স্যার উইলিয়ম জোন্স এদেশে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এক, এদেশকে ভালো করে জানা। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হোলো, সংস্কৃত বই পড়া। দেশে থাকতেই তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন। মনে-মনে তাঁর বিরাট আশা ছিল। এদেশে এসে ভালো করে সংস্কৃত ভাষাটা শিখবেন। সংস্কৃত সাহিত্যের মূল বইগুলো পড়ে তার রসগ্রহণ করবেন। ১৭৮৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের কাজ নিয়ে স্যার উইলিয়ম কোলকাতা এসে পৌঁছলেন। কোলকাতা এসে বছর দুয়েক এদিক-ওদিক খোঁজ-খবর করতেই প্রায় কেটে গেল।

সেবার গরমের ছুটিতে স্যার উইলিয়ম আর তাঁর স্ত্রী আনা মারিয়া কৃষ্ণনগরে বেড়াতে এলেন। নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর ছিল তখন বাংলাদেশের সংস্কৃত চর্চার প্রাণকেন্দ্র। জোন্স ভাবলেন, ছুটিতে বেকার বসে না থেকে সংস্কৃত শেখার চেষ্টা দেখলে হয়। তিনি নবদ্বীপ এসে খুঁজে-পেতে একটা টোলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন ছুটির সময়। টোল-চতুষ্পাঠী সবই প্রায় বন্ধ। তবু ঐ টোলে এক-আধজন অধ্যাপক-পণ্ডিত তখন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে ডেকে জোন্স জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমায় সংস্কৃত পড়াবেন? পণ্ডিতটি সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলের, অসম্ভব! শাস্ত্রজ্ঞানহীন বিধর্মীকে তিনি 'দেবভাষা' শেখাতে পারবেন না। জোন্স প্রথমে বোধহয় ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। কারণ, কথাবার্তা চলছিল দোভাষীকে দিয়ে। তিনি ভাবলেন, পণ্ডিতটির বোধহয় কোনো ব্যক্তিগত অসুবিধা আছে। তাই উনি ও'কে পড়াতে চাইছেন না। জোন্স আর একজন পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি পড়াবেন? কিন্তু ইনিও মাথা নাড়লেন, না, পারবেন না। জোন্সের কেমন যেন সন্দেহ হোলো। ভাবলেন, এ'রা কি চাপ দিয়ে আমার কাছ থেকে বেশি টাকা আদায় করতে চাইছেন! সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি তিনি। টাকার অভাব তাঁর খুব একটা নেই। তাছাড়া সংস্কৃত শেখার জন্যে যেকোনো মূল্য তিনি দিতে প্রস্তুত। তাই জোন্স আবার তাঁদের বেশ করে বুঝিয়ে বললেন, আমি মাগ্না পড়তে আসিনি। আমাকে পড়ালে মোটা মাইনে পাবে।—কী? এবার রাজি?

না, এবারও কেউ রাজি নয়। কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিধর্মীকে সংস্কৃত শিক্ষা দেয় না। লক্ষ টাকার বিনিময়েও না।

জোন্স এবার সত্যি প্রমাদ গুনলেন, তাহলে কি সংস্কৃত শেখা তাঁর হবে না। কত আশা করে, কত চেষ্টা-তদ্বির করে তিনি ভারতবর্ষে চাকরি নিলেন, সে তো শুধু প্রাচ্যবিদ্যা ভালো করে হাতে-কলমে শিখবার জন্যে। সে আশা তাঁর কিছুতেই পূর্ণ হবে না! কিন্তু অত সহজে দমবার পাত্র স্যার জোন্স নন। সংস্কৃত তাঁকে শিখতেই হবে। আর সেটা এদেশীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকেই তিনি শিখবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁকে না-ই বা শেখালো সংস্কৃত। তিনি অন্য জাতের পণ্ডিতদের কাছে শিখবেন। সংস্কৃত শেখা নিয়ে তাঁর কথা। খুঁজে-পেতে বার করলেন এক বৈদ্যকে। চিকিৎসা করা লোকটার পেশা। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং কাব্যে যথার্থ ব্যুৎপন্ন। তিনি জোন্সকে সংস্কৃত পড়াতে রাজি হলেন।

অবশ্য জোন্স ব্যাপারটা যত সোজা ভেবেছিলেন, ততটা সোজা হোলো না। নদীয়ার যে বৈদ্যটি জোন্সকে সংস্কৃত পড়াবেন বললেন, তিনিও শেষকালে একটার পর একটা বায়না ধরতে লাগলেন। অবশ্য জোন্স তাতেই রাজি। মোটকথা, সংস্কৃত শেখালেই হোলো। তবে এই বৈদ্য পণ্ডিতটি ধর্মের দিক থেকে খুব একটা গোঁড়া ছিলেন না। এবং যথার্থ জ্ঞানী ছিলেন। আর জোন্স তাঁকে চিনতেও ঠিক পেরেছিলেন। এর সম্বন্ধে এক বন্ধুকে তিনি চিঠিতে লিখলেন, যে-লোকটিকে আমি যোগাড় করেছি, তিনি য়ুনিভার্সিটির বাবা!

জোন্স সংস্কৃত পড়ায় মন দিলেন। সে তো পড়া নয় যেন তপস্যা। এমনিতেই জোন্স ব্যস্ত মানুষ। সুপ্রীম কোর্টের কাজ, এশিয়াটিক সোসাইটির দায়িত্ব—এসব রয়েছে। হাতে সময় খুব কম। জোন্স তারই মধ্যে সময় করে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে লাগলেন। অভিধান, ব্যাকরণ, অমরকোষ সবই সংস্কৃত হরফে, সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কিন্তু জোন্স সমস্তরকম অপরিচয়ের বাধা ঠেলে এগিয়ে চললেন। এবং বেশ কয়েক বছরের অনলস চেষ্টায় জোন্স সংস্কৃতে রীতিমতো পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলতে শিখে গেলেন। হিন্দুদের দেব-দেবী নিয়ে তিনি ইতিপূর্বেই কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। এবার 'হিতোপদেশ' এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করলেন। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এর ইংরেজি অনুবাদ 'Fatal Ring' প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্য জগতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। জোন্স কালিদাসের নাম দিলেন, 'ভারতীয় সেক্সপীয়ার'। এরপর জোন্স বেদের কিছু-কিছু অংশ ইংরেজি গদ্যে ভাষান্তরিত করলেন। ঋতুসংহার কাব্য সম্পাদনা করে প্রকাশ করলেন—সঙ্গে একটা ইংরেজি ভূমিকা জুড়ে দিলেন। বিচারকার্যের সুবিধার জন্যে 'মনুসংহিতার' ইংরেজি অনুবাদ করলেন।

ততদিনে অবস্থারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যে ব্রাহ্মণেরা একদিন জোন্সকে বিধর্মী বলে সংস্কৃত পড়াতে রাজি হননি, তাঁদের ভুল তখন ভেঙে গেছে। তাঁরা তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জোন্সকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। এদেশে তখনও পর্যন্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই সংস্কৃত পড়ার অধিকার পায়নি। সেই যুগে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-অধ্যাপকের দল জোন্সের কাছে শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি সব এনে হাজির করলেন। তাঁরা দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ সংস্কৃত পুঁথিপত্র সব এনে-এনে জোন্সকে দেখাতেন। তাঁকে পড়তে দিতেন। প্রায়ই দেখা যেত, অবসরসময় জোন্সকে ঘিরে রয়েছে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দল। জোন্স তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা কইতেন। সাহেবের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলবো, এই আশায় অনেক ব্রাহ্মণ এসে জোন্সের সঙ্গে দেখা করতেন। জোন্সকে তাঁরা আত্মীয়-আপনজন বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জোন্স যে একজন বিধর্মী ইংরেজ একথা তাঁরা জোর করে অস্বীকার করে বসলেন। তাঁরা বলতেন, জোন্স আসলে জাতিতে হিন্দু। য়ুরোপে জন্মেছেন এই যা।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়েসে স্যার উইলিয়ম জোন্স কোলকাতায় দেহ রাখলেন। তিনি মারা যাবার দিনকয়েক পর এক শোক-সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় অনেক ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক এসেছিলেন জোন্সএর প্রতি শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানাতে।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায় যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,—যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি বা বিচ্ছিরি মিক্সচারও খাওয়াতে হবে না। ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,—সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে—

১) বাইরে থেকে গায়ে ২) ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে

২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে।

এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ করে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।
সবচেয়ে সুফল যদি তাড়াতাড়ি পেতে চান তো ভিক্স ভেপোরাব যথেষ্ট পরিমাণে লাগান—১৯ গ্রামের পুরো এক শিশি,—বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৭ থেকে ৮ বার আর বড়দের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৪ বার লাগানোর পক্ষে যথেষ্ট।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব—নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন, যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

নতুন ১২ গ্রামের বড় টিন

855

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

CANCER
Its cause, prevention & treatment
By
Dr. E. H. SMALPAGE
M.B., CH.M., F.R.C.S.
Rs. 4/-
প্রকাশক
শেঠ দে এণ্ড কোং
অবিভিন্ন হোমিও ফার্মেসী
৪০এ স্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

উপার্জন করুন
বৈদেশিক সহযোগিতা প্রাপ্ত একটি পাবলিক কোম্পানীকে ঋণ দিন। সর্তাবলী আকর্ষণীয়।
ইচ্ছুক বিনিয়োগকারিগণ বিশদ বিবরণ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক নির্ধারিত তথ্য উৎসহ কোম্পানীর ব্যালান্স সীট পেতে পারেন।
বিবরণাদির জন্য যোগাযোগ করুন
এ·আর·ব্যানার্জী
৬, ন্যান্সী লেন (৭ম তলা)
কলিকাতা—১
ফোন—২৩-৬৭৫১/২

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
৩ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।

TETA AGENCIES
19-F/KAMLA NAGAR
(21) DELHI-7

রাজরপ্পা

বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

দামোদর ভৈরবীর বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। ভৈরবী এসে পড়েছে বেগবান দামোদরের উপর। এই মিলন স্থলের পাশে দাঁড়িয়ে অতি প্রাচীন ছিন্নমস্তার মন্দির। চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড় শ্রেণী, সবুজ চাদরে ঢাকা। যেন সবুজ সামিয়ানার সারি মন্দিরের চারিদিকে। অবশ্য সে চিরহরিতের গাঢ়ত্ব ধীরে ধীরে ক্ষীয়মাণ। সরকারী বন বিভাগের উত্তরোত্তর বিস্তারের সঙ্গে তাল রেখে কমছে শাল, সেগুন, মহুয়া, কুসুম ইত্যাদি বৃক্ষের সংখ্যা।

কেন? সে অন্য কথা।

সুকঠিন প্রস্তর ভেদ করে দামোদর তার পথ করে এগিয়ে এসেছে, ভৈরবীর সঙ্গে মিলন আকাঙ্ক্ষার তাড়নায়, অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা সৃষ্টি করে। দু পার্শ্বে কোথাও বা প্রায় শ্বেত আবার কোথাও বা প্রায় ধূসর রং-এর পাথরের সারি। তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ঈষৎ কালো জল। পূর্বমুখে। প্রায় নীল জল বুকে নিয়ে ভৈরবী উত্তরবাহী। কল-কল শব্দে পড়ছে দামোদরের উপর। উপর থেকে নীচে। একটি ছোট্ট, কিন্তু সুন্দর ঝর্ণার সৃষ্টি করে। —

আমি রাজরপ্পার কথাই বলছি। হাজারীবাগ (বিহার) জেলায় অবস্থিত রাজরপ্পার মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা পৌঁছেছে দূর-দূরান্তে। তাই গোলা থেকে রাজরপ্পা পর্যন্ত সাড়ে আট মাইল কাঁচা রাস্তা হওয়া সত্ত্বেও সেখানে গাড়ির ভিড়। ভিড়—ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেলের। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন ক্ষেত্রে আজ বহু মানুষের আনাগোনা।

কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতেই মানুষ এখানে ভিড় করেন না। আসেন ছিন্নমস্তার মন্দিরে পূজা দিতেও। একটা উঁচু টিলার উপর মন্দির, মন্দিরের পাদস্পর্শ করে ভৈরবী (স্থানীয় নাম ভেরা) প্রবাহিতা। মন্দিরের সম্মুখেই দামোদর ও ভৈরবীর সঙ্গমস্থল। মন্দিরের চত্বরে দাঁড়ালে দেখা যায় প্রকৃতির মনোমোহিনী রূপ।

উদরে যার দাম, তারই নাম দামোদর। সুদূর অতীতে যিনি এই নদের নামাকরণ করেছিলেন, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানে তাঁর যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। দামোদরের নীচে এবং অববাহিকা অঞ্চলে রয়েছে কালো হীরার অফুরন্ত ভাণ্ডার। এত কয়লা রয়েছে বলেই এর নাম দামোদর রাখা হয়েছিল, এরূপ অনুমান করা হয় এবং সঙ্গত কারণেই।

স্বাতী নক্ষত্রের দিন (ভাদ্র-আশ্বিন মাসে) দামোদরের জল স্ফীত হয়ে উঠে ভৈরবীকে স্পর্শ করে। তাদের এই মিলন স্থায়ী হয় সাড়ে চার ঘণ্টা। সে অপূর্ব দৃশ্য যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর জীবন সার্থক।

পাশের জঙ্গলে একটি বৃহদাকারের ব্যাঘ্র আছে, মাঝে মাঝে তাকে দেখা

যায়। চিতা ও নেকড়েও আছে। তাদের দ্বারা কেউ কোন দিন আক্রান্ত হয়েছে বলে শোনা যায়নি। অনেকে মনে করেন, এটা স্থান মাহাত্ম্য।

রাজরপ্পায় ভারতীয় তন্ত্র গবেষণাগার স্থাপনে উদ্যোগী শ্রীসুকুমার বসু মনে করেন, হিন্দু শাস্ত্রে উল্লিখিত মেধশ মুনির আশ্রম ছিল রাজরপ্পায়। তাঁরই আদেশে মহাভারত-পূর্ব যুগের রাজা সুরথ মা ছিন্নমস্তার পূজা শুরু করেন এখানে তাঁর বিজিত রাজ্য পুনর্প্রাপ্তির জন্য। তাই কোন কোন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে রাজরপ্পাকে রাজতপা অর্থাৎ রাজার তপস্যার স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রী বসু গত আট বছর ধরে রাজরপ্পা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে জানালেন, সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী এড়েদহের রাজা রুদ্রনারায়ণ ঘোষাল স্বরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে রাজরপ্পায় এসে আশ্রয় নেন। এবং শুরু করেন ছিন্নমস্তার আরাধনা। তিনি মন্দিরের মধ্যেই দেহরক্ষা করেন এবং সেখানেই তাঁর দেহ প্রোথিত হয়ে যায়। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখে স্থানীয় সাঁওতাল অধিবাসিগণ মন্দির সন্নিহিত অঞ্চলের নাম দেন রাজরপ্পা, রাজার 'দেহ' রোপিত হয়ে গিয়েছে বলে।

মন্দিরের পূজারীরা এড়েদহের ঘোষাল। তাঁদের নির্লোভ ও মধুর ব্যবহার দেখে মনে হয়, তাঁদের দেহে রাজরক্ত রয়েছে। তাঁরা বিহারের অন্যান্য হিন্দু তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের মত জুলুম করেন না। পূজার জন্য যা দক্ষিণা পান, তাতেই খুশী। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য খুব বেশি পুণ্যার্থী আসেন না এখানে। তবু সরকার মন্দিরটিকে 'রিলিজিয়াস ট্রাস্ট আইনের' অধীনে আনতে আগ্রহী। অথচ যেখানে পাণ্ডারা তীর্থযাত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে সরকারী আইন প্রায় অকেজো বললে অত্যুক্তি হবে না।

এই মন্দিরের চার হাত প্রশস্ত দেওয়াল পাথর দিয়ে তৈরী। শ্রী বসু এই পাথর পরীক্ষা করিয়ে জেনেছেন যে, পাথরগুলি কাটা হয়েছিল ছ হাজার বছর পূর্বে। অতএব মন্দিরটি ছ হাজার বছরের পুরোন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় এই মন্দির ছিল বিদ্রোহীদের অন্যতম ঘাঁটি।

এটাই সম্ভবত ভারতের একমাত্র মন্দির, যেখানে সকল ধর্মাবলম্বী মানুষ প্রবেশ করতে পারেন। এবং পূজাও দিতে পারেন। মুসলমানগণও মানত করেন এবং পূজা দেন। দিনে-রাত্রে মন্দিরের দরজা কখনও বন্ধ হয় না। প্রশ্ন করে জানলাম, অনেক দিন পূর্বে এক মুসলমান পূজা দিতে আসেন। মন্দিরের পূজারী তাঁকে ঢুকতে না দিতে চেয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে পূজারীর মৃত্যু হয় মন্দিরের বন্ধ দরজার সম্মুখে। বিশ্বাসীগণ দেবীর সম্মুখে বসে সঙ্কল্প করে মানত করেন এবং একটি ছোট পাথর উঠিয়ে মন্দিরের কুলুঙ্গিতে রেখে দেন। মনস্কামনা পূর্ণ হলে বিশেষ পূজা দেন এবং পাথর নামিয়ে দেন সেখান থেকে।

শ্রীবসু পনের লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভারতীয় তন্ত্র গবেষণাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের উপর। এইজন্য মাতৃ-সন্তান পরিষদ নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপনের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। গত আট বছরে মন্দিরের সংস্কার সাধন, পঞ্চবটী স্থাপন এবং ফুলের বাগান তৈরী করা হয়। ফুলের বাগানে তিনটি শ্বেতচন্দনের গাছও লাগানো হয়। গাছ তিনটি বেশ বড় হয়েছে। প্রাক্তন শ্রমিক-নেতা শ্রীবসুর এই সব কাজে সাহায্য করছেন তাঁর পূর্বতন সহযোগী শ্রীপল্টু সর্দার। কয়েক বছর পূর্বে শ্রীসর্দারকে এক রাত্রে বিষধর সাপে কামড়ায়। বিড়লা বিশ্রামগৃহের সামনে। তিনি সোজা গিয়ে ছিন্নমস্তার চরণে পড়ে যান। উদ্দেশ্য ছিল মরতেই যখন হবে মায়ের মন্দিরেই মরব। কিন্তু কতক্ষণ পরে দেখা গেল ক্ষতস্থান থেকে কালো রক্তপাত হচ্ছে। এবং তিনি বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত হলেন। এখন তিনি রাজরপ্পায় এবং শ্রীবসুর পরিকল্পনাসমূহকে রূপায়িত করার কাজে ব্যস্ত।

একটি আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছাও শ্রীবসুর আছে। সেখানে সংস্কৃত, হিন্দী ও সাঁওতালী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে। আদিবাসীদের ঘরের কাছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তাঁরা তার পূর্ণ সুযোগ নেবেন বলে শ্রীবসু বিশ্বাস করেন।

গত অমাবস্যার রাত্রিতে রাজরপ্পা গিয়েছিলাম, সন্ধ্যাবেলায়। সারা রাত সেখানে ছিলাম। দেখলাম, কয়েক শ' মানুষ এসেছেন পূজা দিতে। তাঁদের অধিকাংশই ছিল তরুণ-তরুণী। তাঁদের যখন দেখলাম ঐ প্রচণ্ড শীতের রাতে খালি পায়ে ভৈরবীর হিমশীতল জল পার হয়ে এগিয়ে যেতে তখন মনে পড়েছিল গ্রীক অভিযানকারী আলেকজাণ্ডারের মন্তব্য "সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই দেশ"। একদিকে এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী যা কিছু ভারতীয় তাকে ঘৃণার চোখে দেখেন। ধর্মস্থানগুলি মনে করেন প্রতিক্রিয়াশীলদের আস্তাখানা। অপরপক্ষে সেই দেশেরই অন্য এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী দূর-দূরান্ত থেকে নানা কষ্ট স্বীকার করেও এসে পৌঁছান মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় প্রার্থনা জানাতে। কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে জনৈক সুশিক্ষিত তরুণ জবাব দিয়েছিলেন, জীবন জিজ্ঞাসার জবাব পেতে। ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, কপটতা মানুষের আত্মবিশ্বাসের বুনিয়াদকে করেছে শিথিল। সমাজজীবনের সব কিছু সম্পর্কেই তার অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা। তাই ওরা ধর্ণা দেন মায়ের মন্দিরে। মনের ভার লাঘব করতে।

অনেকের মনেই আশঙ্কা, রাজরপ্পার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হবে টেনুঘাটের বাঁধে জল ধরা হলে. এই সঞ্চিত জল প্লাবিত করবে সন্নিহিত অঞ্চল। তখন আর ভৈরবী পড়বে না তার প্রেমাস্পদ দামোদরের বুকে। আনন্দঘন কলোল্লাসে।

ত্বকের সাধারণ
সংক্রামণরোগ সারাবার জন্য
CIBA
ভায়োফর্ম
ক্রীম
CIBA/VIO-66 BN

এক, দুই, তিন
ফ্যারেক্স® পুস্তিকা* নিন
বিনামূল্যে

নবজাত শিশুর মায়েদের জন্য চাইই চাই!
*শিশুর পূর্ণ বিকাশের জন্য যে প্রথম শক্ত খাবার, তার সম্বন্ধে বিশদভাবে জানুন। ফ্যারেক্স! এর বিশেষ ধরণের প্রোটিন, শিশুর কোমল হজমশক্তির বিশেষ উপযোগী।
আজই কুপন পাঠান, ডিপার্টমেন্ট নং A1, পোষ্ট বক্স ১৬৫৫৮, বোম্বাই-১৮ ডবলিউ বি-তে। সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান (যে ভাষায় চাই জানাবেন)।

আপনার নাম ________ (মোটা অক্ষরে)
ঠিকানা ________ (মোটা অক্ষরে)
____
শিশুর বয়েস ________ ভাষা ________
A1
GMGF-10-222 BN

জোত্তোর শূন্য

রবি গুপ্ত

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালি। নানা খণ্ডে বিভক্ত। যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের শুধু নয়, এক শহরের সঙ্গে অন্য শহরের। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, সময়টি ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য, অরাজকতার জন্য, জিঘাংসাবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য ততটা নয়, যতটা শিল্প ও সাহিত্যের পরমোৎকর্ষতার জন্য। ফ্লোরেন্সের ঘরোয়া যুদ্ধের কথা কিছু দান্তের দিভিনা কম্মেদিয়ার ভেতর পাওয়া যায়। শুধু তসকানাতেই জন্মেছেন দিকপাল একদল শিল্পী: জোত্তো, ফ্রা আনজেলিকা, মাসাচ্চো, ভেররক্কিও, বোত্তিচেল্লি, গিরলানাদিও, মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল্লো আর লেওনারদোরে নাম পরিচয়ের অবকাশ রাখে না। মিকেলাঞ্জেলোর সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে, তিনি মোজেসের প্রস্তর মূর্তিটি শেষ করে নিজেই অবাক হয়ে মূর্তিটির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মূর্তি, তুমি কথা বলছ না কেন?' —এত নিখুঁত জীবন্ত হয়েছিল তাঁর কাজ। কিন্তু আমি আজ যাঁর সম্বন্ধে একটি ছোট্ট কাহিনী—ছোট কিন্তু বিখ্যাত—বলতে যাচ্ছি তিনি জোত্তো।

পোপ বেনেদেত্তো একদা খুঁজেছিলেন জনকয়েক সুদক্ষ শিল্পী। তাঁর মনে সাধ জাগল সান পিয়েত্রায় কিছু ছবি আঁকার। এইসব দক্ষ শিল্পীদের খুঁজে বের করবার জন্য পাঠালেন তসকানার রাজসভার পদস্থ এক ব্যক্তিকে। তাঁকে ভার দেওয়া হ'ল সিয়েনা আর ফ্লোরেন্সের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে সমস্ত বড় বড় শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁদের কাছে তাঁদের যোগ্যতার নমুনাস্বরূপ কিছু ছবি চেয়ে আনবেন।

ভদ্রলোক ঘুরতে ঘুরতে শিল্পী জোত্তোর দরজায় ঘা দিলেন। কিছুক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হ'ল কেননা শিল্পী মোটেও পছন্দ করতেন না যখন তিনি কাজে ব্যস্ত কেউ বিরক্ত করে।

"আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সম্মানীয় কেউ হবেন" ভৃত্য জানাল প্রভুকে।

"চুলোয় যান তিনি।"

"কিন্তু ইনি একজন অত্যন্ত পদস্থ ব্যক্তি।"

"গ্রাহ্য করি না, আচ্ছা বিকেলে আসতে বলে দাও।"

"স্বয়ং পোপ তাকে পাঠিয়েছেন।"

জোত্তো দু'মিনিট চিন্তামগ্ন রইলেন, ডান হাতের তুলি হ'ল নিশ্চল। হঠাৎ একটা আলোয় তার দু'চোখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল। "পোপ ......রোম ব"

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন: কে? কে অপেক্ষা করছেন? শিগগির তাকে ভেতরে নিয়ে এসো। হাত থেকে তুলিটি রাখা এবং হাতটি মোছা দুটি কাজ এত দ্রুত শেষ করলেন যেন কাজ দুটি নয়—একটি। আর সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক ভেতরে প্রবেশ করলেন। পরস্পরের অভিবাদন শেষ হল। জোত্তোকে দেখাল যেন মন্ত্রমুগ্ধ—অতীব শান্ত। পোপের মুখপাত্র জানালেন: আমাকে আদেশ করা হয়েছে আপনাকে জানাতে যে সম্রাটের অভিলাষ নানা রকম ছবি দিয়ে সান পিয়েত্রো অলঙ্কৃত করবেন। কাজেই তসকানোর বিখ্যাত শিল্পীদের তিনি চান রোমে। পোপ আপনার কথা চিন্তা করছেন।

—আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

—কিন্তু পোপ আপনার কাজের একটি নমুনা চান। আমি সিয়েনা থেকে আসছি। সেখানে শিল্পী সিমনে মার্তিনি আর দুচ্চো দি বুয়োনিনসিঞা—আরো অনেকের মধ্যে—চমৎকার কয়েকটি নমুনা দিয়েছেন।

—'আপনাকে এক্ষুণি তুষ্ট করছি—' উত্তর দিলেন জোত্তো।

—ওঃ, তাড়া কিছু নেই, আমি কাল আসব, না হয় পরশু—আপনার সুবিধেমত।

—আপনাকে বসিয়ে রাখতে

চাই না—এটা এক মুহূর্তের ব্যাপার। জোত্তোর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একটি সুন্দর কাগজ তুলে নিলেন—তুলিতে লাল রঙ মাখিয়ে বা হাত কোমরে রেখে হাত ঘুরিয়ে একটি শূন্য আঁকলেন—এর চেয়েও নিখুঁত শূন্য আঁকা বুঝি কম্পাসেও সম্ভব নয়। হাসতে হাসতে বললেন: এই নিন নমুনা। আগন্তুক ভদ্রলোক অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন লাল বৃত্তটি ভাবলেন শিল্পী তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

—অন্য কিছু দেবেন না?

—এটাই যথেষ্ট—এমন কি তার চেয়েও বেশী। এটাই নিয়ে যান দেখবেন কেমন মনোনীত হয়।

পোপের মুখপাত্র অগত্যা ওটাই নিয়ে বেরিয়ে এলেন। নমুনাটি রোমে পাঠাবার সময় এক কোণে লিখে দিলেন কি ভাবে বৃত্তটি আঁকা হ'য়েছে।

বেনেদেত্তো একদা ব্যাপারটি অবগত হ'য়ে বুঝতে পারলেন শিল্পীর মূল। জোত্তোর শূন্যের কাহিনী ছড়িয়ে পড়তে দেরি হ'ল না। এই সময় থেকে ঠাট্টাটি প্রচলিত হয়েছে—যার মাথা একটু মোটা তার সম্বন্ধে—"তুমি দেখছি জোত্তোর শূন্যের চেয়েও গোল!"

আরো খরচ করুন

পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন খেয়ালের কথা আমরা শুনেছি, পড়েছি। কিন্তু খরচ করার খেয়াল! অনেকেই হয়তো জানি না।

এমনি একজন ছিলেন সম্রাট সিজার। তিনি অপব্যয় করেছিলেন ১৪৭ কোটি টাকা।

রোম সম্রাট কালিগুলাও এক বছরে খরচ করেছিলেন ২৩ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

মিশর রানী ক্লিওপেট্রা একটা ভোজসভায় খরচ করেছিলেন প্রায় ৫ কোটি টাকা। একজন লোককে মদ খাওয়াতে ৪ লক্ষ টাকার মুক্তো চূর্ণ করে ঐ মদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

সম্রাট ভেস্‌প্যাসিয়ান সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে খরচ করেছিলেন ৩৫ কোটি টাকা। তাহলে সারা জীবন তিনি কত টাকা খরচ করেছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

আর শাজাহান ময়ূর সিংহাসনের জন্য খরচ করেছিলেন ৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, তাজমহলের জন্য ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা।

—সতীরঞ্জন আদক

ঈতিহাসের ঈগল পাখি

পাখির রাজা ঈগল। প্রাচীনকাল থেকেই এই পাখি শক্তি ও শৌর্যের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়ে আসছে। পাঁচ হাজার বছর আগে লাগাশ নগর-রাজের এবং ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকার দুর্ধর্ষ সুমেরিয়ান যোদ্ধারা ডানা-মেলা ঈগল পাখিকে তাদের শক্তির প্রতীকরূপে ব্যবহার করত।

প্রাচীন রোমান কিংবদন্তী অনুসারে ঈগল পাখি রোমানদের দেবরাজ জুপিটারের প্রিয় সঙ্গী। রোমান সম্রাটরা এ পাখিকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করতেন। রুপো অথবা ব্রোঞ্জের ঈগল লাঠির ডগায় গর্বের সঙ্গে বহন করত রোমান বাহকরা।

প্রাচীন অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের প্রতীক ছিল ঈগল পাখি। রাশিয়ার জাররাও এই পাখিকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতেন। ফ্রান্সের প্রথম নেপোলিয়ান এবং তৃতীয় নেপোলিয়ানের আমলে ফরাসী যোদ্ধারা পতাকা বহন করত না—রোমানদের মত তারাও ব্রোঞ্জের তৈরী ঈগলের কারুকার্যমণ্ডিত প্রতিকৃতি বহন করতে লাঠির ডগায়।

ঈগল পাখিকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয় খৃষ্টান গির্জায়। এর কারণ কি? অনেকের মতে, ঈগল সাপের শত্রু, এবং সাপ পাপ এবং শয়তানের প্রতীক। ঈগলের দুই ডানা—বাইবেলেরও দুটো ভাগ, পুরনো এবং নতুন টেস্টামেন্ট।

—অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কেউ সহজে মনে রাখে, কেউ ভুলে যায়। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে যে, স্মৃতি নির্ভর করে কতগুলি রাসায়নিক বস্তুর উপর। এক প্রাণীর মগজ বা দেহের নির্যাস অন্য প্রাণীকে খাইয়ে বা ইনজেকশন দিয়ে স্মৃতি দেহান্তরিত করার দাবি কেউ কেউ জানিয়েছেন। ইঁদুর, মাছ এবং নিম্নতর জীব নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু অনেকে এ সব দাবির প্রতিবাদও করেছেন। সম্প্রতি রসায়ন-বিদানী জর্জ উংগার মিশ্র নির্যাসের স্থানে বিশুদ্ধ বস্তু ব্যবহার করে সন্দেহ অনেকটা দূর করেছেন। এঁর জন্ম হাঙ্গেরিতে, এখন কাজ করেন যুক্তরাষ্ট্রের বেলর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ইঁদুর অন্ধকারের জীব, কিন্তু উংগার প্রথমে তাদের অন্ধকারকে ভয় করতে শেখালেন ঐ অবস্থায় বারে বারে বৈদ্যুতিক শক লাগিয়ে। তারপর এদের মগজ বেটে তার রস সাধারণ ইঁদুরদের পেটে ইনজেকশন দিলেন। দেখা গেল তখন এরাও অন্ধকার এড়িয়ে চলছে, যেন অন্ধকার-ভীতি লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে একটি বস্তু প্রথম দলের ইঁদুরের মস্তিষ্কে তৈরি হয়েছে। গবেষণার ফলে তাঁর সন্দেহ হল এই বস্তু পনেরটি অ্যামিনো-অ্যাসিড দিয়ে তৈরি একটি পেপটাইড অণু। তাঁর অনুরোধে হুস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক রসায়নবিদ কৃত্রিম উপায়ে প্রায় অনুরূপ এক পেপটাইড বানিয়েছিলেন, সাধারণ ইঁদুরে তা ঢুকিয়ে তাদের মধ্যেও অন্ধকারের ভীতি সঞ্চার হল।

নানা রকম অ্যামিনো-অ্যাসিড দিয়ে প্রাণীদেহে প্রোটিন তৈরি হয় কোষস্থিত নিউক্লিইক অ্যাসিডের নির্দেশ অনুসারে। পেপটাইড ছোট জাতের প্রোটিন। উংগার মনে করেন, শিক্ষা ও স্মৃতি মস্তিষ্কের আর-এন-এ নিউক্লিইক অ্যাসিডের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত। তিনি বলেন ইঁদুরকে যখন অন্ধকারের ভয় শেখানো হল তখন তার মগজে যেমন এক বিশেষ অণুর সৃষ্টি হল, তেমনি অন্যান্য শিক্ষা থেকে অন্যান্য অণু তৈরি হয়। দেহান্তরে এগুলি চালান করলে ঐ ঐ স্মৃতি সেই প্রাণী আহরণ করবে। হয়তো মানুষের বেলায়ও তা সত্য, তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা অসীম। জন্মের থেকে বা জরার ফলে যাদের স্মৃতি দুর্বল তাদের পক্ষেও আশার কথা।

*

ভাঙা হাড় জোড়া লাগানো—বিশেষত বেশী বয়সে—যে কত বড় সমস্যা তা ভুক্তভোগীরা হাড়ে হাড়ে জানে। চিকিৎসক ভাঙা মাথা দুটি মুখোমুখি বসিয়ে পিন বা স্ক্রু দিয়ে জুড়ে দেয়, তারপর অঙ্গটি অনড় অবস্থায় রেখে অনেক দিন ধরে আরোগ্যের অপেক্ষা। কিন্তু অনেক সময়ে আপদ আরও বেড়ে যায় হাড় ঠিকভাবে বসানো হয়নি বলে, কিংবা পিন বা স্ক্রু থেকে যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ দেখা দেয়।

সোভিয়েট চিকিৎসকরা এক

জল স্থল অন্তরীক্ষ

অভিনব উপায় বার করেছেন, যা আগে নানা জন্তু এবং পরে মানুষের উপর প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। বুদ্ধিটা নেওয়া হয়েছে প্লাসটিক জুড়বার এক পদ্ধতি থেকে। এখন ভাঙা হাড়ের উপর এক বিশেষ প্লাসটিকের প্রলেপ লাগিয়ে আলট্রাসনিক তরঙ্গ প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাতে ভগ্নাংশগুলি জুড়ে যায় এবং ক্রমে নতুন হাড় ঐ প্রলেপের স্থান দখল করে।

আলট্রাসনিক কি জিনিস? আমরা যা সব শব্দ শুনি তা হাওয়ার তরঙ্গ থেকে সৃষ্টি। জলের গায়ে এক গজের মধ্যে যেমন একটি বা দশটি ঢেউ থাকতে পারে, হাওয়া-তরঙ্গের ঘনতারও তেমনি ভেদাভেদ হয়। ঘনতার সংখ্যা যখন এক নির্দিষ্ট সীমা পেরিয়ে যায় তখন আমাদের কানে তা আর শব্দের সৃষ্টি করে না—এরই নাম আলট্রাসনিক। সুতরাং বলা যেতে পারে বাতাসের তরঙ্গাঘাতে হাড় জোড়া লাগানো হচ্ছে।

*

আলট্রাসনিক এখন শিল্প, বিজ্ঞান, গবেষণার নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে, এমন কি সমুদ্রে মাছ ধরার কাজেও। এই তরঙ্গের আঘাতে মাছ তখনকার মত মূর্ছা গিয়ে ভেসে ওঠে, তখন তাদের সংগ্রহ করা কঠিন নয়। আর একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জালের দিকে মাছ আকর্ষণ করতে বিদ্যুৎ তরঙ্গ ব্যবহার হচ্ছে। এতে সাধারণত সব রকম মাছই জালে ভীড় করে, অনেক জাত অখাদ্য বলে ফেলে দিতে হয়। সম্প্রতি রাশিয়া এবং অন্য কয়েকটি কমিউনিসট দেশের যোগ্য পরীক্ষায় উপায়টির সূক্ষ্মতা বাড়িয়ে বেছে মাছ ধরা সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে বিভিন্ন জাতির মাছ বিভিন্ন ঘনতার বিদ্যুৎ তরঙ্গের ডাকে সাড়া দেয়, সুতরাং জালের মুখের যন্ত্র থেকে যথাযোগ্য ঘনতার তরঙ্গ সৃষ্টি করে শুধু সুস্বাদু মাছকেই ডেকে আনা যায়।

—ইন্দ্রনাথ

ব্যথা-বেদনায় আপনার চাই
'অ্যাস্‌প্রো'

তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য
একমাত্র 'অ্যাস্‌প্রো'ই মাইক্রোফাইন করা
নিকোলাস এর তৈরী
A.G.44 BN

HINDUSTHAN STANDARD

Is Kenya taking over India's tea trade?

When a British Company becomes Indian, what happens?

The answers are in the Business Section of the Hindusthan Standard—the most comprehensive coverage of Indian business news you can find.
Read the Hindusthan Standard—the Business Section appears thrice a week on Mondays, Wednesdays & Saturdays.

HINDUSTHAN STANDARD
is where the news is

ফাউন্টেনপেনের কালি
Ideal
পি.এম.বাকচি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা • পাটনা • বোম্বাই • গৌহাটি

রবিবাসরীয়
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ১৭ মাঘ, ১৩৭৭

নলেন গুড়ের সন্দেশ
খাওয়ার আনন্দ।
গাঙ্গুরাম অ্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর - কালীঘাট - চিত্তরঞ্জন এভে.

সর্প চিকিৎসায় সুশ্রুতের অবদান

শিবকালী ভট্টাচার্য আয়ুর্বেদাচার্য

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আদিতম শল্যবিশারদ (সার্জেন) ভারতের সুশ্রুত আজও বিশ্বের বিস্ময়। তাঁরই প্রণীত গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতা। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী, উক্ত গ্রন্থে পরবর্তীকালে অনেক রূপক কাহিনীর বর্ণনা সমাবেশ করা হয়েছে বলে মনে হয়। এই বিষোৎপত্তির কাহিনীও সেই ধরনের।

বিষের জন্ম রহস্য—গর্বিত অসুর কৈটভ লোক স্রষ্টা ব্রহ্মার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করাতে তাঁর ক্রোধ মূর্তিমান হয়ে সেই অসুরকে নাশ করেছিল, তারপর সেই তেজ আরও বাড়তে দেখে দেবতারা অতিশয় বিষণ্ণ হয়েছিলেন, তাই থেকে তার নামকরণ করা হল বিষ। তাঁর অন্তর্নিহিত বক্তব্য মনে হয়, এই বিষক্রিয়ায় প্রাণী মাত্রেই বিষাদগ্রস্ত হয়। এর প্রকৃতি বর্ণনায় একটি চমৎকার তুলনা দিয়েছেন যে, আকাশের জলের যেমন কোন স্বাদ থাকে না, যেখানে পড়ে তার স্বাদে অভিষিক্ত হয়, বিষও সেই রকম তার সেই অন্তর্নিহিত বিষ প্রভাব, দ্রব্য স্বভাব নষ্ট করে দিয়ে থাকে। সেই বিষপ্রভাবকে পাশ্চাত্ত্য মতে বলা হয়েছে বিষের toxicity.

সাপের শ্রেণী—তাঁর আমলে পরিচিত প্রসিদ্ধ সাপ ৮০ প্রকার। সে আবার ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত, যেমন দর্বীকর ২৬, মণ্ডলী ২২, রাজিমান ১০, বৈকরঞ্জ ৩ ও নির্বিষ ১২। এই সব জাতের সাপের নামকরণও করা হয়েছে। এ ভিন্ন দুটি জাতের মিলনে কয়েক প্রকার শঙ্কর জাতির সাপ জন্মায়, তাদের বিষের ক্রিয়া ও লক্ষণ মিশ্র প্রকৃতির হয়; এ-কথা বলা আছে। সব সাপেরই স্ত্রী-পুরুষ বা নপুংসক বিচার করা হত, তাদের চোখ, জিভ, মুখ ও মাথা দেখে।

বিষ কোথায় থাকে—সুশ্রুত বলেছেন, মানুষের শুক্র যেমন সর্বশরীরে অবস্থিতি করে এবং মন্থনের দ্বারা নিঃসৃত হয়, বিষও সেই রকম সাপের সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, রাগত ঐ বিষ দাঁত বেয়ে বেরিয়ে আসে।

বিষক্রিয়ার প্রচ্য সমীক্ষা—দর্বীকরে কামড়ালে বায়ুর, মণ্ডলীর পিত্তের ও রাজিমানে কফের প্রকোপ হয়, এটা চরক ও সুশ্রুত দুজনেরই একমত হলেও সুশ্রুতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই বাস্তব। সর্পদংশন হলেই হল না, দষ্টস্থানের আকৃতি ও বর্ণ দেখে নির্ণয় করতেন, সাপটি দর্বীকর, মণ্ডলী বা রাজিমান অথবা অন্য কোন ধরনের এবং সেটা স্ত্রী অথবা পুরুষ জাতের। আরও বৈশিষ্ট্য যে, তিথি ও সময় (দংশনের) দেখেও বিষের উগ্রতা সম্পর্কে অবহিত হতেন। এ তো গেল—তারপর দংশকের বাসস্থান যদি উঁইঢিপি অথবা দেবস্থান হয়, তাহলে বিষেরও উগ্রতার তারতম্য বিচার্য বিষয় হত। এরপর আবার দষ্ট ব্যক্তির বয়স এবং তার শারীরিক অবস্থার তারতম্যে বিষক্রিয়ারও গুরুলঘুত্ব ও দোষের উপলব্ধি হত। সুশ্রুতের ভাষায় একে বলা হয়েছে, অংশাংশ পরিকল্পনা। এই পর্যন্ত বিচারের ক্ষেত্রকে বলা যেতে পারে, সর্পাহতের প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের জ্ঞাতব্য বিষয়—লক্ষণ (Symtoms) পার্থক্যে সাপটির বর্গ (group) বিচারের পর চিকিৎসার ধারা ঠিক হত। যেমন দর্বীকর দংশনে স্থানটি কাল হয়, জৃম্ভা অর্থাৎ হাই উঠতে থাকে, বাক্যের অবসন্নতা, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ (ঘড়ঘড়ানি), হিক্কা, বায়ুর ঊর্ধ্বগতিজনিত হৃদযন্ত্রে অসম্ভব চাপসৃষ্টি ইত্যাদি বহু লক্ষণ উপস্থিত হয়। মণ্ডলীর দংশনে ত্বক (চামড়া) ও চক্ষুর পীতবর্ণতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, শরীরে উত্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, রক্তবমন বা রক্তদাস্ত হওয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন পিত্তজনিত নানা প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। রাজিমানের দংশনে ত্বক ও চক্ষুর রং বরং একটু সাদাটে (whitish) হয় শীত করতে থাকে, দষ্টস্থান ফুলে যায়, গাঢ় কফ বেরুতে থাকে, চোখ (চক্ষু) কুট্ কুট্ করে ও অন্ধকার দেখতে থাকে, গলা ফুলে যায়, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মনে হয়, এ ভিন্ন অন্যান্য কফের লক্ষণও প্রকাশ পেতে থাকে, এ সবগুলি কিন্তু সাধারণভাবে বিশেষ লক্ষণ।

শরীরে বিষক্রিয়ার ক্রমবিবর্তন—আয়ুর্বেদ মতে জীবদেহ সাতটি ধাতুতে (Components) গড়া, রস, রক্ত

মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। সাপে কামড়ালে যখন ঐ বিষক্রিয়া একের পর অন্য ধাতুকে (রস, রক্ত, মাংস ইত্যাদি) দূষিত করতে থাকে, তার লক্ষণেরও তফাৎ হয়, তখন সেটা দেখে বিচার করা হত যে, বিষ এখন কোন স্তরে পৌঁছে গিয়েছে, এই এক একটি স্তরে পৌঁছানোর নামকরণ করা হয়েছে বিষের বেগ। এই হেতু বলা হয়েছে, বিষক্রিয়ার বেগ হয় সাতটি। এই বেগের প্রকৃত অর্থ হল কম্পন, এটি একটি পারিভাষিক শব্দ।

বেগ বিচারের ধারা—সাপের জাতি (group) বিচার ও যেমন উপসর্গ দেখে ধরা হত, তেমনি লক্ষণগুলি দেখেও বিচার করা হত বিষক্রিয়া এখন কোন্ স্তরে চলছে, যেমন—দর্বীকরের বিষক্রিয়া রক্তে চলাকালে তার রং করে দেয় কালো, মনে হয় গায়ে পিঁপড়ে চলে বেড়াচ্ছে, আবার মণ্ডলীতে কামড়ালে সে ক্ষেত্রে শরীরে দাহ, গায়ের রংটা হলদে হতে থাকে; আবার রাজিমানের বিষে রক্ত দূষিত হলে গায়ে কাঁটা (রোমাঞ্চ) দিতে থাকে, গায়ের রং পাঁশুটে (পাণ্ডুবর্ণ) হয়। এইভাবে বিষক্রিয়া শারীর ক্রিয়ার ক্রমবিবর্তনে পৌঁছে যায়। বিষক্রিয়া যত গভীরে যায় বাঁচানো ততই কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হতে থাকে।

তাঁর চিকিৎসার ভাবধারা—

অরিষ্টবন্ধঃ পরিচূষণং চ, দাহশ্চ,
দংশঃ ফলমূলকে চ
বল্মীকলেপঃ পরিষণ্ডকশ্চ, ঘৃতং চ
তৈলং বমনং তথা চ।
পথ্যং চ নিদ্রাহ্যথ জাগরশ্চ তন্ত্রে
যথোক্তোশ্চ বিধিরস্তি যাদৃক্,
ক্ষারাগদঃ মন্ত্র শিরীষযোগাঃ
স্বেদোবিধেয়োহ্যথবা বিকল্পঃ॥
নস্যাঞ্জনাভাঞ্জন পান ধূমং
তথাবপীড়ং কবলগ্রহঞ্চ
সংশোধনং চোভয়তঃ প্রগাঢ়ং কুর্য্যাদ্
শিরোমোক্ষণমেবচাএ॥

অর্থাৎ—তাগা বাঁধা, রক্ত চুষিয়ে দেওয়া, ছ্যাঁকা দেওয়া (ক্ষেত্রবিশেষে) নরম ফলমূলে কামড় দেওয়া উঁইমাটি প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া, ধুইয়ে দেওয়া (বিষঘ্ন কোন দ্রব্য দিয়ে) ঘৃত, তৈল প্রভৃতির মলম দেওয়া, বমি করানো, ক্ষার বা অগদ ব্যবহার করা, মন্ত্র বলা, শিরীষ প্রভৃতি বৃক্ষের ছাল (ত্বক্) বেটে লাগানো, স্বেদ দেওয়া অথবা ক্ষেত্রবিশেষে স্বেদ (ঘর্ম) রোধ করা, নস্য দেওয়া, নিদ্রা বা প্রয়োজনবোধে অনিদ্রার ব্যবস্থা করা, অঞ্জন (কাজল) দেওয়া, ধূম প্রয়োগ করা, রক্তমোক্ষণ করা ইত্যাদি এই সব পদ্ধতিতে বিষের চিকিৎসা করতে বলেছেন। এইভাবে সর্প-দংশনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি নির্ণয় করার পরই সুশ্রুত তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলেছেন—একটি কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় এর চিকিৎসা করা চলে না—এই কয়টি পদ্ধতির যে কোন একটি বা ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

তবে সুশ্রুতের সর্পচিকিৎসার উৎস অগদতন্ত্রে। সেই অগদতন্ত্রের আবির্ভাব অথর্ববেদে হওয়া অসম্ভব নয়। সংহিতাকার শুধু সংকলনই করেননি, তার প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান এর সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সাপে কামড়ালে সাপুড়ে কি করে— জিজ্ঞাসা করেছিলাম এক ভুক্তভোগী সাপুড়েকে। তার বক্তব্য হচ্ছে যে—রগ চোট্ হলে আর রক্ষে হয় না—রগ অর্থে শিরা (Vein)। তবে কাটার দাগের উপরে প্রথমেই বাঁধতে হয়—তারপর ঐ দাঁতের দাগের আশেপাশে চিরে লবণ বা নিশাদল দিয়ে ডলে রক্ত বের করে দিতে হয়; এর পর ওষুধপালা যা হয় করেন। এক্ষেত্রে সুশ্রুত বলেছেন, আশেপাশ চিরে শিঙে বা বস্তিযন্ত্র বসিয়ে চুষে রক্ত বের করে দেওয়া অথবা ছাই বা যবের ছাতু মুখে পুরে চুষে রক্ত টেনে নেওয়া। তিনি বলেছেন এইটিই উৎকৃষ্ট প্রতিকার। সে যুগে বিষবৈদ্য বলে একটি সম্প্রদায় ছিল, তাঁরাই ছিলেন এসব বিষয়ে পারদর্শী। সংহিতায় বহু ওষধির নাম লেখা; তার মধ্যে অজানাই বহু, তবে অতি সাধারণ কয়েকটি গাছও আছে যেমন—শিরীষ, কালনিসন্দে, কাঞ্চন, আকন্দ, শ্বেতকরবী ইত্যাদি। তাঁরা খাওয়া নিষেধ করেছেন মদ্য-জাতীয় কোন জিনিস আর প্রশস্ত হল দুধ, ঘি ও মধু, ক্ষেত্র হিসেবে ঔষধের ব্যবস্থা তো আছেই। একটি জিজ্ঞাসা মনে আসছে—তাঁরা কেন বললেন যে নকুল (বেজি) ও বিড়ালের শরীরে বিষ অধিক সঞ্চারিত হয় না?

আমার একটা আবেদন আছে—বর্তমানে পশ্চিম বাংলার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ সরকার পরিচালিত, এখানে অগদতন্ত্রও পড়ানো হয় সত্য, কিন্তু সেটা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করার একটা পরিকল্পনা নিলে মনে হয় আয়ুর্বেদের এই ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করাও হবে, অধিকন্তু দেশেরও কল্যাণ হবে।

মহাকাশ উপাখ্যান পূর্ণচন্দ্র ও সমুদ্র মন্থন

অরূপরতন ভট্টাচার্য

মহাকাশে ছায়াপথের একাধিক পরিচয়। কখনো সে কল্পনার সমুদ্র—অজস্র তারকাবিন্যাসে দুগ্ধ ফেনানিভ জলরাশি কখনো সে-মাতৃরূপিনী গঙ্গা—উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত এবং কখনো সে অনন্যস্বরূপা অমৃত প্রবাহিনী—সোমধারা বা দেবপথ নামে যখন সে চিহ্নিত।

পুরাণে অমৃত লাভের জন্যে সমুদ্র মন্থনের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, সেখানে সমুদ্র পার্থিব সমুদ্র নয়। সে সমুদ্র স্বর্গের সমুদ্র, দুগ্ধের তুল্য বর্ণে শুভ্র—অসংখ্য তারকার ঘন সন্নিবেশে সুবিপুল মহাকাশে উত্তর-দক্ষিণে এক বিস্তৃত পথে এর শুভ্রতা পরিস্ফুট এবং দুগ্ধ সমুদ্র বা ছায়াপথ নাম এর অন্যতম পরিচয়।

ভারতীয় পুরাণে সমুদ্র মন্থনের কাহিনীটি নেহাৎ উপাখ্যান নয়। এটিতে এক বিস্ময়কর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সত্য লক্ষ্য করা যায়।

স্বর্গরাজ্যের সীমা নিয়ে দেবাসুরের চিরকালের সংগ্রাম। অসুরেরা সীমা লঙ্ঘন করে, কাজেই দেবগণ বাধা দেন। একবার দীর্ঘকাল ধরে দেবতারা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ফলে দেবগণ ক্লান্ত। বিষ্ণুপুরাণে আছে, পিতামহ ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে অমৃতপানে অভিলাষী হলেন।

ক্ষীরোদ সাগর বা দুগ্ধ সমুদ্র মন্থন করলে অমৃত উত্থিত হয়। কিন্তু সে সাগর মন্থন করা কেবল দেবগণের সাধ্য ছিল না। তাঁরা অসুরদের সঙ্গে সন্ধি করলেন, তোমরাও অমৃতের ফলভোগী হবে, উত্থিত অমৃত দ্বারা

তোমরা আমরা উভয়েই বলবান হবো।

মন্থনের জন্যে প্রয়োজন মন্থন দণ্ড। সাগর মন্থন, সুতরাং মন্থন দণ্ড সাধারণ দণ্ড নয়। মন্দর পর্বত ছিল আকৃতিতে অতি বিশাল। উচ্চতায় সে এগারো হাজার যোজন, নিম্নে মৃত্তিকার মধ্যেও পর্বতটি এগারো হাজার যোজন প্রবিষ্ট ছিল। দেবতারা মিলিতভাবে মন্দর পর্বতকে সমুদ্র মন্থনের উপযুক্ত বিবেচনা করলেন, কিন্তু মন্দর পর্বতটিকে উৎপাটিত করতে সমর্থ হলেন না। তখন তাঁরা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহায়তা প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুজনেই সম্মত হয়ে সর্পরাজ অনন্তকে মন্দর উৎপাটনে নিয়োজিত করলেন।

সর্পরাজ অনন্ত ছিলেন মহাশক্তিশালী। তিনি বলপূর্বক বন ও বনবাসী প্রাণী সমেত সেই পর্বতরাজ মন্দরকে উত্তোলিত করলেন। তারপর দেবগণ সেই মন্দর পর্বতবাহী অনন্তের সঙ্গে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হয়ে সমুদ্রকে বললেন, অমৃতের জন্যে আপনাকে আমরা মন্থন করবো।

সমুদ্র সম্মত হলেন, কিন্তু বিনাশর্তে নয়। তিনি বললেন, মন্থনের সময়ে মন্দরের ঘূর্ণনের জন্যে আমাকে তীব্র মর্দন সহ্য করতে হবে। সমুদ্র অমৃতের অংশ চাইলেন।

তারপর দেবগণ ও অসুরগণ মন্দর পর্বতের অধোদেশে আধার হবার জন্যে সমুদ্রস্থিত কূর্মরাজকে অনুরোধ জানালেন। কূর্মরাজ সম্মত হয়ে মন্দরের নিম্নদেশে নিজের পৃষ্ঠ স্থাপন করলেন; তখন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা কূর্মপৃষ্ঠস্থিত মন্দরের নিম্নদেশের সমীকরণের জন্যে পর্বতে আঘাত হানলেন।

প্রাথমিক পর্বের পরে অমৃত লাভের জন্যে সমুদ্র মন্থন শুরু হলো। মন্দর পর্বত মন্থন দণ্ড। অনন্ত নাগ মন্থন রজ্জু। সেই মন্থন রজ্জুর এক প্রান্তে মহা অসুরগণের সমাবেশ, অন্য-প্রান্তে দেবগণ। দেবগণ সম্মিলিতভাবে যে দিকে বাসুকির পুচ্ছ ছিল, সেই দিকে থেকে পুচ্ছ ধারণ করলেন, অসুরেরা ছিল নাগরাজ বাসুকির শরীরের মুখভাগে। নাগরাজ বাসুকি ভগবান নারায়ণ বলে উভয় দলের সেই আকর্ষণ সহ্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দেবগণ ও অসুরগণ যখন মন্দর পর্বতের দ্বারা সমুদ্র মন্থন করেন, সেই সময়ে সমুদ্র থেকে গম্ভীর মেঘ গর্জনের ন্যায় বিশাল শব্দ উত্থিত হচ্ছিল। চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর পরিবেশ। মন্দ পর্বতের ঘূর্ণনে পর্বতের বিশাল আকারের সব বৃক্ষ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষপ্রাপ্ত হয়ে পক্ষিগণের সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এদিকে সংঘর্ষে অগ্নিও প্রজ্জ্বলিত। সেই অগ্নি মন্দর পর্বতকে আবৃত করে হস্তী, সিংহ ও বিবিধ প্রাণীকে দগ্ধ করতে লাগলো। তা ছাড়া সমুদ্রের বিভিন্ন প্রাণী মন্দর পর্বতের ঘর্ষণে লবণ জলের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

সমুদ্র মন্থনে এই প্রলয়ঙ্কর অবস্থায় দেবতা ও অসুর সকলেই ক্লান্ত। কিন্তু অমৃত উত্থিত হলো না। দেবতারা বরদাতা ব্রহ্মাকে শরণ করলেন। তখন ব্রহ্মা নারায়ণকে বললেন, আপনি এই পরিশ্রান্ত দেবদানবগণকে বল প্রদান করুন; এই বিষয়ে আপনিই পরম আশ্রয়।

বিষ্ণু সকলকে শক্তি দান করলেন। তখন আবার নতুন উদ্যমে সমুদ্র মন্থন শুরু এবং সাগরের জলে আলোড়ন আরম্ভ হলো।

অবশেষে মথিত সমুদ্র থেকে অনন্ত কিরণ, বিমল মূর্তি, শীতল রশ্মি বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল চন্দ্র উৎপন্ন হলেন। সেই সঙ্গে উত্থিত হ'ল শ্বেতবর্ণ অশ্ব, পারিজাত তরু, সুরভি গাভী, লক্ষ্মী দেবী এবং চারটি দন্ত শোভিত শ্বেতহস্তী ঐরাবত এবং সকলের আকাঙ্ক্ষিত অমৃত—মূর্তিমান ধন্বন্তরির শুভ্র কমণ্ডলুতে এই অমৃত রক্ষিত ছিল।

অত্যধিক সমুদ্র মন্থনের সময়ে কালকূট বিষ উৎপন্ন হয়েছিল। সেই বিষ ধূমযুক্ত অগ্নির মতো প্রজ্জ্বলিত হয়ে জগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ব্রহ্মার অনুরোধে শিব সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হয়ে রইলেন।

সমুদ্র মন্থনে উত্থিত বিভিন্ন বস্তুগুলির মধ্যে চন্দ্রকে মহাদেব শিরোভূষণ করলেন। লক্ষ্মী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করলেন। ইন্দ্র ঐরাবতকে নিজের যত্নে গ্রহণ করলেন এবং ধন্বন্তরির হস্তে ধৃত কমণ্ডলুর অমৃত পানে দেবগণ বলবীর্যবান হয়ে উঠলেন। কিন্তু বিষ্ণু মায়ায় অসুরেরা অমৃতে বঞ্চিত হলেন। কেবল রাহু নামে এক দানব দেবতার রূপ ধারণ করে অমৃত পান করে। কিন্তু রাহুর কণ্ঠ পর্যন্ত অমৃত গিয়েছে এমন সময়ে চন্দ্র সূর্য দেবগণের হিত কামনায় বিষ্ণুকে সেই সংবাদ দিলেন। তখন ভগবান নারায়ণ অমৃত পানকারী সেই রাহুর অলংকৃত মস্তক নিজ শক্তিতে চক্রের দ্বারা ছেদ করলেন। এমন সময়ে আকাশে স্থিত রাহুর মুখটি বললো, 'চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে আমার চিরকাল শত্রুতা থাকবে।' সেই জন্যে রাহু এখনও চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস করে।

উপাখ্যানে যে সমুদ্র মন্থনের কথা আছে, সে সমুদ্র যে মহাকাশের দুগ্ধ সমুদ্র বা ছায়াপথ, সূচনায় সে কথা বলেছি। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে সে সমুদ্র মথিত হলো কি ভাবে? মহাকাশে যে ছায়াপথ লক্ষ্য করা যায় সে ছায়াপথ একটা বলয়। এই বলয়াকৃতি ছায়াপথের একটা অর্ধের অবস্থান বৃষ রাশি এবং মিথুন রাশির মধ্যবর্তী অংশে, অন্য ভাগটি গেছে বৃশ্চিক রাশি এবং ধনু রাশির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল দিয়ে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি ৮টার সময়ে পশ্চিম দিক চক্রে একটা স্থূলে দুগ্ধ শুভ্র বলয়ার্ধ দেখা যায়। আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে প্রায় ঐ সময়ে পশ্চিম দিকচক্র দুগ্ধ শুভ্র বলয়-শূন্য এবং তখন একটি বলয় লক্ষ্য করা যায় পূর্ব-দিগন্তে। জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে পূর্ব এবং পশ্চিম দিগন্তে যে দুগ্ধ শুভ্র পথটি লক্ষ্য করা যায় তা কিন্তু বলয়ের একই অংশ নয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে বলয়ের যে অংশটি দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে সেটি বৃষ ও মিথুন রাশির অন্তর্গত, আষাঢ় মাসে নজরে আসে তার অপরার্ধ, বৃশ্চিক ও ধনু রাশির মধ্যবর্তী অঞ্চলটি। কিন্তু মহাকাশে পর পর এই দুই মাসে দুগ্ধ-সমুদ্র লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, বলয়ের যে অংশ পশ্চিমে ছিল তা পূর্বে স্থানান্তরিত হয়েছে, কিংবা যা পূর্বে ছিল তা পশ্চিমে অপসৃত হয়েছে। এই হলো মন্থন গতি—এদিক থেকে সেদিকে এবং সেদিক থেকে এদিকে। চক্রগতির মতো এটিতে আবর্তনের সম্পূর্ণতা নেই। দেওয়াল ঘড়ির দোলক যেমন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায় এবং সেই প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্তে ফিরে আসে, মন্থনগতিও সেরকম। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে মহাকাশে দুগ্ধ পথের মন্থনগতি সদৃশ স্থান পরিবর্তন লক্ষ্য করেই সম্ভবত কাহিনীটির উৎপত্তি।

কাহিনীর অতি বৃহৎ মন্দর পর্বত কোন্‌টি? কাহিনীটি পর্যালোচনা করে মন্দর পর্বতকে কোন তারকা বা জ্যোতিষ্ক বলে মনে হয় না। এটি পার্থিব কোন পদার্থও নয়। পৌরাণিকেরা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে সমগ্র বিষুববৃত্তের অক্ষরেখাকে অবলম্বন করেই মন্দর পর্বতের কল্পনা করেন এবং তখন বিষুববৃত্তকেই বাসুকিরূপ রজ্জু হিসেবে নির্দিষ্ট রাখেন। দেব ও দানবগণ কল্পনায় এই বাসুকিরই সম্মুখভাগ এবং পশ্চাৎভাগ দৃঢ় রূপে ধারণ করে দুগ্ধ সমুদ্র মন্থন করলেন।

দুগ্ধ সমুদ্র মন্থনে যে সব বস্তু উত্থিত হয়েছিল সেগুলিও কিন্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক বা অলীক নয়। প্রতিটিই মহাকাশের বিশিষ্ট জ্যোতিষ্ক, কিংবা বিভিন্ন তারকা সন্নিবেশে মানুষ, অশ্ব, গজ, কুক্কুর, পক্ষী, বৃক্ষের চিত্ররূপ, কাহিনীতে যাদের কেবল নতুন করে উল্লেখ।

কাহিনীতে সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উত্থিত হলো, সেটি মহাকাশের বিশিষ্ট জ্যোতিষ্ক চন্দ্র—চন্দ্রের কলা নয়, পূর্ণচন্দ্র। ধন্বন্তরি ছায়াপথ সন্নিহিত একটি তারকামণ্ডল, মনে হয়, এটি বিশিষ্ট তারকামণ্ডল কালপুরুষ এবং চিত্রা নক্ষত্র নিয়ে রাশিচক্রের যে কন্যার কল্পনা, সেই কন্যা লক্ষ্মী দেবী। আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছায়াপথ যখন পূর্ব আকাশে, তখন মধ্য আকাশে চিত্রা নক্ষত্র এবং কন্যা রাশি অনায়াসে প্রত্যক্ষযোগ্য। উপাখ্যানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। সেখানে আছে, ধন্বন্তরি অমৃত হস্তে সমুদ্র থেকে উত্থিত হলেন। সুতরাং ধন্বন্তরির নিকটেই চন্দ্র ছিল। মহাকাশে চন্দ্র কখনোই ক্রান্তিবৃত্ত এবং বিষুববৃত্ত থেকে বেশী দূরে নয়। কালপুরুষের অবস্থান এই অঞ্চলেই এবং এটি ছায়াপথ বা দুগ্ধ-সমুদ্র সন্নিহিত।

কাহিনীতে যে কূর্মের পরিচয় আছে তাও কালপুরুষকেই অবলম্বন করে। কালপুরুষে সহজ দৃষ্টিতে ১৩টি তারকা নজরে আসে। কালপুরুষের সংস্কৃত নাম মৃগ নক্ষত্র। যে ১৩টি তারকায় মৃগ নক্ষত্র গঠিত, সেই ১৩টি তারকায় কূর্মের আকৃতিও গঠন করা চলে। শুক্ল যজুর্বেদে এবং অথর্ববেদে কূর্মের নাম কশ্যপ। এই কশ্যপকে দক্ষ ১৩টি কন্যা দান করেন। দক্ষ চন্দ্রকেও ২৭টি কন্যা দান করেন এবং ধর্মকে দান করেছিলেন ১০টি; চন্দ্রের পত্নীরা যে তারকা এ কথা সর্বজনবিদিত। তাহলে কশ্যপের পত্নী ও ধর্মের পত্নীও তারারূপিণী হওয়া স্বাভাবিক। কূর্মের নাম কশ্যপ। তাহলে ১৩টি তারকাতেই কূর্মের আকৃতি। এগুলি কালপুরুষ নক্ষত্রের তারা বলেই মনে হয়।

কল্পনার এই কূর্মের পৃষ্ঠদেশকে আধার করেই মন্দর পর্বত স্থাপন এবং অমৃত লাভের উদ্দেশ্যে দেবতা ও অসুরদের মিলিতভাবে সমুদ্র মন্থন।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং—আজ ও আগামীকাল

● এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ●

হিরোশিমার পর পরমাণু বিজ্ঞানবিদ্‌দের যে অবস্থা হয়েছিল, আজকের ট্রানজিস্টর ও কম্পিউটর শাসিত যুগে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারদেরও অনেকটা সেই দশা। একজন সমাজতাত্ত্বিক দুঃখ করে বলেছেন 'সবই ঈশ্বর জানেন' এমন কথা বলে আর কোনো ফল নেই। এখন বলতে হচ্ছে 'সবই কার্ড জানেন'। কেননা সব সংবাদ এখন দ্রুত কেন্দ্রীভূত হয়ে কার্ডে জমা হচ্ছে। হয়ত কিছুদিন বাদে অরওয়েলের কল্পিত ১৯৮৪ সালের পৃথিবীর মত গোপনতা বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সম্ভবত এরকম পরিস্থিতির জন্য ১৯৮৪ সাল পর্যন্তও অপেক্ষা করতে হবে না—তার আগেই কম্পিউটরের কল্যাণে সকলের সম্বন্ধে সব রকম জ্ঞাতব্য তথ্য যন্ত্রের হাতে চলে যাবে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত কেবল ইলেকট্রিকাল সার্কিট নিয়ে মাথা ঘামানো ছিল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। কিন্তু এখন এঁদের গবেষণার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট যাঁরা ডিজাইন করেন তাঁদের সঙ্গে এখন অনেক সময় মিলিতভাবে কাজ করেন মানব মস্তিষ্কের গুপ্ত রহস্যের কারবারীরা। সুতরাং প্রাণরহস্যের নানাবিধ বিজ্ঞানের সঙ্গে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং যুক্ত হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই মূল বিষয়টি এক—তা হল অনুসন্ধিৎসা এবং সংবাদ সংগ্রহ, তাকে সুবিন্যস্ত করা এবং অবস্থা বুঝে চালাতে পারার ক্ষমতা। সংক্ষেপে তিনটি 'ক' অর্থাৎ কমিউনিকেশন, কনট্রোল ও কম্পিউটেশন।

গত বিশ বছরে কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে যার ফলে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমূল ভোল পাল্টাতে বাধ্য হল। প্রথম, ট্রানজিস্টরের আবিষ্কার। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি দিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা অত্যন্ত দ্রুতগতি এবং প্রচুর পরিমাণে তথ্য আহরণ করতে সক্ষম হলেন। দ্বিতীয়, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ক্লড শ্যানন কম্পিউটেশনের গাণিতিক থিওরী প্রকাশ করলেন। তার ফলে যে কোন তথ্য যে কোন ভাবে প্রকাশ করার নতুন ভাষা আবিষ্কৃত হল। তিন নম্বর, সাইবারনেটিকস নামক নতুন বিষয়টির উদ্ভব। এর অর্থ জীবদেহ ও যন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ ও সংবাদ জ্ঞাপন বিজ্ঞান।

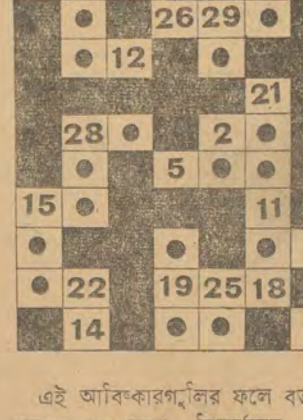

এই আবিষ্কারগুলির ফলে বর্তমান সভ্যতা এক নতুন বিবর্তনের পথে মোড় নিয়েছে। তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং সঠিক পন্থা স্থির ব্যাপারে কম্পিউটেশন টেকনোলজি আমাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর যে আমূল পরিবর্তন ঘটাবে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যাচ্ছে। আমাদের দেশে যন্ত্রসভ্যতা অতটা ব্যাপক নয় বলে সমস্যাটা আমাদের চোখে অতটা বাস্তব না ঠেকতে পারে কিন্তু শোনা যাচ্ছে আমেরিকার মত দেশে আর বছর দশেকের মধ্যে লোকে টেলিফোন ব্যবহার করার মত অনায়াসে নিজের নিজের কম্পিউটর চালাতে পারবে। এখনো পর্যন্ত কেবল সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করার ব্যাপারগুলি লোকে কম্পিউটরের উপর ছেড়ে নিশ্চিন্ত, ক্রমে এমন দিন আসবে যখন কম্পিউটার অঙ্ক ছাড়াও নানা দৈনন্দিন ব্যাপারে অপরিহার্য হয়ে পড়বে। তখন কম্পিউটার মানুষের হয়ে চিন্তা করে বলে দেবে দুর্যোগের দিনে গাড়ি নিয়ে দূরপাল্লায় বেরোনো কতখানি যুক্তিসম্মত, এমন কি শক্ত কবিতার মানে বলে দেবে। গলার স্বর থেকে মানুষ চিনতে সাহায্য করবে, আরো যে কত কি করবে তা চিন্তা করলেও হৃৎকম্প হয়।

অবশ্য যন্ত্রের উপর নির্ভরতা এখনই কোন কোন দেশে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে অরওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কাছে অমঙ্গলসূচক বলে মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। সম্প্রতি আমেরিকার ডার্টমাউথে এক শিক্ষক ছাত্রদের একটি বই থেকে উদ্ধৃতি পড়ে শোনাচ্ছিলেন, বিষয় ছিল কম্পিউটর একটি দানব বিশেষ এবং কম্পিউটরের ভয়ংকর সব কুফল। শুনে ছাত্রেরা (এরা সকলেই আর্টসের ছাত্র) হো হো করে হেসে উঠল। তার কারণও আছে। ডার্টমাউথে শুধু কলেজ নয়, প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে পর্যন্ত ছাত্রদের কম্পিউটর ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ইংরাজী এবং অ্যালজেব্রা জানা থাকলে তারা সহজেই কম্পিউটরের বিশেষ ভাষা আয়ত্ত করে নিতে পারে, এবং তার পরে ইচ্ছেমত কম্পিউটরকে চালনা করতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটরের ভূমিকা খুবই নতুন। কম্পিউটর হবে একটি ছোটখাট লাইব্রেরী বিশেষ। ইলেকট্রনিক স্মরণশক্তি বড় মারাত্মক জিনিস। বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান কম্পিউটরের কোডের মধ্যে যদি সঞ্চিত থাকে এবং সেই কোড জানা থাকলে যে কোন ছাত্র অনর্থক সময় নষ্ট না করে তার প্রয়োজনীয় সব তথ্য পেয়ে যাবে। এরকম আশ্চর্য সুবিধার কথা শুনলেও রোমাঞ্চ হয়। তবে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশে এরকম বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আশা কম।

গোপাল বড় ইস্কুলে পড়তে চললো

"গোপাল আমার পড়াশুনোয় বরাবরই ভালো। জগু পণ্ডিত বলতো—পড়াশুনো করলে গোপাল জলপানি পেয়ে পাস করবে। অনেক সাধ ছিল গোপালকে বড় ইস্কুলে পড়াবো—তিনটে-চারটে পাশ করাবো। তবে সে সাধ যে কোনও দিন পুরবে তার ভরসা ছিল না। বড় ইস্কুলে পড়াতে তো খরচ আছে।

হঠাৎ ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। পাশের গাঁয়ের হরু মণ্ডলের কাছে শুনলাম 'ইউরিয়া' সারের কথা। গেলাম তার ক্ষেতে—অবাক কাণ্ড! কী ফলন—কী ফসলের বাড়! ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের বাবুদের কাছে শিখলাম জমিতে সার দেবার নতুন বিদ্যে। আজ আমার ক্ষেতে ফসল উপচে পড়ছে। সংসারের নিত্য অভাব অনেক ঘুচেছে—সবচেয়ে বড় কথা গোপাল আমার বড় ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে।"

সব জমিতে সব ফসলে
ফার্টিলাইজার করপোরেশনের সার:
সুফলা, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া।

FCI
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন
অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখা ১৩লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

naa/FCI-EM-470

শরীর দুর্বল থাকলে সর্দিকাশি সারতে চায় না

আপনার শরীরের প্রতিরোধশক্তি যখন কমে যায়, তখনই আপনি সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হন। সর্দিকাশি সেরে যাবার পরেও আপনার শরীরের দুর্বলতা দূর হয় না, বরং আরও বেড়ে যায়। ফলে, আপনি আবার সহজেই সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হন। বারবার হতেই থাকে। কিন্তু ঘরের কাজ তো আর ফেলে রাখা যায় না! গৃহিণীর কি আর অসুস্থ হলে চলে?

তাই সর্দিকাশি প্রতিহত করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতিরোধশক্তিও গড়ে তোলা চাই। একমাত্র ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড লাল লেবেলই এ দুই কাজ একসঙ্গে করে।

এতে দুরকমের উপাদান আছে: প্রথম উপাদান হ'ল—"ক্রিয়োসোট" এবং "গুয়াকল" যা সর্দিকাশি সারায়, এবং দ্বিতীয় উপাদান হ'ল এর অদ্বিতীয় টনিকের গুণ—যা আপনার শরীরকে সবল ক'রে তোলে, নিয়ে আসে নব উদ্যম এবং গড়ে তোলে অপ্রতিহত প্রতিরোধ শক্তি।

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড লাল লেবেল ব্যবহার করুন—সর্দিকাশি চিরকালের মত বিদায় হবে।

এখন ২ রকম সাইজে পাওয়া যায়।

সুস্থ এবং সবল থাকার জন্য ...
ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড
লাল লেবেল
পরিবারের সকলের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য টনিক।
ওয়ার্ণার-ল্যাম্বার্ট-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

WH.1674

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার